জগৎশেঠ

নিখিলনাথ রায়

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রজ্ঞাভারতী প্রকাশিত
প্রথম মুদ্রণ ভাদ্র, ১৩৩৯

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

ভূমিকা

জগৎশেঠ প্রকাশিত হইল। জগৎশেঠ প্রথমে 'উৎসাহ' পত্রে পরে 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, উক্ত পত্রদ্বয়ে জগৎশেঠের কতকাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। নানা কারণে জগৎশেঠ প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তজ্জন্য সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ব্যাপারের সহিত যে বিশেষরূপে বিজড়িত ছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহাদের বিবরণ প্রদর্শন করিতে হইলে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে হয়। নতুবা জগৎশেঠ-গণের বিবরণ সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই জন্য এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্তপরিচয়সহ জগৎশেঠগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণে জগৎশেঠপাঠে আনন্দ লাভ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

গ্রন্থকার

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেনের

করকমলে

জ গ ৎ শে ঠ

উৎসর্গীকৃত হইল

ইংরাজি ১৯১২ সালে জগৎশেঠ বইখানি প্রথম প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তদানীন্তন ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বর্তমান সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ কাজে এই দুষ্প্রাপ্য বইখানি সংগ্রহে আমাদের পরম সুহৃদ এবং বাংলার ইতিহাসে বিশেষ অনুরাগী **শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের** সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

"শেঠের বংশের হায়! ঐশ্বর্যের কথা
সমস্ত ভাবতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষমুদ্রাসমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শতমুখে বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার
ঢালিছে সম্পদরাশি সমুদ্রভাণ্ডারে।
আপনি নবাব যিনি (অন্য কোন্ ছার!)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।"

কবিবর নবীনচন্দ্রের অতুল কল্পনা শেঠগৌরবের যে অমরগীতি চির-স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কথোপ-কথন-প্রসঙ্গে সেই গৌরব-গাথা সত্য সত্যই ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কেবল বঙ্গবাসী কেন,—সমগ্র ভারতবাসীর নিকটেও শেঠবংশের ঐশ্বর্য-কাহিনী প্রবাদকাহিনীর মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। রূপৈশ্বর্যের অপূর্ব সমাবেশ ভারতবর্ষের ময়ূরসিংহাসন ইতিহাসবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই গৌরবো-দ্দীপ্ত মোগল রাজসিংহাসনের অধিপতি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হইতে পর্ণকুটীরবাসী শাকান্নভোজী দরিদ্র গৃহস্থ পর্যন্ত, সকলেই শেঠবংশের ঐশ্বর্যকাহিনী আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর করুণাকিরীটবিভূষিত হইয়া অদ্বিতীয় ধনকুবেররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের ঐশ্বর্যপ্রবাহ দ্বিতীয় জাহ্নবীধারার ন্যায় আসমুদ্র হিমাচল পরিপ্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কথা যে লোকমুখে প্রবাদকাহিনীর ন্যায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

এই গৌরবগীতি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ দেশান্তরেও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুদূর ইউরোপখণ্ডেও জগৎশেঠের ঐশ্বর্যকাহিনী শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন রথচাইল্ডের কল্যাণে আধুনিক ইংরেজ স্ফীতবক্ষে অযুত-লৌহ-বর্ম্মে ভারতভূমিকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছেন! জাহ্নবী, যমুনা, নর্মদা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র বন্যাতাড়িত জলপ্রবাহের ন্যায় খরবেগে ইংরেজবণিকের ঐশ্বর্যভাণ্ডার সুদূরে—শ্বেতদ্বীপে—বহন করিবার জন্যই প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু ইংরেজবণিকের মস্তকে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর শুভাশীর্বাদ নিপতিত হইবার পূর্বে শেঠ-বংশের ঐশ্বর্যকাহিনী সমস্ত ইউরোপখণ্ডকে চমকিত করিয়া তুলিয়া-

ছিল। এত ঐশ্বর্যের কথা অনেকে কল্পনায় ধারণা করিতে না পারিয়া, অনেক সময়ে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির সকল কাহিনীই আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইতেন!

সে কালের সমগ্র পরিজ্ঞাত প্রদেশের মধ্যে জগৎশেঠের ন্যায় আর কেহ ধনশালী ছিলেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ভারতবর্ষের মোগল বাদসাহগণ মুর্শিদাবাদের শেঠদিগকে "জগৎশেঠ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের ধনভাণ্ডারের সহিত বিপুল ভারতসাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত কার্যেরই কিছু না কিছু সংস্রব থাকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, "জগৎশেঠ" উপাধি তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে। উহা তাঁহাদের পক্ষে একরূপ "ভূতার্থব্যাহৃতি" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ধনসম্পত্তিতে তাঁহারা যেরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ ভারতসাম্রাজ্যে তাঁহাদের ক্ষমতাও অপরিসীম হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থ ও ক্ষমতাবলে জগৎ-শেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়া তুলেন। বাদশাহ নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা জমীদার পর্যন্ত তাঁহাদের অজস্র অর্থবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেন। বৈদেশিক ইংরেজ ফরাসিগণ তাঁহাদের অনুগ্রহ ব্যতীত বাণিজ্যকার্য পরিচালনে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সর্বদাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব সমস্ত বিষয়েই সেই ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী প্রত্যর্পিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতমাত্রেই নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের মন্ত্রণায় তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের দুইটি বিশাল সমরক্ষেত্র—গিরিয়ায় ও পলাশীতে যে রণক্রীড়ার অভিনয় হইয়াছিল, জগৎশেঠগণ তাহার মূলে না থাকিলে তাহা কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। জগৎশেঠের ক্রোধাগ্নিতেই মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র ও মুর্শিদাবাদের তৃতীয় নবাব সরফরাজ খাঁ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যান, এবং তাঁহাদের সাহায্যেই গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়া আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং মীরজাফর ও মীরকাসিম উর্ধ্বক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত হইয়া কেহ বা অনন্ত নিদ্রায় কেহ বা ফকিরী অবলম্বনে নিষ্কৃতি লাভ করেন, জগৎশেঠগণের ক্রোধঝটিকা সেই তুফানসৃজনের মূল। দুঃখের বিষয়, সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাঁহা-দিগকেও অনন্তগর্ভে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। যে ব্রিটিশ রাজরাজেশ্বরীর শান্তিধারায় আসমুদ্র হিমালয় স্নিগ্ধ হইতেছে, জগৎশেঠগণের সাহায্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা। একজন ইংরেজ বলিয়াছেন যে "হিন্দু মহাজনের অর্থ ও ইংরেজ সেনাপতির তরবারি, বাঙ্গলায় মুসলমানরাজত্বের বিপর্যয় ঘটাই-

য়াছে।”* কেবল অর্থ বলিয়া নহে, এজন্য তাঁহাদিগকে আত্মবিসর্জনও দিতে হইয়াছে। যে ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরীটপ্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে, মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থবৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা ইংলণ্ডবাসীদিগকে একবার সেই পুরাতন কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

বাস্তবিক জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের মূল ছিলেন। রাজস্ববিষয়ে জমীদারদিগের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্যবিষয়ের তাঁহারাই তত্ত্বাবধান করিতেন, এতদ্ভিন্ন শাসন-কার্য তাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। রাজ্যের মুদ্রা তাঁহা-দের মতানুসারেই মুদ্রিত হইত। শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা ছিল না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদী সংস্থাপিত থাকায়, বাদশাহ নবাব হইতে রাজা মহারাজ ও বণিক্‌মহাজনগণ সেই সমস্ত গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। প্রতিনিয়ত কোটি কোটি অর্থে তাঁহা-দের কোষাগার পরিপূর্ণ হইত। তৎকালে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে কেবল মুদ্রা ঢালিয়া দিয়াই সূতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা বন্ধ করিতে পারিতেন। হিন্দুস্থান অথবা দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের সমান অর্থশালী মহাজন তৎকালে দৃষ্ট হইত না। ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক ছিল না, শেঠদিগের সহিত যাহাদের তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত গদীয়ানই তাঁহাদের প্রতিনিধি অথবা স্ববংশীয় ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, সেই লুণ্ঠিত অর্থ তাঁহাদের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। সেই লুণ্ঠনের পরও তাঁহারা প্রতিবারে দরবারে কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। এক কথায়, তাঁহাদের এরূপ অতুল ঐশ্বর্য ছিল যে, তাহার বিবরণ প্রদান করিতে হইলে, অতিরঞ্জনের আভাস প্রদান অথবা কাহিনীর ন্যায় বর্ণনা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাদের অধীন সহস্র সহস্র লোক অর্থোপার্জন করিয়া অগাধ ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া গিয়াছে।† দুঃখের বিষয় সেই জগৎশেঠদিগের আর সে গৌরব নাই। তাঁহা-

* "The Rupees of the Hindu Banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahomadan power in Bengal." (Quoted by Hunter).

† "Their riches were so great, that no such bankers were seen in Hindustan or Deccan; nor was there any banker or merchant, that could stand a comparison with them; all over India. It is even certain, that all the bankers of their time in Bengal, were either their factors, or some of their family. Their wealth may be guessed by this only fact. In the fiirst invasion of the Marhattas, and when Moorshoodabad was not

দিগের বিশাল ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। জগৎশেঠদিগের বংশধর জীবিকানির্বাহের জন্য বৃত্তির আশায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হইয়া প্রত্যাখ্যাত! যাঁহাদের অর্থোপহারে ও আত্মবলিতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ভিক্ষাভাণ্ডহস্ত তাঁহাদের বংশধরের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ন্যায়পর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যয়বাহুল্যের কার্য হইত না।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ধর্ম ও আদি পুরুষ

প্রকৃতির ভৈরবীমূর্ত্তি মরুস্থলী বা মাড়বারভূমি রাঠোর বিজয়-পতাকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এককালে সমগ্র রাজস্থানে আপনার গৌরবপ্রভা বিস্তার করিয়াছিল। এই মাড়বার প্রদেশে নাগর নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। মাড়বারের রাজধানী যোধপুরের পরই নাগর উক্ত প্রদেশের প্রধান স্থান বলিয়া পরিকীর্তিত। খৃষ্টীয় ১৩৮২ অব্দে নাগর রাঠোরকুলশ্রেষ্ঠ চণ্ড কর্তৃক অধিকৃত হয়। তদবধি উহা যোধপুরের যুবরাজগণেব বৃত্তিভূমিরূপে নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। রাঠোরগণের প্রভুত্বকালে নাগর হইতে বার্ষিক ৭৫ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়ের কথা শ্রুত হওয়া যায়। নাগর অনেক বার মুসলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। মোগরকেশরী আকবর সাহ একবার ইহার বক্ষে বিজয়বৈজয়ন্তী প্রোথিত কবিয়া বিকানীররাজকে উক্ত নগর

yet surrounded by walls, Mir Habib, with a party of their best horses, having found means, to fall upon that city, before Aly-werdy qhan could come up carried from Jagad-Seat's house two crores of rupees, in Arcot coin only; and this prodigious sum did not affect the two brothers, more than if it had been two trusses of straw. They continued to give afterwards to Government, as they had done before, bill of exchange, called dursunnies, of one crore at a time by which words is meant, a draft, which the acceptor, is to pay at sight without any sort of excuse In short their wealth was such that there is no mentioning it, without seeming to exaggerate, and to deal in extravagant fables. Thousands of their agents and factors, have acquired such fortunes in their service, as have enabled them to purchase large tracts of land, and other astonishing possession." (*Seir Mutuqherin* Trans. Vol. II, pp. 226-227).

সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা পুনর্বার যোধপুর-রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। কাহারও কাহারও মতে এই নাগর হইতে দেবনাগর অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। মাড়বারের অন্তর্গত এই সুপ্রসিদ্ধ নাগরই বাঙ্গলার শেঠ-বংশীয়দিগের পূর্বনিবাস। নাগরে বহুকাল হইতে জৈনধর্মাবলম্বী বণিকগণ বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্মের অবসানের পর জৈনধর্ম কিছু দিনের জন্য ভারতের কোন কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। রাজপুতানার অনেক স্থান জৈনদিগের বাসভূমি হইয়া উঠে। নাগর তন্মধ্যে একটি প্রধান স্থান। বাঙ্গলার শেঠগণ প্রথমতঃ উক্ত জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারা জৈনদিগের শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ী বলিয়া গণ্য হইতেন। সাধারণের অবগতির জন্য আমরা প্রথমতঃ শেঠগণের পূর্ব ধর্মের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছি।

যৎকালে ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম দিন দিন হীনপ্রভ হইতে লাগিল, সেই সময়ে জৈনধর্ম ক্রমে ক্রমে আপনার প্রসারবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। জৈনধর্ম প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্মের নীতিমালার উপর বর্তমান জৈনমতের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু অন্যান্য উপকরণ মিশ্রিত হওয়ায় তাহার ভিত্তি তাদৃশ সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। সেই জন্য ইহা কেবলই ভারতবর্ষে আবদ্ধ হইয়া থাকে; ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহার স্থান হয় নাই। জৈনধর্মের সৃষ্টিকর্তার নাম অর্হৎ, ইনি দক্ষিণ কর্ণাটনিবাসী ও বেঙ্কটগিরির অধীশ্বর ছিলেন। অর্হৎনৃপতি ঋষভদেবের চরিত্র আদর্শ করিয়া তাঁহার ন্যায় ধর্মপরায়ণ হইবার জন্য উদাসীনবেশে ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদিগের মতে ঋষভদেব ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা তাঁহাকে প্রথম অর্হৎ বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। জৈনগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে অর্হৎই পরমেশ্বর। ইঁহাদের পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ, রাগদ্বেষাদি সমস্ত দোষজয়ী, ত্রিলোকমান্য ও সত্যবাদী। জৈনমতে ধর্মই একমাত্র মুক্তির পথ। ধর্ম দ্বারা বন্ধক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়, অর্থাৎ স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুক্তির স্বরূপ সতত ঊর্দ্ধগমন। এই মতে দুইটি মাত্র মূলতত্ত্ব, জীব ও অজীব, তন্মধ্যে বোধস্বরূপ জীব ও অবোধাত্মক অজীব। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে জীবাজীবেরও ভেদ আছে,—জীব দ্বিবিধ, সংসারী ও মুক্ত। অমনস্ক, ধর্মাধর্ম, পুদ্গল (শরীর), অস্তিকায় (তত্ত্ব) প্রভৃতি ভেদে অজীব বহুবিধ। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র এই তিনটি মোক্ষের পথ। জৈনেরা এই তিনটিকে রত্নত্রয় নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। জৈন মতে ধর্মাধর্ম জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরাও অহিংসাকে পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জৈনদিগের যে সমস্ত নীতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান নীতির উল্লেখ করা যাইতেছে।

যেখানে গুণবান্ লোক, সত্য, শৌচ, প্রতিষ্ঠা, গুণগৌরব, এবং যেখানে বাস করিলে অপূর্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা সেই স্থানেই বাস করা কর্তব্য।

উত্তম ব্যক্তিরা জীর্ণ কি মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না।

যদি প্রাজ্ঞ হও, তবে দেবতা ও বৃদ্ধদিগের প্রতারণা করিও না—প্রতিভূ হইও না—সাক্ষী হইও না।

পেষণযন্ত্র, ছেদনযন্ত্র, পাকস্থান, জলাধার, বর্ধনী (গাড়ু, ঘটী) এই পাঁচটি ব্যবহার্য বস্তু হইতে গৃহস্থাদিগের ধর্মবাধক পাপ জন্মে, অর্থাৎ এই সকল স্থানে হিংসা ঘটিবার সম্ভাবনা।

দয়া, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, শৌচ, তপস্যা, চৌর্যবিমুখতা এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম।

ধর্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হইলেও তৎসমস্তের সার পরোপকার।

পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয়সংযম, ন্যায়পূর্বক জীবিকাগ্রহণ, মৃদুতা, এই সকল ধর্ম পাপ নাশ করে।

অতিথি, যাচক, দুঃস্থ ব্যক্তি গৃহাগত হইলে যথাশক্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া পশ্চাৎ আহার করা উচিত।

পীড়িত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, তবে তাহাকে বিশেষরূপে অর্চনা করিবে।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া এমন কার্য করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহূর্তও যেন বৃথা না যায়।

এই সমস্ত নীতি যে হিন্দু নীতিশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের নিকট যে অনেক বিষয়ে ঋণী তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

জৈনেরা চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষের পূজা করিয়া থাকেন, ইঁহারা জিন নামে অভিহিত হন। মন্দিরে তাঁহাদের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়। ঋষভ, অজিত সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম, শান্তি, কুন্তু, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, পার্শ্ব ও মহাবীর এই চতুর্বিংশ জন জৈনদিগের জিন বা তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতের সর্বস্থানেই প্রচলিত। পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈনরাজের পুত্র, ইঁহার মাতার নাম বামা। বামাদেবী স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আদি জিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পার্শ্বদেব গর্ভে অবস্থানকালে বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত যেন তিনি নিজ পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন, এই কথা তিনি মুখেও ব্যক্ত করিতেন। সেই কারণে তাঁহার পিতা তাঁহাকে "পার্শ্ব" বলিয়া অভিহিত করেন। পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল নির্দোষে অতিবাহিত হইয়াছিল, বার্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশপ্রদান ও ধর্মপ্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইত। জৈনদিগের চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর

মহাবীরও জৈনধর্মপ্রচারের জন্য অপরিসীম যত্ন করিয়াছিলেন। আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় ও পার্শ্বনাথ পর্বত জৈনদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। ইহাদের মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ। জৈনদিগের পূজক ও সাধুদিগকে যতি কহিয়া থাকে। তাঁহারা জৈনধর্মের দার্শনিক মতের বিষয় সম্যক্ অবগত নহেন। ধর্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ, ধর্মের উৎপত্তি কারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্য জীবের সার, যদ্দ্বারা মনুষ্যের উৎকর্ষ-লাভ হয়, তাহাই ধর্ম—ইত্যাদি কতিপয় স্থূল নীতিমাত্র ইঁহারা অবগত আছেন। দেবমন্দিরে পাঠ, সাধুদিগের বন্দনা, তীর্থভ্রমণ, পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান ও ইন্দ্রিয়দমন এই পাঁচটি যতিদিগের অবশ্য কর্তব্য কার্য বলিয়া উল্লিখিত হয়। মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুণ্ঠন প্রভৃতি কয়েকটি জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম আছে, অন্য কোন জাতির মধ্যে এ সকল দৃষ্ট হয় না। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈনেরা সাধারণতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, শ্বেতাম্বরেরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত কেশসংস্কার-বিহীন ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া থাকেন। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহারা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, কিন্তু দিগম্বরেরা রত। জগৎশেঠগণ পূর্বে উক্ত শ্বেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; পরে বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন।

নাগরবাসী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে হীরানন্দ একজন সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। মাড়বারিগণ চিরদিন হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে জৈনগণই উক্ত কার্যে বিশেষ পটু। ভারতবর্ষের এমন কোন নগর নাই, যেখানে অন্ততঃ দুই চারি জন মাড়বারী ব্যবসায়ের জন্য বাস না করিতেছেন। কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান তাঁহাদিগের এক একটি উপনিবেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতার বড়বাজার ও মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ, বালুচর প্রভৃতি স্থান এই সমস্ত মাড়বারী বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। মুর্শিদাবাদবাসী মাড়বারিগণের মধ্যে অধিকাংশই জৈন-বণিক, কলিকাতায় অনেক হিন্দু মাড়বারীও আছেন। ঐ সকল স্থান বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয় বাসনিকেতন হওয়ায়, তথায় প্রতিনিয়ত উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় মুর্শিদাবাদের জৈন বণিক-সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত মাড়বারী বণিকগণ কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া জাঞ্জিবার, নেটাল প্রভৃতি আফ্রিকার উপকূলসমূহেও বাণিজ্যার্থে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের এই রূপ সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত আধুনিক নহে, বহু দিন হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। হীরানন্দ সেই জাতির মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করায় নিতান্ত সম্বলহীন হইলেও তাঁহার বাণিজ্য-পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ব্যবসায়কার্যে উন্নতি লাভ করিবার

ইচ্ছায় আপনার যৎকিঞ্চিৎ মূলধন লইয়া ছাতু, ভুট্টা, লঙ্কা ও লবণের আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া পর্বত, নদী, গ্রাম, নগর অতিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন পাটলীপুত্র বা বর্তমান পাটনা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যৎকালে তিনি পাটনায় উপস্থিত হন, সে সময় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে পাটনা শ্রীশালিনী হইয়া উঠিয়াছে। মোগল রাজত্বে ভারতবর্ষে যে বাণিজ্যের অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ইহা সর্ববাদিসম্মত। দেশীয় বণিকসম্প্রদায় ব্যতীত ইউরোপীয় বণিকগণ তৎকালে পাটনায় কুঠী স্থাপন করিয়া সুচারুরূপে বাণিজ্যকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শোণ, গণ্ডক ও গঙ্গা সম্মিলিত হইয়া পাটনাকে বাণিজ্যকার্যের উপযুক্ত স্থান করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, নেপাল ও বাঙ্গলার বাণিজ্যের সহিত চিরদিন হইতে ইহার গাঢ় সম্বন্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহার ব্যবসায়বাণিজ্য উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তুলা, সর্ষপ, এরণ্ড, নীল, লবণ প্রভৃতির বাণিজ্যের জন্য ইহা চিরবিখ্যাত। হীরানন্দ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সর্বদা কোলাহলময় পাটনানগরীতে উপস্থিত হইয়া নিজ ভাগ্যোদয়ের জন্য যত্নবান হইলেন। পাটনা বাণিজ্যের প্রধান স্থান হওয়ায়, তথায় অনেক মহাজনের গদী সংস্থাপিত ছিল। ব্যবসায়িগণ সেই সমস্ত গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা গদীয়ানের কায করিতেন, অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইতেন। কোন গদীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে অল্প দিনের মধ্যে ভাগ্য-লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ হইবে বিবেচনা করিয়া হীরানন্দ সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না! তিনি যে গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে যান, তিনি তাঁহাকে নবাগত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হন। এইরূপে কোন গদীয়ানের নিকট পরিচিত হইতে না পারিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টে পীড়িত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সুদূরে জন্মভূমি মাড়বার পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যোদয়ের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়া পাটনায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বিন্দুমাত্রও করুণা তাঁহার উপর নিপতিত হইল না। এইরূপ হতাশ অন্তঃকরণে তাঁহাকে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইতে হইল। এক দিন বিষণ্ণচিত্তে তিনি নগরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিছু দূর যাইতে যাইতে তিনি একটি নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন; তাঁহার অন্তঃকরণ এত দূর চিন্তাকুল ছিল যে, তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি একটি নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে শ্যামল বৃক্ষরাজি হাস্য করিতেছিল, পাখীগুলি পাখার শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় লইতে-ছিল, ক্রমে ঝিল্লীরবে অরণ্যানী ঈষৎ মুখরা হইয়া উঠিল। প্রকৃতির সেই মনোহারিণী শোভা দেখিতে দেখিতে হীরানন্দ ক্রমে অরণ্যের বহুদূরে আসিয়া

পড়িলেন। সহসা এক যাতনাব্যঞ্জক আর্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই শব্দ শুনিবামাত্র তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল। কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে, তাহাই জানিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া তিনি তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে স্থান হইতে শব্দ আসিতেছিল, অনুসন্ধানের পর তিনি সেই স্থানের আবিষ্কারে সমর্থ হইলেন। দেখিলেন, তাহা একটি ভগ্ন অট্টালিকা; সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার কোন প্রকোষ্ঠে একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। হীরানন্দ বৃদ্ধের সেই অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় বৃদ্ধের যন্ত্রণার কিছু উপশম হইল বটে, কিন্তু তাহার জীবনদীপ ক্রমশঃ নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। হীরানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সেই মহাযাত্রা হইতে ফিরাইতে পারিলেন না, অল্পক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিল। মরিবার অব্যবহিত পূর্বে বৃদ্ধ হীরানন্দকে সঙ্কেত করিয়া গৃহের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যায়। হীরানন্দের সেবায় তুষ্ট হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ যেন বৃদ্ধ ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। হীরানন্দ একাকী যথাসাধ্য বৃদ্ধের সৎকার করিয়া পরে গৃহের সেই কোণদেশখননে প্রবৃত্ত হইলেন, খনন করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহাকে অপরিমিত ধনের অধিকারী করিয়া গিয়াছে। যতই খনন করেন, ততই তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি সেই সমস্ত অর্থ হস্তগত করিয়া মনে মনে ভাগ্যলক্ষ্মীকে কোটী কোটী প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই বিপুল অর্থরাশি লইয়া হীরানন্দ পাটনায় একটি গদী স্থাপিত করিলেন। এক্ষণে তিনি অন্যান্য গদীয়ানদিগকে আর গণনার মধ্যে আনিতে চাহিলেন না। তিনি অন্যান্য গদীয়ান অপেক্ষা কিছু অল্প সুদে অর্থ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সমস্ত ব্যবসায়িগণই তাঁহার গদীর কথা অবগত হইল, এবং বহুলোকে তাঁহারই গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যে গদীয়ানের কার্য করিয়া তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। অর্থলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুসন্তানলাভেরও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গোবর্ধন, সদানন্দ, রূপচাঁদ, মুলুকচাঁদ, আমীনচাঁদ, নয়নচাঁদ ও মাণিকচাঁদ নামে সাতটি পুত্র লাভ করেন। ধনবাই নামে তাঁহার একটি কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। শেঠ উদয়চাঁদ নামক কোন এক যুবকের সহিত তাহার পরিণয় সংঘটিত হয়। হীরানন্দের পুত্র সাতটিই পিতার সুসন্তান হইয়াছিলেন, তাঁহারাও পিতার ন্যায় কার্যপটু ও ব্যবসায়কার্যে যৎপরোনাস্তি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইরূপে "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ" করিয়া হীরানন্দ মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহবঞ্চিত হইয়া তিনি সর্বদা নিজ জীবনকে যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিতেন,

এক্ষণে সেই ভাগ্যলক্ষ্মী যেন স্বহস্তে তাঁহাকে আশীর্মাল্য পরাইয়া দিলেন, এই চিন্তায় তিনি যারপরনাই উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার গদীর কার্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিল, তখন তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও বাঙ্গলার প্রধান প্রধান স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গদীসংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দিল্লী, আগ্রা, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সাতটি স্থানে তিনি সাতটি পুত্রের জন্য সাতটি পৃথক গদী সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকার গদীর ভারপ্রাপ্ত হন। এই মাণিকচাঁদ হইতেই মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠগণেব উৎপত্তি। এইরূপে সাত পুত্রের দ্বারা গদীর কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে দেখিয়া হীরানন্দ যথাসময়ে এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। উক্ত সাত পুত্রের মধ্যে মাণিকচাঁদের নামই ক্রমশঃ সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাণিকচাঁদ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকা নগরী বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় মহামারীতে বিধ্বস্ত হইলে, বঙ্গসিংহাসন টাঁড়া, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, অবশেষে পূর্ববঙ্গের গৌরবস্থল ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে নিম্নবঙ্গ নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিতেছিল। পর্তুগীজ, মগ প্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রবে বঙ্গভূমি জলে স্থলে সর্বত্রই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে উড়িষ্যার পাঠানদিগের অত্যাচারও মিশ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইউরোপীয়গণ সেই সময়ে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গদেশকে একরূপ আপনাদের আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শেষপ্রান্তে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে অবাধ বাণিজ্যের সুখভোগ করিতেছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ঢাকা রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি পূর্বোক্ত উপদ্রব সকল নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ ফিরিঙ্গী জলদস্যুদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ইচ্ছায়, ঢাকায় মসনদ স্থাপন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সা সুজা পুনর্বার রাজমহলে মসনদ লইয়া আসেন। সম্রাট সাজাহানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইলে,

আরঙ্গজেব সা সুজাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লাকে প্রেরণ করেন। মীরজুম্লা সা সুজাকে রাজমহল হইতে বিতাড়িত করিয়া পূর্ববঙ্গে, পরে আরাকান প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তথায় সা সুজার মৃত্যু হইলে, মীরজুম্লা বাঙ্গলার সুবাদার হইয়া পূর্ববঙ্গেই অবস্থান করিতে থাকেন, এবং আসাম, কুচবিহার প্রভৃতি আক্রমণের পর অবশেষে ঢাকায় আসিয়া তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়। তাঁহার পরেই সুপ্রসিদ্ধ সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবাদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে আবার আরাকান ও পর্তুগীজ দস্যুদিগের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় তিনি ঢাকাতেই রাজধানী পুনঃস্থাপিত করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। মুর্শিদাবাদই বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যৎকালে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে বাণিজ্যাদি ব্যাপারে ইহার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকা বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করে। রাজস্ব, বাণিজ্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য ঢাকা নগরীতে প্রতিনিয়ত অর্থের প্রয়োজন হইত, সেই জন্য হীরানন্দ ইহাতে একটি গদী স্থাপিত করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ সেই গদীর ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মাণিকচাঁদ অত্যন্ত কার্যদক্ষ ছিলেন, তিনি দিন দিন ঢাকার গদীর উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। তৎকালে স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি বাণিজ্যস্রোতে প্রতিনিয়ত ভাসমান থাকায় ঢাকার গদী শেঠদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে উন্নতি লাভ করে। এমন কি দিল্লী, আগরার গদী অপেক্ষা ইহারই প্রসিদ্ধি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যৎকালে মাণিকচাঁদ ঢাকায় গদীয়ানের কার্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের যথেষ্ট পরিচয় হয়। অনেক সময়ে নবাবকে শেঠদিগের গদী হইতে অর্থাদি লইতে হইত বলিয়া এই পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। রাজস্ব বিষয়ের সমস্ত ভার দেওয়ানের প্রতি ন্যস্ত থাকায় মাণিকচাঁদের সহিত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পরিচয় হইল। কেবল পরিচয় বলিয়া নহে, ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ একটু সৌহার্দ্যও স্থাপিত হয়। তৎকালে দেওয়ানের ক্ষমতাও অসীম ছিল। সুতরাং দেওয়ান মুর্শিদের উৎসাহে ও সাহায্যে মাণিকচাঁদের যে দিন দিন উন্নতি লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাস্তবিকই দেওয়ানের জন্য তাঁহার উন্নতি ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল।

মোগল বাদসাহদিগের সময় হইতে বাঙ্গলার রাজস্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হয়। সম্রাট আরঙ্গজেব উক্ত রাজস্বের বন্দোবস্তের জন্য দেওয়ানের পদ সৃষ্টি

করেন। তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য ছিল যে, নবাবের হস্ত হইতে কতক ক্ষমতা লইয়া আর একজন প্রধান কর্মচারীকে অর্পণ করিলে, উভয়েরই ক্ষমতা কতকটা সুসংযত হইবে। একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা থাকিলে ভবিষ্যতে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে পারিত। সেই সময় হইতে নাজিম ও দেওয়ান এই দুই পৃথক্ পদের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধ ও শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ভার নাজিমের উপর অর্পিত হইত। তিনিই সাধারণতঃ নবাব বা সুবাদার নামে অভিহিত হইতেন। দেওয়ান রাজস্ব-সংগ্রহ, তাহার বন্দোবস্ত ও সেইরূপ অন্যান্য কার্য এবং কোষাধ্যক্ষেরও কার্য করিতেন। তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অর্থাদির ব্যয় হইত; এমন কি, নাজিমকে পর্যন্তও দেওয়ানের নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, দেওয়ানেরও ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, অথচ একজনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন না। মুর্শিদকুলী খাঁর পূর্বে বাঙ্গলা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই রাজস্ব সংগৃহীত হইত, অথচ বাঙ্গলা চিরদিনই স্বর্ণপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলার রাজস্ব অনেক অসদুপায়ে ব্যয়িত হইত এবং উহার অনেক ভূমি জায়গীররূপে নির্দিষ্ট থাকায় অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইতে পারিত না। বাঙ্গলার রাজস্বের ক্রমেই লাঘব হইতেছে দেখিয়া বাদসাহ আরঙ্গজেব ইহার সুবন্দোবস্তের জন্য কার্যদক্ষ মুর্শিদকুলীকে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত। একজন পারসীক সওদাগর তাঁহাকে দাসরূপে ক্রয় করিয়া পারস্যে লইয়া যান এবং তথায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া বেরারের দেওয়ানের অধীন কিছু দিন কার্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আয়, ব্যয়, হিসাব, নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানের কথা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাদসাহ আরঙ্গজেব সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মুর্শিদকুলীর কার্যদক্ষতার কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে হায়দরাবাদে দেওয়ানী পদ প্রদান করেন; পরে তথা হইতে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে বাদসাহ আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদকুলী ঢাকায় আসিয়া রাজস্ব বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকারে নিজের পরিচিত লোক সকল পাঠাইয়া দিলেন। জায়গীর ভূমি সকল বাঙ্গলা হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্তে উড়িষ্যা প্রদেশে নির্দিষ্ট করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তে বাঙ্গলা হইতে কোটী টাকা রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় আয়ব্যয়াদির ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় দেওয়ান মুর্শিদকুলীকে অনেক সময়ে প্রয়োজনানুসারে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত আদান-প্রদান ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিশেষ একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়। দেওয়ান রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে মাণিকচাঁদের নিকট হইতে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, এবং

যাহাতে মাণিকচাঁদের গদীর উন্নতিসাধন হয়, সে বিষয়েও দেওয়ানের মনোযোগের অভাব ছিল না। এইরূপে দেওয়ানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় লোকে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিতই আদান প্রদান করিতে যত্নবান হইল। কি জমীদার, কি ব্যবসায়ী সকলেই মাণিকচাঁদের গদীতে কারবার আরম্ভ করিলেন, কাজেই দিন দিন তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ সম্রাট আরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার কার্যদক্ষতাই ইহার একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ বাঙ্গলার এইরূপ সুবন্দোবস্তে তিনি মুর্শিদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। মুর্শিদের প্রতি সম্রাট আরঙ্গজেবের এরূপ প্রীতি নবাব আজিম ওশ্বানের ভাল লাগিত না। তিনি সম্রাটবংশধর, কাজেই দেওয়ানের এরূপ ক্ষমতা-বিস্তার তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ রাজ্যের সমস্ত আয় ব্যয় মুর্শিদের ন্যায় দেওয়ানের হস্তে অর্পিত হওয়ায়, তাঁহার বিলাস বিভ্রমেরও অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সমস্ত কারণে তিনি মুর্শিদকে অপদস্থ করিতে যত্নবান হইলেন; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত হইল। নবাবের অধীন একজন সেনাপতি আপনাদিগের বেতন আদায় করিবার ছলে দেওয়ানকে আক্রমণ করিবার জন্য নবাবের নিকট অনুমতি চাহে। নবাব গোপনে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। প্রকাশ্যে দেওয়ানের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে পাছে সম্রাট বিরক্ত হন, এই জন্য তিনি কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত সেনাপতি আপনার দলবল লইয়া পথিমধ্যে দেওয়ানকে আক্রমণ করে; কিন্তু সে সময়ে দেওয়ান এরূপ সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। সমস্তই আজিম ওশ্বানের সম্মতিতে হইয়াছে ইহা বুঝিতে দেওয়ানের বিলম্ব হইল না। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নবাবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। নবাব আপনার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য উক্ত সেনাপতিকে আহবান করাইয়া দেওয়ানের সম্মুখেই তাহার প্রতি অনেক তীব্র শাসনবাক্য প্রয়োগ করেন। দেওয়ান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অবিলম্বে তাহাদের সমস্ত প্রাপ্য পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং নবাবের প্রতি যার পর নাই বিরক্ত হইলেন।

নবাব আজিম ওশ্বানের সহিত এইরূপ মনোবিবাদ ঘটায় দেওয়ান মুর্শিদকুলী ঢাকায় অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত ঘটনাই সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। পরে আপনার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, অধীন কর্মচারী, বিশেষতঃ শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঢাকা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। দেওয়ানের সহিত তাঁহার অধীন দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্মচারী আসিতে প্রস্তুত হইল। মুর্শিদকুলী খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকেও সেই সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ সাহস প্রদান করিলেন যে, যতদিন বঙ্গরাজ্যের কোন না কোন

ভার তাঁহার উপর অর্পিত থাকিবে, ততদিন যাহাতে শেঠ মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গদীয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন হন, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি থাকিবে। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলীর দ্বারা যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, ঢাকা হইতে দেওয়ানী বিভাগ স্থানান্তরিত হইলে, তথায় আর গদীর কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কষ্টকর হইবে, পরন্তু তাঁহার প্রতি যদি দেওয়ানের অনুগ্রহদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ দেওয়ান মুর্শিদকুলী মুকসুদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুকসুদাবাদের নিকটস্থ বঙ্গের প্রধান বন্দর কাশীমবাজার দিন দিন বাণিজ্যে শ্রীশালী হইয়া উঠিতেছিল। মুকসুদাবাদে গমন করিলে প্রধান প্রধান বণিকসম্প্রদায়ের সহিতও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারিবে।—ইত্যাদি মনে করিয়া তিনি দেওয়ানের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যদিও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ব্যবসায় উঠাইয়া লইয়া গেলে প্রথমতঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ভবিষ্যতে যদি সে বিষয়ের অপরিসীম উন্নতিসম্ভাবনা থাকে, তাহাতে সেরূপ আপাতক্ষতি সহ্য করিতে বিচক্ষণমাত্রেই কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পরিশেষে শেঠ মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। মুকসুদাবাদে আসার পর শেঠদিগের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর চরম সীমায় উপনীত হইতে আরম্ভ হয়।

মুর্শিদকুলী মুকসুদাবাদকে বাঙ্গলার মধ্যস্থলে ও ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বলিয়া দেওয়ানীর উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভাগীরথী বাঙ্গলার বাণিজ্যকার্য-পরিচালনের একমাত্র প্রধান উপায় ছিল। কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্দর ইহারই তীরে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়গণ নানা প্রকার বাণিজ্য অতি চতুরতার সহিত নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে মুকসুদাবাদের ন্যায় স্থানই উপযুক্ত। পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা তৎকালে ইহার স্বাস্থ্যও ভাল ছিল, এবং আরাকানী, পর্তুগীজ প্রভৃতি দস্যুগণের উপদ্রব সে সময়ে শান্ত হইয়াছিল। সুতরাং সে সময় পূর্ববঙ্গে থাকার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। বিশেষতঃ দেশে শান্তিস্থাপন বিষয়ের সহিত নাজিমেরই সম্বন্ধ ছিল, দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে মুকসুদাবাদের ন্যায় স্থানেই অবস্থান করা কর্তব্য। কারণ মুকসুদাবাদ হইতে উভয় প্রদেশে যাতায়াতের সুগম পথ বিদ্যমান ছিল। এই সকল কারণে মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী বিভাগের সমস্ত কর্মচারী, শেঠ মাণিকচাঁদ ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুকসুদাবাদে উপস্থিত হইলেন। মুর্শিদাবাদের বর্তমান কেল্লার মধ্যেই তিনি নিজ বাসভবন নির্মাণ করেন। শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার নিকট মহিমা-

পুর নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। মহিমাপুর মুর্শিদাবাদ হইতে এক ক্রোশের কিছু অধিক উত্তরে অবস্থিত। আজিও তথায় শেঠভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহিমাপুরে গদী স্থাপন করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলেন। দেওয়ানের সাহায্যে ও উৎসাহে তাঁহার গদী অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুকসুদাবাদে আগমন করিলে, সম্রাট আরঙ্গজেব দেওয়ানের সহিত পৌত্র আজিম ওশ্বানের মনোবিবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিহারে রাজধানী স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। নবাব আজিম ওশ্বান স্বীয় পুত্র ফরখ্ শেরকে ঢাকায় প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া বিহারে উপস্থিত হন ও পাটনায় রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি পাটনা আজিমাবাদ নামে অভিহিত হয়। এদিকে দেওয়ান রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত হিসাবপত্র লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দেওয়ান মুর্শিদের রাজস্ব-বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সঙ্গে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন মুর্শিদকুলী সম্মানসূচক উপাধি ও খেলাতাদিতে ভূষিত হইয়া বাঙ্গলায় আগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। মুকসুদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ স্বীয় নামানুসারে ইহাকে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করেন; তদবধি মুকসুদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিয়া মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের ক্রমোন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। (তিনি ঐ সম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিলে, তিনি প্রথমতঃ মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কারণ, মুর্শিদাবাদ তৎকালে দেওয়ানী বিভাগের মুখ্য স্থান হওয়ায় সর্বদাই মুদ্রাদির প্রয়োজন হইত। টাঁকশাল স্থাপিত হইলে, অন্য স্থান হইতে মুদ্রাদির আনয়নে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না মনে করিয়া, দেওয়ান মুর্শিদ মাণিকচাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদের গদীরও উন্নতি হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। সেই পরামর্শানুসারে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মহিমাপুরের পরপারে গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল স্থাপিত হইল। স্বয়ং শেঠ মাণিকচাঁদ তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। শেঠদিগের গদীর পরপারে টাঁকশাল স্থাপিত হওয়ায় মাণিকচাঁদের পক্ষে তাহার পরিদর্শনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার যত্নে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

যতদিন পর্যন্ত বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের সামান্যমাত্রও অস্তিত্ব ছিল, ততদিন পর্যন্ত শেঠদিগের সহিত ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধই ছিল। ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগণ আপনাদের সুবিধার জন্য এই টাঁকশাল হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর আদেশে বাঙ্গলার

অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশীমবাজারের কুঠী সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু নবাব ইব্রাহিম খাঁর আদেশে যদিও ইংরেজগণ বাঙ্গলায় পুনঃপ্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন, তথাপি কাশীমবাজারে তাঁহারা রীতিমত কার্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই। মুর্শিদাবাদ-টাঁকশাল স্থাপিত হইলে, তাঁহারা পুনর্বার কশীমবাজারের কুঠী সুদৃঢ় করিয়া উৎসাহ সহকারে কার্য আরম্ভ করেন। কারণ, এই টাঁকশালের জন্য কাশীমবাজার প্রদেশস্থ ব্যবসায়িগণের বিশেষরূপ উপকার সংসাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে লন্ডন কোম্পানী ও ইংলিশ কোম্পানী নামে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ কোম্পানী মিলিত হইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া নামে একটি মাত্র কোম্পানীতে পরিণত হওয়ায় ইংরেজদিগের ব্যবসায়ে আরও সুবিধা ঘটে। কোম্পানী আপনাদিগের সুবিধার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁকে ২৫ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ড হইতে আনীত অমুদ্রিত রৌপ্যসমূহ মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে মুদ্রাকারে পরিণত করাইয়া লওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। টাঁকশালের কর্মচারিগণের আদেশে ইংরেজেরা সপ্তাহে তিন দিন আপনাদের মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। ইংরেজদিগের জন্য মুদ্রিত মুদ্রাসকলও সরকারী মুদ্রার ন্যায়ই ব্যবহৃত হইত। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা আপনাদিগের জন্য স্বতন্ত্র মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহাতেও প্রথমতঃ দিল্লীর বাদসাহের নাম অঙ্কিত থাকিত। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা কলিকাতায় আপনাদিগের টাঁকশাল স্থাপন করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগকে অনেক দিন পর্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেঠেরা সেই সময়ে সামান্য রূপ বাটা দিয়া মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে আপনাদের জন্য মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়া লইতেন। দেশমধ্যে মুদ্রা প্রচলনের ভার তাঁহাদেরই প্রতি অর্পিত হওয়ায় ইংরেজদিগের প্রথমতঃ নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। নবাব মীর কাশিমের সিংহাসনারোহণের পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে কলিকাতা টাঁকশালের সমস্ত অসুবিধাই দূর হয় এবং ইংরেজরা সকল প্রকার সুবিধা লাভ করেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের অধঃপতন উপস্থিত হয়, এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাহার অন্তর্ধান ঘটে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আবার মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রাদেশিক টাঁকশাল উঠিয়া গেলেও মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের কার্য একেবারে রহিত হয় নাই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের কালেক্টার টাঁকশালের সমস্ত উপকরণাদি কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন ও টাঁকশাল-গৃহ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হয়।* নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর স্থাপিত টাঁকশালের ও ইংরেজ কোম্পানীর টাঁকশালের স্থান বিভিন্ন। মুর্শিদকুলী খাঁর স্থাপিত টাঁকশাল মহিমাপুরের পরপারে স্থাপিত ছিল, অদ্যাপি তাহার

* Hunter's *Statistical Accounts of Murshidabad*, p. 174.

যৎসামান্য ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। জগৎশেঠদিগের ভগ্ন বাসভবনের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উক্ত টাঁকশালের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যেরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাতে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বোধ হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব হিসাবে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতে ৩০৪১০৩, টাকা আয়ের কথা উল্লিখিত আছে। আজিও মুর্শিদাবাদ-টাঁকশালের মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারে সাহ আলম বাদসাহের নামাঙ্কিত যে সমস্ত মোহর দৃষ্ট হয়, সেগুলি মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেওয়ান মুর্শিদকুলী বাঙ্গলার রাজস্বের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হইত।* এই রাজস্ব সম্বন্ধে শেঠ মাণিকচাঁদ দেওয়ান মুর্শিদকুলীকে অনেক সাহায্য করায় তিনি বাদসাহের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে বাঙ্গলার পেস্কার রূপে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলার যাবতীয় জমীদার অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ মাণিকচাঁদের নিকট আপনাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। মাণিকচাঁদ তাহা সরকারে পেশ করিতেন। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ পুণ্যাহের সূচনা করিয়াছিলেন। বৎসরের শেষে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নব বর্ষের প্রথমে শুভ পুণ্যাহে বর্তমান বর্ষের কতক রাজস্ব প্রদান করিয়া জমীদারগণ সনন্দ বাহাল করাইয়া লইতেন। রাজস্ব বিষয়ে মাণিকচাঁদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় বাঙ্গলার সমস্ত জমীদারের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ পরিচয় ঘটে। সময়ে সময়ে যখন জমীদারগণ নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইতেন, তখন তাঁহারা শেঠ মাণিকচাঁদকে তাঁহার গদী হইতে সমস্ত রাজস্ব পরিশোধ করিতে বলিতেন। পরে যথারীতি সুদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের দেয় অর্থের পরিশোধ করিতেন। এইরূপে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত জমীদারের সহিত মাণিকচাঁদের কারবার চলিতে লাগিল। তৎকালে বাঙ্গলা হইতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল;—সমস্ত মুদ্রা বাক্সবন্দী হইয়া দুই শতেরও অধিক গোশকটে স্থাপিত হইয়া উপযুক্ত প্রহরী ও একজন নায়েব খাজাঞ্চীর সহিত প্রেরিত হইত। সেই সঙ্গে বাদশাহ ও আমাত্যবর্গের জন্য নানা উপঢৌকন পাঠাইবারও ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত শকট ও প্রহরী বিহার পর্যন্ত পঁহুছিত; পরে তথা হইতে নূতন শকট ও প্রহরীর দ্বারা সেই সমস্ত রাজস্ব এলাহাবাদ পর্যন্ত যাইত; তথা হইতে আবার নূতন শকট ও প্রহরীর সাহায্যে একেবারে দিল্লী গিয়া উপস্থিত হইত। ইহাতে সময়ে সময়ে অসুবিধা ঘটায়, দেওয়ান মুর্শিদকুলী শেঠ

* রিয়াজ-উস্‌ সালাতীন গ্রন্থে ৩ কোটি ৩ লক্ষ লিখিত আছে। ফারসী সে শব্দে ৩ ও সী, ৩০। সে ও সীর গোলযোগ হইয়া থাকিবে।

মাণিকচাঁদের পরামর্শক্রমে তাঁহাদের দিল্লীর গদীতে হুণ্ডি পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, এবং সেই হুণ্ডি অনুসারে দিল্লীর শেঠ গদীয়ানগণ বাঙ্গলার সমস্ত রাজস্ব সম্রাট দরবারে উপস্থিত করিতেন। এদিকে মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার গদীতে সমস্ত রাজস্ব জমা করিয়া লইতেন। এইরূপে বাঙ্গলার জমীদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লীতে পঁহুছান পর্যন্ত সমস্তই মাণিকচাঁদকে করিতে হইত। সেই জন্য বাঙ্গলার রাজস্বের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁর এই সমস্ত বন্দোবস্তের সময় দিল্লীতে বাদশাহ-পরিবর্তন ও নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবের দেহত্যাগ ঘটিলে, তাঁহার পুত্রগণ গৃহবিবাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজিম, বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। নবাব আজিম ওশ্বানের পিতা বাহাদুর সাহের সময়েও মুর্শিদকুলী তিন প্রদেশের দেওয়ানী এবং বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমী পদেই নিযুক্ত ছিলেন। বাহাদুর সাহের পরে জাহান্দর সাহ, অবশেষে ফরক্ শের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে সম্রাট ফরক্ শেরের নিকট হইতে মুর্শিদ দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদেরই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি নবাব মুর্শিদকুলী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। নবাব মুর্শিদকুলী দেওয়ানী ও নাজিমী উভয় পদই প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গলার শাসন ও বন্দোবস্তে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিলেন। যদিও নায়েব নাজিমীর সময় হইতেই তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। এই সময় হইতে তিনি নির্ভয়ে কার্য আরম্ভ করেন। নবাব নিজে উচ্চ পদ পাইয়া মাণিকচাঁদকেও সম্মানিত করিয়া তুলেন। যদিও ইতিপূর্বে লোকে তাঁহাদিগকে শেঠ বলিত, তথাপি বাদশাহ-দরবার হইতে তাঁহারা উহার কোন সনন্দ বা ফার্মান প্রাপ্ত হন নাই। বাদশাহ ফরক্ শের ইঁহাদিগকে পূর্ব হইতেই জানিতেন এবং তাঁহাদের সহিত বাদসাহেরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যৎকালে বাদশাহ ফরক্ শের সিংহাসন প্রাপ্তির আশায় সৈন্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শেঠেরা যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন বাদসাহ নিজেও মাণিকচাঁদকে বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। পিতা আজিম ওশ্বানের ঢাকায় অবস্থিতিকালে শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত সম্রাটের প্রথম পরিচয় হয়; তাহার পর ফরক্ শের অনেকদিন বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি মাণিকচাঁদকে উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। মাণিকচাঁদকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া ও নবাব মুর্শিদের অনুরোধক্রমে বাদসাহ ফরক্ শের ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরী ১২২৭) মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথারীতি ফার্মান প্রদান করেন। শেঠ মাণিকচাঁদের উক্ত ফার্মান অদ্যাপি জগৎশেঠদিগের নিকট বিদ্যমান আছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া অবধি বাঙগলার রাজস্ব সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়ায় অনেক কার্য অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পাদন করিতে বাধ্য হন। নবাব হইয়া তিনি ইহার আমূল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবিষয়ে শেঠ মাণিক-চাঁদ তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বাঙ্গলার জমীদার সম্প্রদায়ের হস্তে তৎকালে রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল; কিন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে রাজস্ব প্রদানে সক্ষম হইতেন না। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার কাড়িয়া লইয়া কতকগুলি আমিনের হস্তে তাহা প্রদান করেন। এই আমিনী প্রথা তিনি পূর্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রচলিত করিতেছিলেন। উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দুই চারি জন জমীদারের হস্তেও তাহার ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল জমীদারদিগের মধ্যে নাটোর বা রাজসাহীর, বর্ধমানের, দিনাজপুরের, নদীয়ার ও বিষ্ণুপুরের রাজারাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন বীরভূমের জমিদারেরও উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণুপুর কতকটা স্বাধীনভাবেও কার্য করিতেন। ত্রিপুরা ও কুচবিহারের স্বাধীন রাজাদিগকে জয় করিয়া তাঁহা-দিগকে করদরূপে গণ্য করা হয়। যে সকল জমীদারদিগের রাজস্ব আদায় হইত না, তাঁহারা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইতেন; এবং তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করাও হইত। কয়েক জন লোকের প্রতি এই উৎ-পীড়নের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে নাজীর আমেদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ প্রধান। রেজা খাঁ নবাবের স্বসম্পর্কীয় হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা অসীম হইয়া উঠে। তিনি দুর্গন্ধময় নানা আবর্জনাপূর্ণ এক নরককুন্ড স্থাপন করিয়া, তাহাতে জমীদারদিগকে নিক্ষেপ করিতেন, এবং হিন্দুদিগকে উপহাস করিবার জন্য তাহার "বৈকুণ্ঠ" আখ্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত জমীদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লওয়া হইত, জীবিকার জন্য তাঁহাদিগকে নানকর, বনকর ও জলকর নামে কতকগুলি বৃত্তি প্রদত্ত হইত। কোন স্থানে তাহার পরিবর্তে জমি দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। অনেক উৎপীড়িত জমিদার মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতে বাধ্য হন। নবাব সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া উৎপীড়নকারী কর্মচারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।

রাজস্ব ও শাসন সুচারুরূপে নির্বাহ করার জন্য নবাব মুর্শিদকুলী সমস্ত বাঙগলা ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। রাজা তোড়রমল্লের সময়ে সমস্ত বাঙগলা ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হয়। এক্ষণে তাহা ১৩ চাকলায় ৩৪ সরকারে ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ১৪,২৮৮,১৮৬৲ টাকা মোট জমা নির্দিষ্ট হইল। এই ১৩ চাকলার মধ্যে হিজলী ও বন্দর বালেশ্বর উড়িষ্যা হইতে গৃহীত হয়। সপ্তগ্রাম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ভূষণা এই পাঁচটি গঙ্গা বা পদ্মার পশ্চিম, এবং আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)

এই ছয়টি পদ্মার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত ছিল। এই সমস্ত বন্দোবস্তের জন্য যে কাগজ বা হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহার নাম "জমা কামেল তুমার"। উক্ত আসল জমা ব্যতীত মুর্শিদকুলী খাঁ ২॥ লক্ষ টাকার উপর আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়াছিলেন।* ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর উক্ত বন্দোবস্ত কার্যে পরিণত হয়। কিন্তু সেই বৎসরই শেঠ মাণিকচাঁদ পরলোক-গত হন। তিনি মুর্শিদকুলীকে এই বন্দোবস্তে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু জমিদারদিগের প্রতি অত্যাচার, উৎপীড়ন তাঁহার কতদূর অনুমোদিত ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি উক্ত পরামর্শের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ঐ সমস্ত উৎপীড়ন, অত্যাচার, নবাবের তাদৃশ অনুমোদিত না হইলেও তাঁহার কর্মচারীরা যে তাহাতে বিশেষরূপ তৎপর ছিল, ইহার অনেক প্রমাণ আছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শেঠ মাণিকচাঁদের সহিত নবাব মুর্শিদ-কুলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অনুরোধক্রমে যেমন বাদশাহ ফরক্‌শের মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, আবার এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, মুর্শিদের নবাবিপ্রাপ্তির জন্য নজর, উপঢৌকনাদি প্রদানে যে সমস্ত অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, শেঠ মাণিকচাঁদ অকাতরে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ শেঠ মাণিকচাঁদকে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, নিজের পরিবারের মধ্যে আর কাহাকেও সেরূপ করিতেন কিনা সন্দেহ। এই বিশ্বাসের জন্য শেঠ মাণিকচাঁদকে নবাবের কোষাধ্যক্ষেরও কার্য করিতে হইত। সরকারী ও নবাবের নিজ অর্থ সমস্তই তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিত। এইরূপ দেখা যায় যে, শেঠ মাণিকচাঁদের নিকট নবাবের নিজের ৫ কোটি (কোন কোন মতে ৭ কোটি) টাকা গচ্ছিত ছিল। এই টাকা প্রত্যর্পিত না হওয়ায় শেঠবংশীয়দের সহিত মুর্শিদকুলীর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁর মনোবিবাদ ঘটে বলিয়া শেঠবংশীয়েরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

এইরূপে মুর্শিদকুলীর রাজস্ব বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ও নিজের গদীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া শেঠ মাণিকচাঁদ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তিনি নিজ ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনবাই নাম্নী তাঁহার এক ভগিনীর সহিত বারাণসীর শেঠ উদয়-চাঁদের বিবাহ হয়, ফতেচাঁদ তাঁহাদেরই কনিষ্ঠ পুত্র। এই ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহিমা-পুরের পরপারে "দয়াবাগ" নামে মনোহর উদ্যানে শেঠ মাণিকচাঁদের স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপিত হয়। অনেক দিন পর্যন্ত সেই উদ্যানটি শোভা বিস্তার

* Grant's *Analysis of Bengal Finance.*

করিয়া ভাগীরথীতীর আলোকিত করিত। কয়েক বৎসর হইল, সেই উদ্যানের সহিত স্মৃতিস্তম্ভটিকেও ভাগীরথী গর্ভস্থ করিয়াছেন। মাণিকচাঁদের গঠিত মহিমাপুরের বাটীরও অধিকাংশ তাঁহার গর্ভস্থ। যৎকিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ আজিও তাঁহার নাম স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। তাঁহার বিশেষ যত্নের সামগ্রী মুর্শিদাবাদ টাঁকশালেরও বিশেষ চিহ্ন নাই। যাহা কিছু আছে, দুই এক বৎসর পরে তাহাও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। মুর্শিদাবাদের সমস্ত গৌরব-চিহ্ন ক্রমে কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহা শ্মশান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এককালে যাহা গৌরবে জগদ্বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখিলে অসহনীয় যন্ত্রণায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

ফতেচাঁদ

মাণিকচাঁদের পরলোকগমনের পব ফতেচাঁদ দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মহিমাপুরের গদীর ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি দিল্লীর গদীতে কার্য করিতেন, এবং উক্ত গদীর কর্তাস্বরূপই ছিলেন! মাণিকচাঁদ তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করায়, তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, দিল্লীর গদী অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের গদীই অধিক শ্রীবৃদ্ধিশালী ছিল। হীরানন্দ আপনার সাত পুত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গদী স্থাপন করিয়া দেন, কিন্তু মাণিকচাঁদের অধ্যবসায় ও যত্নে বাঙ্গলার গদীই শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিশেষ অনুগ্রহই যে মুর্শিদাবাদ গদীর শ্রীবৃদ্ধির কারণ ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য। বস্তুতঃ মুর্শিদাবাদের গদী শেঠদিগের সমস্ত গদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে ফতেচাঁদ কদাচ দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদ আসিতেন না। মাণিকচাঁদ তাঁহাকে দত্তক পুত্র মনোনীত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর গদীর কর্তা হইয়াও, বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে কদাচ মুর্শিদাবাদে আসিতেন না। আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, দিল্লী অবস্থানকালে ফতেচাঁদের সহিত বাদসাহ ও আমীর ওমরাহগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহার গদীর সহিত তাঁহারা প্রায়ই কারবারসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। ফতেচাঁদ বুদ্ধিমান, চতুর ও কার্যদক্ষ বলিয়া মাণিকচাঁদ তাঁহাকেই পুত্র ও স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। পূর্বাধ্যায়ে

উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের ভাগিনেয়; কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তিনি মাণিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র। যাঁহারা ফতেচাঁদকে মাণিকচাঁদের ভাগিনেয় বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, মাণিকচাঁদের ভগিনী ধনবাই-এর সহিত শেঠ উদয়চাঁদের বিবাহ হয়, উদয়চাঁদ পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন, ফতেচাঁদ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র। রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ফতেচাঁদ বারাণসীর বিখ্যাত মহাজন নগরশেঠের ভাগিনেয়। মাণিক-চাঁদের সাত ভ্রাতার মধ্যে কাহারও নাম নগরশেঠ ছিল না, তবে তাঁহাদের আদি নিবাস নাগর হওয়ায়, যদি তাঁহারা নাগর বা নগরশেঠ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ফতেচাঁদের পক্ষে মাণিকচাঁদেব ভাগিনেয় হওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারে। নগরশেঠ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম হইলে উক্ত সম্বন্ধের প্রমাণ ঘটিয়া উঠে না। তবে হীরানন্দের সাত পুত্রের মধ্যে যদি কাহারও অপর নাম নগরশেঠ থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। ফলতঃ ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি ভাগিনেয় এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ তিনি ভাগিনেয় বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

মুর্শিদাবাদে আসিবার পূর্বে ফতেচাঁদ যে সময়ে দিল্লীর গদীতে কার্য করিতেন, সেই সময়ে তিনি শেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। রিয়াজ-উস্-সালাতীনে লিখিত আছে যে, যৎকালে ফরখ্শের দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অর্থাভাব হওয়ায় বারাণসীর বিখ্যাত মহাজন নগরশেঠ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুপকার-স্বরূপ বাদসাহ ফরখ্শের নগরশেঠের ভাগিনেয় ও গোমস্তা ফতেচাঁদকে জগৎ-শেঠ উপাধি প্রদান ও বাঙ্গলার রাজস্বের পেস্কারী পদে নিযুক্ত করেন। রিয়াজ-উস্-সালাতীনের উক্ত বিবরণ যথার্থ বলিয়া প্রতীতি হয় না। ফতেচাঁদের ফার্মান বা সনন্দে দেখা যায় যে, ফরখ্শের তাঁহাকে শেঠ উপাধি মাত্রই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট মহম্মদসাহ তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে আসার পর জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। ১৭২২ খৃঃ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ১৭২০ খৃঃ অব্দে ফরখ্শের এ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। ১৭২৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লী গমন করিলে সম্রাট মহম্মদসাহ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তৎসঙ্গে "একটি বহুমূল্য খেলাত, জগৎশেঠ নামাঙ্কিত মণিময় মোহর ও শিরোপা সম্মানচিহ্নস্বরূপ প্রদান করেন।" তৎকালে মুর্শিদাবাদের গদীর নাম এরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, জগতে তাহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় গদী ছিল না বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করিত। সেই জন্য ফতেচাঁদ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাজন হওয়ায় বাদসাহ তাঁহাকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন, ইতিপূর্বে

তিনি শেঠ উপাধি পাইয়াছিলেন, তাঁহার উভয় উপাধিরই ফার্মান বা সনন্দ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ফতেচাঁদের গদী মুর্শিদাবাদে অবস্থিত থাকিলেও ভারতের নানা স্থানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদসাহগণও মুর্শিদাবাদের গদীর সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে দিল্লীর দরবারে ফতেচাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হয়। যৎকালে তিনি দিল্লীতে ছিলেন, সেই সময় হইতে সম্রাট মহম্মদসাহের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহার পর মুর্শিদাবাদের গদীর সহিত বাঙ্গলার নবাব ও দিল্লীর বাদসাহগণের আরও গুরুতর সম্বন্ধ হওয়ায় বাদসাহ মহম্মদসাহ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদের শেঠ বংশীয়দিগকে ভারতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া গিয়াছেন।

মাণিকচাঁদের ন্যায় নবাব মুর্শিদকুলী ফতেচাঁদকেও যারপরনাই স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। মাণিকচাঁদের সময় মুর্শিদাবাদের গদীর প্রতি তাঁহার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল, বর্তমান সময়েও তাহার অভাব হইল না। ফতেচাঁদ নিজে তীক্ষ্নবুদ্ধি ও কার্যদক্ষ ছিলেন, তাহাতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ লাভ করায় মুর্শিদাবাদ গদীর দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। বাঙ্গলার রাজস্ববিষয়ে মাণিকচাঁদের সময়ে শেঠদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, ফতেচাঁদের সময়েও সেইরূপ বন্দোবস্ত স্থির থাকিত। নবাব সরকারেও দিন দিন ফতেচাঁদের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন সকলের সহিতই তাঁহার পরিচয় হইল। ফতেচাঁদ পূর্ব হইতেই দিল্লীর দরবারে পরিচিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গদীর অধ্যক্ষ হওয়ায় বাদসাহের দরবারে তাঁহার সম্মান দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল, বাদসাহের নিকট তাঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিয়াছিল নিম্নলিখিত গল্প হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ চিরদিনই কার্যদক্ষ কর্মচারী বলিয়া ভারতে বিখ্যাত ছিলেন। সেই জন্য বাদসাহ-দরবারে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তির অভাব ছিল না। কিন্তু জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাদসাহ মহম্মদ সাহের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠেন, এইরূপ কথিত আছে যে, এক সময়ে সম্রাট কোন কারণে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ফতেচাঁদকেই উক্ত পদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাদসাহ আপনার মনের ভাব ফতেচাঁদের নিকট ব্যক্ত করিলে, ফতেচাঁদ বাদসাহকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা-পরিপূর্ণ হৃদয়ে উত্তর করিলেন যে,—"শেঠেরা বহুদিন হইতে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ-পাত্র হইয়া আসিতেছে, তাঁহারই অনুগ্রহ-কণা লাভ করিয়া স্বর্গীয় শেঠ মাণিকচাঁদ বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়াছিলেন, এবং একমাত্র তাঁহারই অনুকম্পায় বাদসাহ-দরবারে শেঠবংশের অচিন্ত্যনীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছে, যাঁহার অনুগ্রহে আমরা মহানুভব সাহানসাহা বাদসাহগণের প্রসাদভাজন হইয়াছি,

তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত দর্শন করা একে ত আমাদের পক্ষে অসীম কষ্টকর, তাহার পর আবার যদি সেই সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিপালিত আমরা উপবিষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের সমান অকৃতজ্ঞ জগতে আর দ্বিতীয় দেখা যাইবে না। যে সিংহাসনে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উপবিষ্ট হইয়াছেন, সে সিংহাসনের উপযুক্ত আমি কদাচ হইতে পারি না। বরঞ্চ উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলে আমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। বাদসাহের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিলাম বলিয়া বাদসাহ যেন আমার কোন অপরাধ গ্রহণ না করেন। অধিকন্তু আমার এই নিবেদন যে, বাদসাহের যে প্রসাদবলে নবাব মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, সেই প্রসাদের লাঘব না করিলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে।" বাদসাহ জগৎশেঠের এই কৃতজ্ঞতা ও ঔদার্যময় উত্তরে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁকে ক্ষমা করিয়া এইরূপ আদেশ-পত্র প্রচার করিলেন যে, একমাত্র ফতেচাঁদের আবেদনে মুর্শিদাবাদের নবাব বাদসাহের অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হইলেন। অতঃপর বাঙ্গলার রাজত্ব সম্বন্ধে নবাব জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য করিবেন।

নবাব মুর্শিদকুলী ফতেচাঁদের এইরূপ ব্যবহারে যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বলিবার আবশ্যক হইবে না। তিনি পূর্ব হইতেই ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে অনেক কার্য করিতেন, এক্ষণে বাদসাহের আদেশ পাইয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে সকল সময়েই জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বাদসাহের দরবারে ও নবাব সরকারে শেঠদিগের এইরূপ প্রতিপত্তি হওয়ায়, বাঙ্গলার সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে গৌরবের চক্ষে দেখিতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের পরই শেঠেরা সম্মানে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। উক্ত আদেশপত্র প্রচারের পর বাদসাহ দরবার হইতে জগৎশেঠ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পোষাক পরিচ্ছদাদি পাইতে লাগিলেন। দিল্লী হইতে বাঙ্গলার নাজিমের ন্যায় জগৎশেঠেরাও এক একটি খেলাত উপহার প্রাপ্ত হইতেন। নবাব মুর্শিদকুলী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য করিয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সরফরাজকে ফতেচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর সরফরাজ নবাব হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলীর জামাতা ও সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সুজাউদ্দীন মহাম্মদ খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদকুলী জামাতার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহার কন্যা স্বামীর নিকট না থাকিয়া পিতার নিকটেই থাকিতেন। রাজনৈতিক অনেক বিষয়ে শ্বশুর জামাতায় ঐক্য হইত না। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদকুলী খাঁ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বলিয়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জামাতাকে বিরক্তির চক্ষে

দেখিতেন। মুর্শিদকুলী এই সমস্ত কারণে জামাতাকে সিংহাসন দিবার ইচ্ছা না করিয়া দৌহিত্র সরফরাজকে মুর্শিদাবাদের নবাব মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু দৌহিত্রের চরিত্র যেরূপ ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, তাহাতে তিনি কি করিয়া দৌহিত্রকে মনোনীত করিয়া যান বুঝা যায় না। বোধ হয় মুর্শিদ-কুলীর জীবনকালে তাঁহার দৌহিত্রের চরিত্র স্ফুটতর হয় নাই। মুর্শিদকুলী সরফরাজের জন্য মুর্শিদাবাদের সিংহাসনদানের চেষ্টা করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর সরফরাজ উক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন নাই। সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর হইতে দিল্লীর দরবারে সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। কাজেই মুর্শিদকুলী খাঁর ইচ্ছা ও চেষ্টা-সত্ত্বেও সরফরাজ বাঙ্গলার নবাবী প্রাপ্ত হন নাই। সুজাউদ্দীনের উড়িষ্যায় অবস্থানকালে আলিবর্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা হাজী মহম্মদ সুজার অধীনে কার্যে নিযুক্ত হন। তাঁহারা সুজার কোন আত্মীয়ের সন্তান। সুজা উভয় ভ্রাতার পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য করিতেন। দুই ভ্রাতার মধ্যে আলিবর্দীই অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ ছিলেন। যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়েও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহাদেরই পরামর্শক্রমে সুজা দিল্লী-দরবার হইতে সিংহাসন প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়া সফলকাম হন।

সুজাউদ্দীন মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর উড়িষ্যা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে সরফরাজ পিতার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। জগৎ-শেঠ ফতেচাঁদ ও অন্যান্য অমাত্যবর্গ তাঁহাকে পিতার বশ্যতাস্বীকারের পরামর্শ দিয়াছিলেন। সরফরাজ যদি সেই পরামর্শানুসারে কার্য না করিতেন তাহা হইলে পিতাপুত্রের গৃহবিবাদে বাঙ্গলায় এক অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হইত। ফতেচাঁদ প্রভৃতি এ বিষয়ে যে সৎপরামর্শই দিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সুজাউদ্দীন পুত্রের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গলার দেওয়ানী-পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং রায় আলমচাঁদ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই রায় আলমচাঁদ পরে রায়রায়ান উপাধি পাইয়া রাজস্ববিষয়ে প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত হন। যাহাতে শাসনকার্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তাহার জন্য সুজাউদ্দীন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত করিলেন। হাজী আহম্মদ, আলিবর্দী খাঁ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদ ইহার সভ্য নিযুক্ত হইলেন। নবাব তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্যই করিতে লাগিলেন। হাজী আহম্মদ সাধারণতঃ উজীরের কার্য করিতেন। আলিবর্দীর প্রতি যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ভার ছিল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্যই রায়রায়ান ও জগৎশেঠ করিতেন। আলমচাঁদই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্ববিষয়ে প্রথম দেওয়ান নিযুক্ত হন। আলমচাঁদের পূর্বে এ বিষয়ের কোন পৃথক পদ ছিল না। ইহার পূর্বে কোন কোন কর্মচারী রাজস্ব বিষয়েরও কার্য করিতেন, কিন্তু এই সময় হইতে উক্ত স্বতন্ত্র পদের সৃষ্টি হয়; কোম্পানীর সময় পর্যন্ত এই স্বতন্ত্র পদটি প্রচলিত ছিল। রাজস্ব-

সচিব বা দেওয়ানেরা প্রায় সকলেই রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহারাই সর্বেসর্বা ছিলেন। জগৎশেঠ পূর্বের ন্যায় পেস্কারের কার্য করিতেন। জমীদারেরা ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা তাঁহাদের দ্বারা নবাব দরবারে রাজস্ব দাখিল করিতেন, এবং তাঁহারাই প্রধান কোষাধ্যক্ষের কার্যও করিতেন। সরকারী প্রায় সমস্ত টাকাই তাঁহাদের নিকট জমা থাকিত। আবার তাঁহাদের দ্বারাই দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরিত হইত। ফলতঃ রাজস্ব-বিষয়ে রায়রায়ান ও জগৎশেঠ এই দুই জনই কর্তৃস্বরূপ ছিলেন। রাজস্ব-বিষয়ে আরও অনেক কর্মচারী ছিলেন, তন্মধ্যে কাননগোগণই প্রধান, ইঁহাদের নিকট জমা জমীর কাগজ পত্র, হিসাব, নিকাসাদি সমস্তই থাকিত। সদরে দুই দল কাননগো ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম কাননগোগণ বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। এই বঙ্গাধিকারিগণ এককালে রাজস্ব-বিষয়ে সর্বেসর্বা ছিলেন। মন্ত্রিসভার সভ্যগণের কর্তব্য সাধারণতঃ পৃথক হইলেও, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কার্যই তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া করিতেন, এবং নবাব তাঁহাদের পরামর্শক্রমেই কার্য করিতেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অনেক জমীদারকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার কোন কোন কর্মচারী তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারও করিয়াছিল। নবাব মুর্শিদের চেষ্টায় বাঙ্গলার অনেক রাজস্ববৃদ্ধি হয়। নবাব সুজাউদ্দীন যাহাতে রাজস্বের আরও বৃদ্ধি হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি মন্ত্রি-সভার বিশেষতঃ তাহার রাজস্ব বিভাগের সচিবদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর নির্দিষ্ট পন্থা হইতে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। সুজাউদ্দীন জমীদারদিগকে আর কারারুদ্ধ রাখা সঙ্গত মনে না করিয়া তাঁহা-দিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং সাধুভাবে তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দো-বস্ত করিয়া ফেলিলেন। জমীদারদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্দোষ ছিলেন, নবাব বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিতে আদেশ দিলেন। যাঁহাদিগকে তিনি কিছু দোষী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তাঁহাদিগকে সম্মুখে আনাইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন, যে ভবিষ্যতে তাঁহারা কর প্রদানে আর ত্রুটি না করেন। পরে তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ ভূমির কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে যত্নবান হন, এবং ভবিষ্যতে, তাঁহাদিগকে আর কষ্টভোগ করিতে হইবে না বলিয়া অভয় প্রদানও করিলেন। নবাব জমীদারদিগকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তাঁহারা যেরূপ কষ্টভোগ করিয়াছেন, প্রজাদিগকে যেন সেরূপ কষ্ট না দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি জমীদারদিগকে নিজ নিজ মর্যাদানুসারে খেলাত প্রদান করিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। সুজাউদ্দীন জমীদারদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার চরিত্র যে কতদূর উচ্চ ও উদার তাহা বেশ বুঝা যায়, বিশেষতঃ নিরীহ দরিদ্র প্রজাদিগের প্রতি

জমীদারদিগকে অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া তিনি যে আদর্শ রাজার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উপায়ে জমীদারদিগের নিকট হইতে পূর্বে কর আদায় করা হইয়াছে জমীদারেরাও নিরীহ প্রজাদিগের নিকট হইতে ঠিক সেই উপায়েই কর আদায় করিতেন। বিশেষতঃ নবাবসরকারে যে সমস্ত জমীদারের কর অদত্ত রহিয়াছে তাঁহারা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিবেন না। সেই জন্য তিনি জমীদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।) যাঁহারা মনে করেন যে, মুসলমান শাসনকর্তৃগণ কেবলই অত্যাচারী ছিলেন, ও অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্ত বিষয়গুলি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

জমীদারদিগের সহিত এইরূপ সুবন্দোবস্ত করায়, নবাব মুর্শিদাকুলী খাঁর সময় অপেক্ষা সুজাউদ্দীনের সময় রাজস্ববৃদ্ধি হইল, নবাব মুর্শিদকুলী দিল্লীতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাইতেন, সুজাউদ্দীন তাহার স্থলে দেড় কোটি টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। জমীদারেরা জগৎশেঠের নিকট স্বীয় স্বীয় দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন, পরে আবার তাঁহার দ্বারা দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরিত হইত। সুজাউদ্দীনের সাধুব্যবহারে প্রীত হইয়া জমীদারেরা প্রাণপণে রাজস্ব প্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গলার রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়ায় দিল্লীতেও পূর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব প্রেরিত হইতে লাগিল।

সুজাউদ্দীন ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিসভার প্রতি প্রায় সমস্ত কার্যের ভার নিক্ষেপ করিয়া, নিজে কথঞ্চিৎ বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠেন। ফর্রাবাগ নামক প্রমোদ উদ্যানে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ফর্রাবাগ বর্তমান মুর্শিদাবাদের পরপারে। সুজাউদ্দীনের ন্যায় দয়ালু সুবিচারক উদার নবাব বাঙ্গলার নবাবদিগের মধ্যে দুর্লভ। একমাত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই তাঁহার দোষ ছিল, উক্ত দোষ না থাকিলে তিনি আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। মুর্শিদকুলীর রাজত্বের শেষভাগে তাঁহার প্রতি বিহার প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু সুজাউদ্দীনের নিকট বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার ভার অর্পিত হয়। ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পুনর্বার সুজাউদ্দীনের প্রতি বিহার শাসনের ভার অর্পিত হইলে, তথায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি পাঠাইবার আবশ্যক হওয়ায়, নবাব মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করিয়া আলিবর্দী খাঁকে তথায় পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দী মন্ত্রিসভার একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ প্রভৃতির তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ জন্মে। ফতেচাঁদ প্রভৃতির পরামর্শানুসারে নবাব আলিবর্দীকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দীর গমনের পর ফতেচাঁদ প্রভৃতির প্রতি রাজ্যশাসনের ভার আরও গুরুতররূপে নিপতিত হয়।

ফতেচাঁদ মন্ত্রিসভায় থাকিয়া যেরূপ শাসনকার্য পরিচালন করিতেছিলেন, সেইরূপ তাঁহার নিজের গদীর প্রতি যত্নেরও ত্রুটি ছিল না। রাজ্যশাসনের

সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার গদীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাজা, জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যাধিকারীদের ত কথাই নাই, ব্যবসয়ী, মহাজন, সকলেই পূর্বে যেমন মহিমাপুরের গদী হইতে অর্থাদি গ্রহণ করিতেন, এখনও সেইরূপ ভাবেই কারবার চলিতে লাগিল। এই সময় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের বাণিজ্য দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কলিকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি ইউরোপীয়দিগের প্রধান প্রধান স্থান, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে ছিল। সেই সকল স্থানের ব্যবসায়িগণ জগৎশেঠের সহিত কারবারসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। যেমন যেমন সেই সমস্ত স্থানের উন্নতি হইতে লাগিল, জগৎশেঠগণও দিন দিন সেইরূপ ধনকুবের হইয়া উঠিতে লাগিলেন। জগৎ-শেঠ ফতেচাঁদের এইরূপ উন্নতির সময়ে ১৭৩৯ অব্দে নবাব সুজাউদ্দীন পরলোকগমন করেন। সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর সরফরাজ মুর্শিবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। যদিও তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে সরফরাজকে জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য করিবার উপদেশ দিয়া যান, কিন্তু তিনি অধিক দিন পিতার যে উপদেশ পালন করেন নাই, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহিত মনোমালিন্য ঘটাতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। আমরা পর অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

ফতেচাঁদ

নবাব সুজাউদ্দীনের জীবনকালেই তাঁহার প্রধান কর্মচারিবর্গের সহিত সরফরাজের মনোমালিন্যের সূচনা হয়। ইহার কারণ এই যে, সেই সমস্ত কর্মচারীর ক্ষমতা প্রবল থাকায়, সরফরাজ তাহা অসহ্য বিবেচনা করিতেন, এবং উক্ত কর্মচারিগণের মধ্যে কেহ কেহ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের প্রতিও সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কাজেই সরফরাজকে তাঁহারাও তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। আলিবর্দী ও হাজী আহম্মদ অনেক দিন হইতে বাঙ্গলা, বিহার, ও উড়িষ্যার বিশাল রাজ্য করায়ত্ত করার ইচ্ছা করিতে-ছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দীন জীবিত থাকিতে পারিয়া উঠেন নাই। সরফরাজ তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলেও, তাঁহাদের অসীম ক্ষমতার জন্য ঈর্ষ্যান্বিত ও শঙ্কিত হইতেন; এবং তাঁহাদিগকে আপনার কণ্টকস্বরূপ মনে করিতেন। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের, উক্ত দুই ভ্রাতার

ন্যায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইচ্ছা না থাকিলেও, তাঁহারা সরফরাজের ব্যবহারে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং হাজী ও আলিবর্দীর সদ্ব্যবহারে ক্রমে তাঁহাদের পক্ষপাতী হন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুজাউদ্দীন মৃত্যুকালে পুত্রকে আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া কার্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। সরফরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ কিছুকাল তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য পরিচালন করিতেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের যুক্তি, পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজের খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতেন। সকলের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য দিন দিন বর্ধিত হওয়ায় রাজকার্যেরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইহার উপর আবার সরফরাজ অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হওয়ায় রাজকার্যে মনোযোগ প্রদান করিতেন না। এইরূপ কথিত আছে যে, দেড় সহস্র রমণী তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী ছিল। নবাব অধিকাংশ সময়ই তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে যাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ যথেচ্ছাচারের জন্য রাজকার্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে আরম্ভ হয়, অনেক কর্মচারী তাঁহাকে শাসনকার্যে অকর্মণ্য মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন। ক্রমে সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস হয় যে, বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিশাল রাজ্য অচিরেই তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্যুত হইবে। সরফরাজ খাঁ মাতামহের প্রিয়পাত্র থাকায়, তাঁহার নিকট হইতে ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সেই ধর্মানুষ্ঠান কেবল বাহ্যিক মাত্র ছিল, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রবল হওয়ায় তাঁহার সমস্ত ধর্মকার্য ব্যর্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। তিনি মাতামহের ধর্মানুষ্ঠানের অনুকরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও শাসনকার্যের অমনোযোগের জন্য রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

সরফরাজের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। উজীর কামরউদ্দীন খাঁ নাদির সাহের আগমন ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার সুবেদারের নিকট হইতে তিন বৎসরের রাজস্ব চাহিয়া পাঠান। সরফরাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জগৎশেঠ, রায়রায়ান ও হাজী আহম্মদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। পরে এইরূপ স্থির হইল যে, রাজস্ব প্রদান করাই কর্তব্য। তদ্ব্যতীত নাদির সাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ ও উপাসনা-মন্দিরে উপাসনাদিরও অনুষ্ঠান হয়। নাদির সাহ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে, সম্রাট মহম্মদ সাহ সরফরাজের ঐ সমস্ত ব্যবহার অবগত হইয়া যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইলেন, ও তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। এইরূপে চারিদিক হইতে সকলেই সরফরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, ক্রমে তাঁহার পতনের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ,

হাজী আহম্মদ প্রভৃতি সকলের সহিত তাঁহার প্রকাশ্যভাবে মনোবিবাদ ঘটিতে লাগিল, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

রায়রায়ান আলমচাঁদ মন্ত্রিসভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন; রাজস্ব বিষয়ের সমস্ত ভারই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল; সেই জন্য রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধে তিনি সমস্ত জ্ঞাত থাকিতেন। রায়রায়ান যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সরফরাজের বিলাসিতা ও অমনোযোগিতার জন্য সরকারী অর্থের অপব্যয় হইতেছে, তখন তিনি নবাবকে সতর্ক করা আবশ্যক মনে করিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন সর্বদাই আলমচাঁদের পরামর্শানুসারে কার্য করিতেন; রায়রায়ান অনেক সময়ে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দান করিয়া রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। সেই জন্য সুজাউদ্দীন মুক্তহস্ত ও অমিতব্যয়ী হইয়াও কখন অর্থের একেবারে অপব্যয় ঘটাইতেন না। তিনি সরফরাজকে অযথা অর্থব্যয় হইতে হস্তসঙ্কোচ করার জন্য বারংবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। সরফরাজ তাঁহার সমস্ত উপদেশ অমান্য করিয়া পরিশেষে রায়-রায়ানের যারপরনাই অবমাননা করেন। বৃদ্ধ আলমচাঁদ উদ্ধত নবাবের এই প্রকার অপমান সহ্য করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করিলেন না। ক্রমে তাঁহার ব্যবহারে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরেই জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত সরফরাজের ঘোরতর মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। এই মনোবিবাদসম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে যাহা বলিয়া থাকেন, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতপচাঁদের সহিত একটি লাবণ্যবতী বালিকার বিবাহ হয়। তৎকালে ধনকুবের জগৎশেঠ-বংশীয়গণের নাম ভারতের সর্বত্রই বিঘোষিত হইত; কাজেই শেঠজাতীয়েরা সকলেই জগৎশেঠ বংশের সহিত কোন না কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে সর্বদা চেষ্টা করিতেন। জৈন সম্প্রদায়মধ্যে যে সমস্ত সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহারা প্রায়ই জগৎশেঠদিগের কুলবধূরূপে আনীত হইত। বিশেষতঃ জগৎশেঠগণ জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বিষয়েও শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষে আদান প্রদানের কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইত না। মহাতপচাঁদের সহিত যে বালিকার পরিণয় সংঘটিত হয়, তৎকালে তাহার ন্যায় সুন্দরী কন্যা এতদঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। এরূপ রূপবতী কন্যা যে শেঠবংশের গৃহলক্ষ্মী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি! মহাতপচাঁদের বিবাহ মহাসমারোহে সংসাধিত হইয়াছিল। ফতেচাঁদ পৌত্রের বিবাহে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সেরূপ সমারোহ মুর্শিদাবাদের লোকেরা অতি অল্পই দেখিয়া থাকিবে। উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হইলে, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকার প্রসঙ্গ লইয়া মুর্শিদাবাদের সর্বত্র আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার অলৌকিক লাবণ্যের কথা নবাব সরফরাজের কর্ণগোচর হয়। সরফরাজ

তাহার রূপপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া এতদূর কৌতূহলপরবশ হইয়া পড়েন যে, সেই বালিকাকে দেখিবার জন্য যারপরনাই উৎসুক হন। কিন্তু সে যে পরিণীতা ও সম্ভ্রান্তবংশের গৃহবধূ, সে বিষয়ে বিবেচনা করার ক্ষণমাত্র অবকাশ পাইলেন না। নবাব প্রথমতঃ জগৎশেঠকে আহ্বান করিয়া পাঠান। জগৎশেঠ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, সরফরাজ সেই বালিকার দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাবের সেই ভয়াবহ প্রস্তাব শুনিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ জগৎশেঠের মস্তকে অশনিসম্পাত হইল। তিনি নবাবকে উক্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য বারংবার প্রার্থনা ও নানা প্রকার মিনতি করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠ নবাবকে এইরূপ বুঝাইতে লাগিলেন যে, নবাব এই প্রস্তাব পরিহার না করিলে, জগৎশেঠবংশের সম্মান ও মর্যাদার যারপরনাই হানি হইবে, এবং তাঁহার বংশ চিরকাল কলঙ্ক বহন করিয়া স্বজাতীয়গণের মধ্যে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। নবাবের নিকট এই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ জগৎশেঠের চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু নবাব তাঁহার প্রার্থনায় বা অশ্রুবর্ষণে বিচলিত না হইয়া জগৎশেঠের বাটী বেষ্টন করার জন্য কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যকে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু জগৎশেঠের নিকট পুনর্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পৌত্র-বধূকে পাঠাইয়া দিলে, নবাব একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়াই নির্বিঘ্নে জগৎশেঠের ভবনে পোঁছাইয়া দিবেন। জগৎশেঠ যখন দেখিলেন যে, নবাব কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না, তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে নবাব নিশ্চয়ই বলপূর্বক তাঁহার গৃহবধূকে আনয়ন করিবেন, এবং উক্ত ব্যাপার লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহার বংশের কলঙ্ক দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িবে। সুতরাং এরূপ স্থলে গোপনে উক্ত বালিকাকে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিবেচনা করিয়া জগৎশেঠ নবাবের প্রস্তাবে পরিশেষে সম্মতি প্রদান করিলেন।

রাত্রিযোগে গুপ্তভাবে সেই বালিকারত্ন নবাবের নিকট আনীত হইলে, নবাব তাহার অসামান্য রূপ-সুধাপানে দর্শনেন্দ্রিয়ের পিপাসামাত্রই নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। সরফরাজ কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়াই সেই বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহার দর্শনমাত্র করিয়াই তাহাকে স্পর্শ না করিয়া স্বভবনে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু সেই বালিকা নবাবপ্রাসাদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তাহার স্বামী তাহাকে নিজের গৃহলক্ষ্মী করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বাধ্য হইয়া নবাব সরফরাজের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেও তিনি নবাবের প্রতি মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। জগৎশেঠ আত্মবংশের এই অবমাননার প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং সেই অবধি জগৎশেঠবংশ নবাব সরফরাজের ঘোরতর শত্রু হইয়া

উঠে। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ শত্রুতাচরণ না করিলেও, গোপনে নবাবের অনিষ্টকামনায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত বর্ণনা কতদূর সত্য বা বিশ্বাস্য তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। যে সমস্ত দেশীয় গ্রন্থে সরফরাজের রাজত্ব-কাল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই মুতাক্ষরীণ, তারিখ বাঙ্গলা অথবা রিয়াজ-উস্-সালাতীন প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত ঘটনার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকন্তু শেঠবংশীয়েরা সরফরাজের সহিত ফতেচাঁদের বিবাদের অন্য কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনার কোনরূপ মূল বা ভিত্তি আছে বলিয়া বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ আবার তাহাতে অলঙ্কার সংযোগ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের লিখিত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সরফরাজ কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়াই জগৎশেঠের গৃহবধূকে দর্শন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সরফরাজের কৌতূহলের সহিত ইন্দ্রিয়-লালসা জড়িত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা তাঁহাদের লিখিত বিবরণ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ইন্দ্রিয়লালসার কথা উল্লেখ করা তাঁহাদের যারপরনাই অসঙ্গত হইয়াছে।*

* আমরা নিম্নে ২/১ জন প্রাচীন ঐতিহাসিকের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে সাধারণে তাঁহাদিগের উক্তির যাথার্থ্য বিচার করিতে পারিবেন। "He (Futtuaahchand) had about this time married his youngest grandson named Seet Mortab Roy, to a young creature of exquisite beauty, aged about eleven years. The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah, he burned with curiosity and lust (?) for possession of her; and sending for Juggaut Seet demanded a sight of her.—The old man (then complete four score) begged and entreated, that the Soubah would not stain the honour and credit of his house, nor load his last days with shame, by persisting in a demand which he knew the principles of his caste forbid a compliance with.

"Neither the tears nor remonstrances of the old man had any weight on the Soubah, who growing outrageous at his refusal ordered in his presence his house to be immediately surrounded with a body of horse and, swore on the khoran that if he complied in sending his granddaughter, that he might only see her, he would instantly return her without any injury. The Seet reduced to this extremity, and judging from the Soubah's known impetuosity, that his persisting longer in a dènial would only make his disgrace more public, at last consented; and the young creature was carried with the greatest secrecy in the night to

ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, তৎকালে উক্ত বালিকার বয়স একাদশ বর্ষেরও ন্যূন ছিল; অথচ সেই বালিকার প্রতি, সরফরাজের ইন্দ্রিয়বিকার হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে, ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই। সরফরাজ তখন অল্প-বয়স্ক যুবা পুরুষ নহেন, এরূপ অবস্থায় তাঁহার সেই দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি ইন্দ্রিয়-লালসার সঞ্চার হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে বিংশতিবর্ষীয়া রমণীগণও বালিকাপদবাচ্য হইয়া থাকে, সেই দেশের ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে একটী দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি জনৈক প্রৌঢ়-সীমাবর্তী পুরুষের ইন্দ্রিয়বিকারের কথাটা কিরূপে নির্গত হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি তাঁহারা এ দেশের লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ, এ দেশেও ঐরূপ ঘটনা সচরাচর উপস্থিত হয় না। নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বর্ণনা হইতে ইহাই

visit him. She was returned the same night, we will suppose (for the honour of that house) uninjured; be this as it may, the violence was of too delicate a nature to permit any future commerce between her and her husband.

"The indignity was never forgiven by Juggaut Seet and that whole powerful family, consequently became inveterate, though, concealed enemies to the Soubah". (Holwell's *Interesting Historical Events*, part 1, Chap. 2, pp. 76-77).

"His (Juggut Seet's) eldest son, soon after the disgrace of Alumchand married a woman of exquisite beauty, the report of which alone inflamed the curiosity of the Nabab so much that he insisted on seeing her, although he knew the disgrace which would be fixed on the family, by showing a wife, unveiled, to a stranger. Neither the remonstrances of the father, nor his power to revenge the indignity, availed to divert the Nabab from this insolent and futile resolution. The young woman was sent to the palace in the evening; and after staying there a short space returned, unviolated indeed, but dishonoured to her husband." (Orme's *Indostan*, Madras reprint, Vol. II, p. 30) হলওয়েল দশ বৎসরের বালিকার জন্য সরফরাজের ইন্দ্রিয়লালসার কথা লিখিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহার চরিত্রনাশের সন্দেহ করিয়াছেন। দশ বৎসরের বালিকার চরিত্র নষ্ট করা এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব কিনা সাধারণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অর্মে বালিকার স্থলে woman কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, যদিও একস্থলে তাহার young বিশেষণ-টিও দিয়াছেন, তাঁহার unviolated কথায়ও সরফরাজের প্রতি কটাক্ষ করার ভাব বুঝা যাইতেছে।

বুঝিতে পারিবেন যে, নবাব সরফরাজ খাঁ কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই সেই বালিকাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন।

জগৎশেঠের সহিত নবাব সরফরাজ খাঁর বিবাদ উপস্থিত হওয়ার যে কারণ ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা আনুপূর্বিক উল্লিখিত হইল, এবং দেশীয় কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায় তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের উক্ত কারণে সন্দিহান হওয়ার আর একটী কারণ আছে। শেঠবংশীয়েরা তাঁহাদিগের উক্ত বর্ণনা একেবারেই স্বীকার করেন না। জগৎশেঠবংশের যে প্রচলিত বিবরণ আছে, তাহার কোনস্থলে এরূপ ঘটনার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে, শেঠবংশীয়েরা আপনাদের বংশের কলঙ্ক গোপন করার জন্য উক্ত বিষয়ের কিছুই স্বীকার করেন না, তাহা হইলে দেশীয় গ্রন্থাদিতে উহার কোন উল্লেখ না থাকায়, শেঠদিগের প্রচলিত বিবরণ অনেকটা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা ফতেচাঁদের সহিত সরফরাজের বিবাদ হওয়া অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাহার এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ শেঠদিগের গদীতে টাকা গচ্ছিত রাখিতেন, সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকার অর্থই মহিমাপুরের গদীতে রাখিতে হইত, এ কথা আমরাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিজের সাত কোটি টাকা শেঠদিগের গদীতে গচ্ছিত ছিল, তিনি অথবা নবাব সুজাউদ্দীন কখনও তাহা ফিরাইয়া লন নাই। সরফরাজ ইহার সংবাদ জানিতে পারিয়া জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে উক্ত টাকা প্রত্যর্পণের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু ফতেচাঁদ তাহা একেবারে অস্বীকার করায়, সরফরাজ তাঁহার প্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হন, এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে চেষ্টা করেন। জগৎশেঠও সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। শেঠবংশীয়দিগের কথিত বিবরণ, জগৎশেঠ ও নবাবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে, নিতান্ত সামান্য কারণ নহে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ না করা শেঠবংশীয়দিগের পক্ষে যারপরনাই অন্যায় কার্য হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উক্ত ঘটনা প্রকৃত হইলে, উহা জগৎশেঠবংশের একটি প্রধান কলঙ্ক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত টাকা গচ্ছিত থাকার যদি কোন প্রমাণ না থাকে, অথবা তাহা প্রকৃত না হয়, এবং যদি নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠের প্রতি অন্যায়রূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইহা যে তাঁহার পক্ষে যারপরনাই নিন্দার বিষয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, এবং তাঁহার অন্যায় ব্যবহারে অসন্তুষ্ঠ হইয়া, জগৎশেঠের তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে ফতেচাঁদ যে ভাবে সরফরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহারও সমর্থন করা যায় না। শেঠদিগের কথিত উক্ত বিবরণও দেশীয় কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহাও কতদূর সত্য তাহা আমরা

স্থির করিয়া বলিতে পারি না। এই দুই বিবরণের মধ্যে ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণের কথিত বিবরণ গুরুতর হওয়ায়, দেশীয় কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ না থাকায়, উক্ত ঘটনার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের মাত্রাটা কিছু অধিক হইয়া পড়ে এবং শেঠদিগের বর্ণিত বিবরণ সম্ভবতঃ দেশীয় গ্রন্থকারেরা তেমন গুরুতর মনে না করিয়া আপন আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু নবাব ও জগৎশেঠের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার পক্ষে, উহা নিতান্ত সামান্য কারণ নহে। ফলতঃ যে কারণে হউক, সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন, এবং যাঁহারা পূর্ব হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হইলেন।*

আমরা দেখাইয়াছি যে, কি কারণে সরফরাজ ও জগৎশেঠের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক-গণের বর্ণিত বিবরণ যে ভিত্তিহীন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু রহস্যের বিষয় এই যে, উক্ত ঘটনাকে অন্য আকারে চিত্রিত করিয়া সরফরাজের কলঙ্করাশি আমাদের বঙ্গকবি সিরাজের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। "পলাশীর যুদ্ধে" কবি জগৎ-শেঠ মহাতপচাঁদের মুখ হইতে এইরূপ উক্তি বাহির করিয়াছেন ঃ—

"বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।"

এখানে "পাপী" ও "দুষ্ট দুরাচার" সিরাজকে বলা হইয়াছে, অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের লিখিত সরফরাজ ও জগৎশেঠ কাহিনীই এই ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সরফরাজের স্থলে সিরাজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আর তাঁহার বালিকা জগৎশেঠবধূকে প্রাসাদে আনয়নের পরিবর্তে তিনি বেগমের বেশ ধারণ করিয়া জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রদীপ্ত বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছেন। তবে মহাতপচাঁদের বধূ বা কুল উভয়ত্র একই আছে বলিয়া আমরা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিতেছি। কি কুক্ষণে সিরাজউদ্দৌলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী, ফারসী বা বাঙ্গালা ইতিহাসে এমন কি বাঙ্গলা কাব্যেও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে যাহার যে কোন দোষ ছিল, তাহাই সিরাজের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা যে যারপরনাই পরিতাপের বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য। কাব্যের সাত খুন মাপ সত্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে কয় খুন মাপ সঙ্গত তাহাও বিবেচ্য।

ফতেচাঁদ

হাজী আহম্মদ, আলীবর্দী ও তদ্বংশীয়েরা সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর হইতে ধীরে ধীরে সরফরাজের বিরুদ্ধে যে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। জগৎশেঠ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। নবাব সরফরাজের সহিত আলিবর্দী বা হাজী আহম্মদের এতদিনে কোন প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু উভয়পক্ষ পরস্পরকে পরস্পরের ঘোর বিদ্বেষী মনে করিতেছিল। সরফরাজ হাজী আহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার উপহাস ও উপেক্ষার ভাষা প্রয়োগ করিতেন। ইহাতে হাজী আহম্মদ আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিয়া সরফরাজের ঈদৃশ ব্যবহারের কথা আলিবর্দীর নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তাঁহার লিখিত বিবরণে সরফরাজের ব্যবহার অতিরঞ্জিত হইয়া আলিবর্দীর নিকট উপস্থিত হইত। আলিবর্দী খাঁ ক্রমে ক্রমে সরফরাজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং তাঁহার বংশের প্রতি সরফরাজের অযথা ব্যবহারের প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হন। সরফরাজও আলিবর্দীবংশীয়গণের উপর বিরক্ত হইয়া রাজকার্য হইতে তাঁহাদিগকে অপসৃত করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার পর একটি বিশেষ কারণে আলিবর্দীবংশীয়েরা সরফরাজের প্রতি ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন। হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী ও আতাউল্লা খাঁর কন্যার সহিত আলিবর্দীর দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজউদ্দৌলার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মুসলমানগণ মুসলমান শাস্ত্রের অনিষিদ্ধ নিয়মানুসারে আপনাদিগের বংশের মধ্যে বিবাহ ব্যাপার সম্পাদন করিতে গৌরব মনে করিয়া থাকেন। উক্ত কন্যাটি সুন্দরী হওয়ায় সরফরাজ খাঁ স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ প্রদানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হন, এবং প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না বলিয়া প্রকাশ করেন। নবাবের এইরূপ ব্যবহারে আলিবর্দীবংশীয়েরা আপনাদিগকে যারপরনাই অবমানিত মনে করিয়া, সরফরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। যদিও সেই কন্যাটির মৃত্যু হওয়ায় উভয় পক্ষের প্রকাশ্য বিবাদ সেই সময়ে উপস্থিত হয় নাই, তথাপি অধিক দিন তাঁহাদিগের অন্তরস্থিত বিদ্বেষবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে পারে নাই। আলিবর্দী খাঁ সরফরাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া সরফরাজের ধ্বংসপথ বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।

আলিবর্দী খাঁ প্রথমতঃ দিল্লী হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী

সনন্দ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইলে, সরফ-রাজকে তিনি যে সহজেই পরাস্ত করিতে পারিবেন, এই ধারণা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইয়াছিল। সরফরাজ নাদির সাহের নামে মুদ্রাঙ্কণ করায়, সম্রাট মহম্মদ সাহ তাঁহার প্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হন। সরফরাজের বিপক্ষদল সেই বিষয়ের নানাপ্রকার কথা সম্রাটের কাণে তুলিয়া সরফরাজের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব আরও বাড়াইয়া তুলেন। বাদসাহ ও তাঁহার আমীর ওমরাহদিগকে বহু পরিমাণে অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহাদিগের নিকট নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়া আলিবর্দী খাঁ বাদসাহের দরবার হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ লাভে সক্ষম হন। উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি বিহারের কতিপয় বিদ্রোহী জমীদারকে দমন করার ছলে, সৈন্য সজ্জা করিতে আরম্ভ করেন ও ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসব হন। যে দিন তিনি যাত্রা করেন, তাহা গোপনে জগৎশেঠকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত পত্রপ্রেরণের পর আলিবর্দী বিহার পরিত্যাগ করেন। জগৎশেঠ যে দিবস উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তাহার ৫/৬ দিন পরে আলিবর্দীর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। জগৎশেঠের পত্রের সহিত আলিবর্দী নবাব সরফরাজ খাঁর নামেও এক পাত্র পাঠাইয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাবকে তাঁহার পত্র প্রদান করিয়া, আলিবর্দী তাঁহাকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও নবাবকে জানাইয়া দেন। নবাবের পত্রে আলিবর্দী এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার স্ববংশীয়গণের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় তিনি তাহাদিগকে অবমাননার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন, নবাব যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার স্ববংশীয়গণকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার ন্যায় আজ্ঞাকারী ভৃত্য কখনও নবাবের আদেশ অমান্য করিতে ইচ্ছুক নহেন।" নবাব এই পত্র পাঠ করিয়া যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এ বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিবর্গকে আহবান করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। হাজী আহম্মদকে এই সমস্ত বিষয়ের মূল বিবেচনা করিয়া নবাব তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। হাজী আহম্মদও নবাবকে সান্ত্বনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। হাজী আহম্মদকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া মন্ত্রিবর্গের মধ্যে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে মহম্মদ গাওস খাঁর কথানুসারে হাজী আহম্মদকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর নবাব তাঁহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, নিজেও যুদ্ধসজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হন। জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ প্রভৃতি নবাবকে এরূপ ভাবে বুঝাইয়াছিলেন যে, আলিবর্দী যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিতেছেন। কিন্তু নবাব চর পাঠাইয়া অবগত হন যে, আলিবর্দী যুদ্ধের জন্যই অগ্রসর হইতেছেন। নবাব মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া খামরা নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন।

আলিবর্দী খাঁ বিহার অতিক্রম করিয়া শকরিগলি নামক স্থানে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৈনিক কর্মচারিগণ আপনাদের প্রাপ্য বেতনের প্রার্থনা করে, এবং তাহা না পাইলে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হয়। সেই সময়ে আলিবর্দীর নিকট ৪৫ হাজার টাকার অধিক ছিল না; তাঁহার দেওয়ান চিন্তামণি জগৎ-শেঠের নিকট হইতে টাকা আনাইবার প্রস্তাব করিলে, আলিবর্দী বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনায় তাহাতে আপত্তি করেন। এই সময়ে দীপচাঁদ ও অমীচাঁদ নামে দুইজন পাটনার ব্যবসায়ী আলিবর্দীর শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আলিবর্দীকে টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন।* তিনি রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া সূতীর নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত না হওয়ায় সরফরাজ ও আলিবর্দীর মধ্যে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

মুতাক্ষরীণে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই যুদ্ধের পূর্বে আলিবর্দী ও জগৎশেঠের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান হইলেও জগৎশেঠ একটি কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আলিবর্দীর কর্মচারীদিগের নিকট টিপ্** পাঠাইয়া, আলিবর্দী খাঁকে ধৃত করিয়া সরফরাজের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, আলিবর্দীর অনেকগুলি কর্মচারীর হস্তে সেই টিপ্ পড়িয়াছিল। এমন কি, তাঁহার প্রধান কর্মচারী মস্তাফা খাঁও একখানি টিপ্ প্রাপ্ত হন। মস্তাফা খাঁ আলিবর্দীকে সমস্ত কথা জানাইয়া পরদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলায়, আলিবর্দী তাহাতে স্বীকৃত হন।† মুতাক্ষ-রীণের উক্ত বিবরণ সত্য কিনা, তাহা বুঝা যায় না। আলিবর্দী খাঁর সহিত জগৎশেঠের যেরূপ যোগ ছিল, তাহাতে তিনি যে আলিবর্দীকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না; তবে যদি নবাবের আদেশে তিনি বাধ্য হইয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ জগৎশেঠ ইচ্ছাপূর্বক যে উক্ত কার্যে নিযুক্ত হন নাই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুতাক্ষরীণের অনুবাদক উহার বিপরীত কথারই উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, আলিবর্দী খাঁ-ই জগৎশেঠের দ্বারা সরফরাজের কর্মচারীদিগের নিকট এইরূপ টিপ্ পাঠাইয়াছিলেন, অনুবাদকের সময় সরফরাজের একজন কর্মচারী জীবিত ছিলেন। তিনি চারি হাজার টাকার এক টিপ্ পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপ টিপ্ পাইয়া সরফরাজের কর্মচারিগণ ধূলা মাটি আবর্জনার দ্বারা কামান পূর্ণ করিয়া

* Holwell's *Interesting Historical Events,* Part I, pp. 89-94.

** বর্তমান নোট বা চেকের ন্যায় কাগজ, তাহাতে টাকা দেওয়ার আদেশ থাকিত।

† Mutaqherin (English translation) Vol. I, p. 363.

যুদ্ধ করিয়াছিল।* সরফরাজের কোন কোন কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিলেও তাঁহার বিশ্বাসী সেনানীগণ আলিবর্দীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের প্রভুভক্তির পরিচয় দেখাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে গাওস খাঁ প্রধান। গিরিয়ার বিশালক্ষেত্রে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আলিবর্দী ও সরফরাজের মধ্যে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, এই যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ নিহত হন। তাঁহার প্রধান ও বিশ্বাসী কর্মচারী গাওস খাঁ জগতে অতুলনীয় প্রভুভক্তি দেখাইয়া, প্রকৃত বীরের ন্যায় গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। গাওস খাঁর সেই দেবদুর্লভ প্রভুভক্তির জন্য গিরিয়ার চারিপাশের লোকে অদ্যাপি তাঁহাকে দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গ্রাম্য গাথাও রচিত হইয়াছে। যে স্থানে তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন, তথায় একটি দরগা স্থাপিত হয়, অদ্যাপি গাওস খাঁর দরগা লোকে পূজা করিয়া থাকে।† গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদে আনিয়া সমাহিত করা হয়। আলিবর্দী খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

সরফরাজের অশিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইয়াছিল, গিরিয়ার যুদ্ধে তাহা শেষ হইয়া যায়। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের সাহায্যে আলিবর্দী বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রশংসা করা যায় না। আলিবর্দী ও হাজী আহম্মদ প্রভুবিদ্রোহিতা পাপে আপনাদিগকে কলুষিত করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নবাব সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহে যাঁহারা শ্রীসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, সেই সুজাউদ্দীনের পুত্রের রক্তে

* "We know for certain, and this is the universal report, that manœuvre was played by Alevurdy qhan himself through Djagatseat, his friend, against Serefraz qhan's officers; and we have been assured by one of them, still living, that himself had received such a Tip for 4000 R and had been desired to load the artillery only with earth and rubbish. The universal report at Moorshoodabad is, that in fact some guns were served in that manner; and by the by not a word is said by the author of Serefraz khan's artillery." (Mutaqherin Translator's note, p. 383).

বারুদ ও গোলাগুলির পরিবর্তে সরফরাজের কর্মচারিগণ কর্তৃক ধূলা মাটি দ্বারা কামান ছাড়ার কথা তারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থেও লিখিত আছে।

† গাওস খাঁর বিবরণ "মুর্শিদাবাদ কাহিনীর" গিরিয়া নামক প্রবন্ধে ও তাঁহার সম্বন্ধীয় গ্রাম্য কথা উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। গিরিয়া যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে" লিখিত হইয়াছে।

বসুন্ধরা রঞ্জিত করিয়া কৌশলে ও বলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন গ্রহণ করা, তাঁহাদের পক্ষে যে ঘোরতর কলঙ্কের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও তাঁহারা সরফরাজের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আয়োজন করা কদাচ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা অনায়াসে আপনাপন পদত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়ে অন্য যে এক উদ্দেশ্য ছিল, তাহারই জন্য তাঁহারা সরফরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সে উদ্দেশ্য—মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভের ইচ্ছা। সুতরাং তাঁহারা যে বিদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেই হইবে। জগৎশেঠ ও রায়রায়ানকেও এ বিষয়ে প্রশংসা করা যায় না। তাঁহারা যে সরফরাজ কর্তৃক অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন. তাহা সত্য, কিন্তু তাহার প্রতিশোধ বড়ই নিন্দনীয় ভাবে লওয়া হইয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক-দিগের মতে যে কারণে জগৎশেঠ সরফরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হন. তাহা বিশ্বাস করিলেও তাঁহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করার সমর্থন করা যায় না। আর যদি শেঠবংশীয়দিগের বিবরণানুসারে মুর্শিদকুলী খাঁর গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ না করায় উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়া সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা যে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পক্ষে ঘোরতর কলঙ্কের কথা তাহার সন্দেহ নাই। অথবা প্রকৃত পক্ষে মুর্শিদকুলী খাঁর অর্থ শেঠদিগের নিকট গচ্ছিত না থাকা সত্ত্বেও সরফরাজ যদি তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও জগৎশেঠের এরূপ নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া উচিত হয় নাই। তিনি প্রকাশ্য ভাবে সরফরাজকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন। অন্যায়রূপে অত্যাচার-প্রপীড়িত হইলে জগৎশেঠ বাদসাহের নিকট সরফরাজের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিতেন, এবং বাদসাহ-দরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তিনি অল্প চেষ্টায় সরফরাজকে পদচ্যুত করাইতেও পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি প্রভুদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া গোপনে তাহাদিগের সহিত পত্রাদির আদান প্রদান করিযা. এবং নবাবকে তাহার কিছু না জানাইয়া ঘোরতর কাপুরুষতা ও কলঙ্কেব কার্য করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দীর প্ররোচনায় নবাবের কর্মচারীদিগকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়া সরফরাজের সর্বনাশের পথ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ফলতঃ ফতেচাঁদের ন্যায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধের এরূপ ঘৃণিত ব্যবহার কদাচ সমর্থন করা যায় না। রায়রায়ান আলমচাঁদও যে ঘোরতর নিন্দার কাজ করিয়াছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। এরূপ ঘৃণিত ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। প্রভুদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহাকেও স্পর্শ করিয়াছিল, পরিণামে তিনি ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া-ছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি গুলি বিদ্ধ হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত ও অর্ধমৃত অবস্থায় গৃহে আনীত হন। তথায় সংজ্ঞা লাভ

করিয়া এই ঘটনার জন্য এতদূর অনুতপ্ত, লজ্জিত ও অশান্ত হইয়াছিলেন যে, আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়া,* শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। ফলতঃ সরফ-রাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহা যে সর্বথা নিন্দনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ষড়যন্ত্র অপেক্ষা আরও একটি ঘৃণিত ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র মুর্শিদাবাদে সংঘটিত হইয়াছিল। গিরিয়া যুদ্ধের ন্যায় তাহারও বিষময় ফল —পলাশীর যুদ্ধ। যথাস্থানে তাহাও আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফতেচাঁদ

সরফরাজের ধ্বংসের পর আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি যে উপায়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণের অন্তঃকরণ হইতে তাহার প্রতি অপ্রীতি দূর করার জন্য তিনি সকলের সহিত সাধু ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সর্বাগ্রে তিনি সরফরাজের পরিবারবর্গের প্রতি যারপরনাই সম্মান দেখাইয়া তাঁহাদের জীবিকানির্বাহের জন্য সুচারুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নগরের ও রাজ্যের অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে জনসাধারণ পর্যন্ত নূতন নবাবের ব্যবহারে অসীম প্রীতিলাভ করে। আলিবর্দী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট বিমোচনের জন্য যারপরনাই যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ইতিপূর্বে হিন্দুগণ কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ও মুন্সীগিরি প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হইতেন, নবাব আলিবর্দীর সময় তাঁহারা যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়েরও ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি বাঙ্গলীদিগকে ঐরূপ পদ প্রদান করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আলিবর্দী খাঁর এইরূপ উদার ব্যবহারে তাঁহাকে বাঙ্গলার আকবর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আলিবর্দীর পূর্বে বাঙ্গলার কোন নবাব হিন্দু বাঙ্গালীদিগকে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের ভার দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার এইরূপ আদর্শ ব্যবহারে লোকে তাঁহার এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছিল যে, তিনি যে অসদুপায়ে বাঙ্গলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বিস্মৃত হইয়া যায়। এইরূপে কি সম্ভ্রান্ত, কি

* তারিখ বাঙ্গালা ও রিয়াজ-উস্-সালাতীনে লিখিত আছে যে, আলমচাঁদ হীরা চুষিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু রাসায়নিকদিগের মতে হীরক বিষাক্ত নহে। তবে মূল্যবান কোন কোন প্রস্তর বিষাক্ত বলিয়া শুনা যায়।

জনসাধারণ, কি প্রজাবর্গ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আলিবর্দী খাঁ বাঙ্গলার আদর্শ নবাব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।

যে জগৎশেঠের সাহায্যে আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠের পরামর্শে আলিবর্দী খাঁ রাজ্যের অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রতি নবাবের দিন দিন অনুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ আলিবর্দীর রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুদ্বারা বারম্বার আক্রান্ত হওয়ায় তিনি অশেষ প্রকারে বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বিদ্রোহ-দমন ও অন্যান্য যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। রাজকোষের সমস্ত অর্থ প্রায় তাহাতেই ব্যয়িত হইত। এই জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জগৎশেঠের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকে যেরূপ অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহাতে জগৎশেঠের সাহায্য না পাইলে তাঁহাকে যারপরনাই বিপন্ন হইতে হইত। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণে রাজ্যমধ্যে যেরূপ হাহাকার বর্ধিত হয়, প্রজাবর্গের যেরূপ সর্বনাশ সাধিত হয়, ও জমীদারগণ যেরূপ হৃতসর্বস্ব হইয়া উঠে, তাহাতে রাজ্যের রাজস্ব-সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। অথচ প্রতিনিয়ত নবাবকে যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকিতেই হইয়াছিল, সেই সময়ে জগৎশেঠ নবাবকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। কেবল অর্থ দিয়া নহে, তিনি এই বিশৃঙ্খলাময় রাজত্বে নবাবকে অনেক সদুপদেশ দিয়া তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শান্তিময় করিতেন। ফতেচাঁদের এইরূপে পূর্বাপর ব্যবহারে নবাব আলিবর্দী খাঁর অনুরাগ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং বৃদ্ধ জগৎশেঠও নবাবের সাধু ব্যবহারে যারপরনাই প্রীত ছিলেন।

আলিবর্দী খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ স্ববংশীয়দিগকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজস্ব দেওয়ান রায়রায়ান আলমচাঁদের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সহকারী চায়েনরায়কে উক্ত পদ ও উপাধি প্রদান করা হয়। চায়েনরায় মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জায়গীরের মোহরারের কর্ম করিতেন।* তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও ধার্মিক হওয়ায় নবাব তাঁহাকে রাজস্ব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্গভূমি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানারূপে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, প্রজাবর্গের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হওয়ায়, রাজস্ব আদায় বিষয়ে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সেই সময়ে চায়েনরায় রাজস্ব দেওয়ান হইয়া প্রজা ও জমীদারবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিয়া অনেক কৌশলে রাজস্ব আদায়

* তারিখ বাঙ্গালা।

করিতেন। নবাবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় ও চায়েনরায়ের সুবন্দোবস্তে জমীদারেরা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের জন্য অনেক সময় অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সুপরামর্শে চায়েনরায় অনেক সময়ে চালিত হইতেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলিবর্দী খাঁ বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করার সংবাদ শুনিয়া সরফরাজের ভাগিনীপতি মুর্শিদকুলী খাঁ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। মুর্শিদকুলী উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। আলিবর্দী খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে তিনি প্রথমতঃ সন্ধির ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিবারবর্গের পরামর্শে অবশেষে তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মছলীপত্তনাভিমুখে পলায়ন করেন। পুরুষোত্তমের রাজা অবশেষে তাঁহার পরিবার ও সম্পত্তি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দী স্বীয় মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্শিদকুলীর জামাতা মির্জা বাখর উড়িষ্যা অধিকার করিয়া সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করায়, আলিবর্দীকে পুনর্বার উড়িষ্যায় যাইতে হয়। তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাহার হস্ত হইতে সৈয়দ আহম্মদের উদ্ধার সাধন করেন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে মৃগয়ামোদ উপভোগ করিতেছিলেন, এই সময়ে শুনিতে পান যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছে। যদিও পূর্বে তিনি ইহার কিছু সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য পূর্বে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করায়, তিনি যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। নবাব ক্রমে বর্ধমানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই দিকে অগ্রসর হয়; এবং বর্ধমানের চারিপাশে অগ্নি প্রদান করিয়া গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সেইখানে উভয় পক্ষে কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়, এবং সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইহার পর রাত্রিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একবার সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পন্ত নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট ১০ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলে, নবাব তাঁহাকে কোনরূপ উৎকোচ প্রদানে অস্বীকৃত হন। অগত্যা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হয়। প্রভাত হইলে নবাব স্বীয় সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতি ধাবিত হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা চতুর্দিক হইতে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বসে। নবাবের আফগান সেনাপতি যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করায়, নবাব বহুদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং সে দিবস সন্ধ্যা হওয়ায় যুদ্ধ হইতে উভয় পক্ষকে নিরস্ত হইতে হয়। উড়িষ্যার যুদ্ধে নবাব কতকগুলি আফগান সৈন্যকে বিদায় দেওয়ায় আফগান সৈন্যগণ,

তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিল। যাহা হউক নবাব তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে নবাব-সৈন্য চতুর্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক বেষ্টিত হওয়ায় প্রথমতঃ তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়া উঠিল। যে দিবস তাঁহারা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ স্থির করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসে। একটী অধিকৃত কামান নিকটস্থ বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া তাহারা নবাব সৈন্যের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে। এইরূপ আক্রমণে নবাব সৈন্যের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। গভীর রাত্রিতে তাহাদের আক্রমণ আরও ঘোরতর হইয়া উঠে। প্রাতঃকালে নবাবের আদেশে সৈন্যগণ কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা জগন্নাথের পথ ধরিয়া যাইতে আরম্ভ করে। নবাবের সমস্ত সেনাপতি অতুল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর কর্মচারী মীর হাবিব এই সময়ে নবাব সৈন্য মধ্যে ছিল, সে আহত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে বন্দী হয়, এবং পরে তাহাদের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতিগণের উৎসাহে নবাব সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই সত্য, কিন্তু অনাহারে, অনিদ্রায়, পথকষ্টে ও রণক্লেশে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালাবশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের যারপরনাই অভাব ঘটিয়াছিল। একদিবস আলিবর্দী খাঁর অন্যতম প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয়কে পরাজিত করিয়া তাহাদের কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য অধিকার করায় সৈন্যেরা তাহা মহানন্দে ভোজন করিয়াছিল। এইরূপে কয়েক দিবস যুদ্ধ চলিয়াছিল। একদিন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় নবাবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার নিকট দুইটী প্রকাণ্ড হস্তী থাকায়, তাহারা এরূপভাবে আপনাদের শৃঙ্খল ঘুরাইতে আরম্ভ করে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর নবাবের নিকট অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই দিবস উক্ত হস্তীদ্বয়ের জন্য নবাবের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এইরূপে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া কয়েক দিবস পরে নবাব-সৈন্যগণ কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। নবাব-সৈন্যের কাটোয়ায় উপস্থিতির পূর্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া তথাকার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে। নবাব সৈন্যগণ সেই দগ্ধাবশিষ্ট তণ্ডুল প্রভৃতি ভোজন করিয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই ভীষণ আক্রমণে নবাব-সৈন্যগণের যারপরনাই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। অবিশ্রান্ত যুদ্ধে তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়া পড়ে। যে গ্রামে তাহারা উপস্থিত হয়, মহারাষ্ট্রীয়েরা পূর্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত শস্য অগ্নি সংযোগে ভস্মস্তূপে পরিণত করিত। পরিশেষে নবাব-সৈন্য মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের এরূপ অভাব ঘটে যে, তাহাদিগকে বৃক্ষপত্র, বল্কল, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভোজন করিয়া উদরপূর্তি করিতে হইয়াছিল। মৃত জন্তুর মাংস

পাইলে পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া কলহ আরম্ভ করিত, রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাইবার অবকাশ পাইত না। ক্রমাগত রাত্রিজাগরণে তাহাদের শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া উঠে। জগন্নাথের পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়া তাহারা সামান্য মাত্র বিশ্রাম করিতে পাইত। আবার সেই সময়ে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ ভয়াবহ কষ্ট সহ্য করিয়া তাহারা কোন প্রকারে কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। সেখানেও দগ্ধ শস্যরাশি তাহাদিগের আহায হইয়াছিল। পরিশেষে মুর্শিদাবাদ হইতে তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। নবাব-সৈন্যের দুর্দশা শ্রবণ করিয়া হাজী আহম্মদ মুর্শিদাবাদের যাবতীয় রুটী-ওয়ালার নিকট হইতে রুটী সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যসহ নৌকাযোগে কাটোয়ায় পাঠাইয়া দেন। এই ভীষণ আক্রমণ হইতে নবাব-সৈন্যের আত্মরক্ষা বাঙলার ইতিহাসের যে একটী স্মরণীয় ঘটনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু-কাল কাটোয়ায় অবস্থিতির পর নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিবার ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বদেশে যাইবার জন্য উদ্যোগী হয়; এবং তাহাদিগের মধ্যে অর্থাভাব ঘটিয়া উঠে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মীর হাবিব মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের কার্যে নিযুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অর্থাভাব দেখিয়া সে এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিল। মীর হাবিব ভাস্করের নিকট এইরূপ প্রকাশ করে যে, সে আলিবর্দী খাঁর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার পূর্বে তথায় গমন করিয়া লুণ্ঠন দ্বারা অনেক অর্থ আনিয়া দিতে পারে। ভাস্কর তাহার প্রস্তাবানু-যায়ী মীর হাবিবকে সহস্র সৈন্য প্রদান করেন। হাবিব কাটোয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ দিয়া দ্রুতগামী মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া নদীর পূর্ব পারে আসিবার চেষ্টা করে, সে সময়ে মুর্শিদাবাদে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল না। কাজেই নগরে প্রবেশ করিতে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিল না। হাজী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াজিস্ মহম্মদ মহারাষ্ট্রীয়-গণের বাধাপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বিশেষরূপ কৃতকার্য হইতে পারি-লেন না। তবে নিজামত কেল্লার নিকট অনেক সৈন্য রক্ষা করিয়া বিপক্ষ-গণের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মীর হাবিব কেল্লার দিক পরি-ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থান লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় ও স্থানে স্থানে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। অবশেষে তাহারা মহিমাপুরে জগৎশেঠের কুঠীতে উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এত শীঘ্র রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই তিনি স্বীয় গদী কোনরূপে সুরক্ষিত করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণের আগমন সংবাদ পাইয়া ফতেচাঁদ সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু

অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার গদীর অগাধ সম্পত্তি স্থানান্তরিত করার বা তৎসম্বন্ধে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। মীর হাবিব মহিমাপুরে উপস্থিত হইয়া গদী আক্রমণ করিয়া বসে ও তাহা লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সুবিধার জন্য তাহারা মহিমাপুরের গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করে।* অবশেষে রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া ও স্বীয় ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হাবিব মুর্শিদাবাদের পশ্চিম কিরীটকোণায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পরদিবস আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে আসিয়া পঁহুছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা দ্রুতবেগে কাটোয়াভিমুখে গমন করে। উক্ত দুই কোটী আর্কট মুদ্রায় জগৎশেঠদিগের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে উক্ত দুই কোটী টাকা শেঠদিগের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। এই লুণ্ঠনের পরও শেঠেরা প্রতিবার দরবারে কোটী টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন। তৎকালে শেঠদিগের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে টাকা দিয়া সুতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানা বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। বাস্তবিক এই সময়ে শেঠদিগের গদীর কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহা এই লুণ্ঠন ব্যাপার হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের পূর্বে ধন-রত্নাদি লুক্কায়িত করা সত্ত্বেও তাহারা দুই কোটী আর্কট মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিল এবং আর্কট মুদ্রারই প্রয়োজন থাকায় তাহারা উক্ত মুদ্রা আত্মসাৎ করে, অন্য মুদ্রার প্রতি তাহারা তত লক্ষ্য করে নাই। আর্কট মুদ্রা গ্রহণের কারণ এই যে, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রচলন অধিক ছিল; এবং মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অধিকাংশই তত্তৎ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। ধন-রত্নাদি গোপন করার পরও যে গদী হইতে দুই কোটী আর্কট মুদ্রা অনায়াসলভ্য হইতে পারে, অন্যান্য মুদ্রা তাহাতে কি পরিমাণে ছিল ইহাই অনুমান করিলে শেঠদিগের গদীর তৎকালীন শ্রীবৃদ্ধির বিষয় সহজেই প্রতীত হইবে।

নবাব আলিবর্দী খাঁ কাটোয়া পরিত্যাগ করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়ায় আপনাদিগের শিবির সন্নিবেশ করে এবং ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীর পশ্চিম-পার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে। হুগলী হইতে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময়ে ঘোরতর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। নবাবকে নীরব দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথী পার হইয়া পূর্বতীরে মুর্শিদাবাদের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া অনেক স্থান লুণ্ঠন করে ও তথাকার শস্যাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলে। সেই সেই স্থানের অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া অন্যান্য স্থানে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সম্রাট মহম্মদ সাহ রঘুজীর

* মুতাক্ষরীণ, Vol. II.

বাঙ্গলা আক্রমণ ও অধিকারের কথা অবগত হইয়া রঘুজীর সৈন্য-দিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়া পাঠান। এদিকে বর্ষার অবসানে নবাব আলিবর্দী খাঁ অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণের জন্য কাটোয়াভি-মুখে অগ্রসর হন। ভাগীরথী ও অজয় পার হইয়া নবাব সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে আক্রমণ করে, তজ্জন্য অজয়ের উপরে নৌসেতু নির্মাণ করিতে হইয়া-ছিল। যেরূপ কৌশলে নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেরূপ সমরকৌশল অল্প যুদ্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজয় পার হইয়া নবাব সহসা কাটোয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা এই আকস্মিক আক্রমণে ভীত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে। নবাব ক্রমে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দাক্ষিণাত্যাভিমুখে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পেশওয়া বালাজী বাজীরাও বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। তিনি প্রথমতঃ বিহারে আগমন করেন, পরে তথা হইতে বাঙ্গলার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এদিকে রঘুজী ভোঁসেলা ভাস্করের উত্তেজনায় নিজে বাঙ্গলায় উপস্থিত হইলে আলিবর্দী দুই দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের আগমনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি ভাগলপুরের নিকট বাজীরাও-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনেক উপঢৌকনাদি প্রদান করেন, এবং দুইজনে মিলিত হইয়া রঘুজীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশওয়া আজিমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের চৌথ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে, নবাবকে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। পেশওয়া ও নবাবের মিলন শুনিয়া রঘুজী বাঙ্গলা পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বালাজী রাও সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করায়, তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহার পর অতি অল্পকালের জন্য বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয়-দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

অধিক দিন স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষার অপগমে ভাস্কর পন্ত প্রায় দ্বাবিংশ সহস্র সৈন্যের সহিত উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় আগমন করেন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনরাগমনে যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ কর্ম্ম পরিত্যাগের চেষ্টা করিতেছিলেন, নবাব তাঁহাদিগকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করেন। এইরূপ নানা প্রকার গোলযোগে নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসুবিধাজনক মনে করিতেছিলেন। তিনি কৌশলে এই শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়াবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। আলিবর্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ভাস্করের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান, ভাস্করও তাহাতে সম্মত হন। মুর্শিদাবাদ

হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দক্ষিণে মণকরা নামক স্থানে সন্ধি-শিবির প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবাব ভাস্করকে নিমন্ত্রিত করিয়া পাঠান ও তথায় সন্ধির সমস্ত বন্দোবস্ত হইবে এইরূপ স্থির হয়। নবাবের প্রকৃত মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল। ভাস্কর নবাবের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া কতিপয় অনুচরসহ মণকরার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নবাবের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সৈন্যগণ ভাস্করকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। ভাস্করের অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বা আহত, কেহ বা নিহত হইলে, অবশিষ্ট কয়েক জন নদীতে ঝম্প-প্রদান করিয়া পরপারে উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই ভীষণ মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের জন্য বঙ্গভূমি বারম্বার বিপর্যস্ত হওয়ায় এবং অধিবাসিগণ উৎপীড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব ও পলায়িত হওয়ায় সরকারের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নবাবকে যারপরনাই অর্থাভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল, কিন্তু যেখানে জগৎশেঠের গদী সরকারের সাহায্যের জন্য সবদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেখানে অর্থাভাব কোথায়? তাই নবাবের অর্থাভাব উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে অধিক দিন তাহার কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। শেঠেরা প্রয়োজনানুসারে নবাবের সাহায্য করিয়া তাঁহাকে এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এই শেঠবংশীয়দিগের সহিত মুর্শিদাবাদের নবাবগণের সম্বন্ধ যে কিরূপ প্রগাঢ় ছিল এই সমস্ত ঘটনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে।

এই বৎসর অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে* জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র ও শেঠ আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতপচাঁদ গদীতে উপবিষ্ট হন। ফতেচাঁদের বয়স অশীতি বৎসর হইয়াছিল। সেই বহুদর্শী বৃদ্ধ জগৎশেঠের মৃত্যুতে আলিবর্দী খাঁ অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। যাঁহার সাহায্যে ও পরামর্শে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয়

* হন্টার লিখিয়াছেন যে, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, কারণ, আমরা মহাতপচাঁদের জগৎশেঠ ফরমানে দেখিতে পাই, যে, মহাতপচাঁদ সম্রাট আমেদ সাহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে এই উপাধি পাওয়ায় তাঁহার মরণাব্দ ১৭৪৪ কি না ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তবে যদি সেই সময়ে মহাতপচাঁদের বয়স অধিক না থাকায় অথবা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের অশান্তির জন্য তাঁহার জগৎশেঠ উপাধি পাইবার বিলম্ব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হন্টার নিজামত দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের দ্বারা তাৎকালিক জগৎশেঠের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সন্দেহ থাকিলেও আমরা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু বৎসর ধরিয়া লইলাম।

আক্রমণরূপ ভীষণ বিপদ হইতে যিনি তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভাব যে যারপরনাই কষ্টকর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অল্পকাল মধ্যে শেঠ মহাতপচাঁদ নবাবের সে অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফতেচাঁদের ন্যায় প্রতিভাশালী কার্যদক্ষ ও সুচতুর ব্যক্তি অল্পেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তিনি জগৎশেঠবংশীয়দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। আপন প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে তিনিই প্রথমে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। মাণিকচাঁদ হইতে যে গদীর উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল, ফতেচাঁদের দ্বারা তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাদসাহ ও নবাব দরবারে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। কেবল সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া তিনি আপনার নামকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি যে বহুগুণে গরীয়ান ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সপ্তম অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রদ্বয় মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ মুর্শিদাবাদ গদীর অধিকারী হইয়া দিন দিন তাহার উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ফতেচাঁদের আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র জন্মে, ইঁহারা পিতার জীবদ্দশাতেই এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আনন্দচাঁদের মহাতপচাঁদ ও দয়াচাঁদের স্বরূপচাঁদ নামে পুত্র হয়। পুত্রশোকাতুর ফতেচাঁদ পৌত্রদিগকে অবলম্বন করিয়া যেমন দিন দিন শান্ত হইতেছিলেন, তেমনই তাহাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ বর্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য তিনি দুই জনকেই গদীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ইঁহাদের মধ্যে মহাতপচাঁদ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি গদীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন, স্বরূপচাঁদও তাঁহাকে যথারীতি সাহায্য করিতেন। দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া গদীর উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদাবাদের যে গদীকে ফতেচাঁদ ভারতের বা জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় করিয়াছিলেন, মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ তাহাকে কেবল তদবস্থায় রাখেন নাই বরঞ্চ, তাহার গৌরববৃদ্ধির জন্য অশেষ প্রকার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গদীর অপরিসীম শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া নবাব আলিবর্দী খাঁ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যারপরনাই কার্যতৎপরতা জানিয়া সময়ে সময়ে মহাতপচাঁদের সহিত রাজকার্যের পরামর্শও করিতেন।

নবাব আলিবর্দী খাঁ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া সুচারুরূপে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেও তাঁহার রাজত্ব যেরূপ ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি তিলমাত্রও বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইতেন না। যদিও মহাতপচাঁদ প্রভৃতির সুপরামর্শে তিনি দক্ষতাসহকারে রাজ্য-শাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণে তিনি যারপরনাই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাস্কর পন্তের মৃত্যুর পর কিছুকাল মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ বঙ্গভূমিকে শান্তিলাভের অবকাশ দিলেও মুর্শিদাবাদের রাজ-সিংহাসনে সে শান্তি কল্যাণচ্ছায়া বিতরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের পর ভীষণ আফগান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া নবাব আলিবর্দী খাঁকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলে। এই ভয়াবহ বিদ্রোহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিহার প্রদেশেই ভীষণ আকার ধারণ করে। নবাবের প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁ অসংখ্য আফগান সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে অনেক আফগান কর্মচারী মহারাষ্ট্রীয় সমর প্রভৃতিতে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে মস্তাফা খাঁর ক্ষমতা প্রবল হয়। তাঁহার ক্ষমতা যেমন দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে, তেমনি, তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যপিপাসার সঞ্চার হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। বাঙ্গালা অপেক্ষা বিহারের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হয়। মস্তাফা আলিবর্দীর নিকট হইতে বিহারের নায়েবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আলিবর্দী তাঁহাকে সময়ে সময়ে আশা প্রদানও করেন, কিন্তু মস্তাফা খাঁ আলিবর্দীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া স্বীয় বাহুবলে তাহা অধিকারের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি নবাবের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিহারাভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে আলিবর্দীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা এবং সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদ বিহারে সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের নিকট হইতে তিনি মস্তাফা খাঁর অভিপ্রায়ের সংবাদ পাইয়া মস্তাফা খাঁকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। মস্তাফা খাঁ পাটনা আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সেই সময়ে নবাব আলিবর্দী খাঁ বিহারে উপস্থিত হইয়া জৈনুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন। উভয়ের আক্রমণে মস্তাফা খাঁকে পরাজিত হইতে হয়, এবং তিনি পরিশেষে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মস্তাফা খাঁর মৃত্যুতে কিন্তু আফগান বিদ্রোহের উপশম হয় নাই। বরঞ্চ তাহা পরিশেষে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সমগ্র বিহার প্রদেশে অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল। পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিহারে আফগান-বিদ্রোহ কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইলে, বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায় আবার মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে আরম্ভ হয়। ভাস্কর পন্তের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইয়া রঘুজী ভোঁসেলা সসৈন্যে নিজেই বাঙ্গলায় উপস্থিত হন। নবাব আফগান-বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় কোন-

রূপে রঘুজীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রঘুজী সেই সময়ে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি নবাবের নিকট অনেক টাকার দাবী করিয়া বসেন। নবাব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় রঘুজী প্রথমে উড়িষ্যা অধিকারে কৃতসংকল্প হন। এই সময়ে রাজা দুর্লভরাম উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবিবেচনা ও অকর্মণ্যতার জন্য সহজে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হইল। দুলভরাম বন্দী হইয়া অবশেষে কোনরূপে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার পর রঘুজী বিহারে উপস্থিত হইয়া আফগানগণের সহিত মিলিত হন। ইহার পর রঘুজী বাঙগলায় উপস্থিত হইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করেন।

রঘুজীর বিহারে অবস্থানকালে নবাব সৈন্যগণের সহিত তাহার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আফগান সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতকতা করায় নবাব জয়লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি প্রথমে রঘুজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু রঘুজী মীর হাবীবের পরামর্শে অসম্মত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে রঘুজী পরাজিত হইয়া প্রবলবেগে মুর্শিদাবাদের দিকে ধাবিত হন। নবাবের আদেশানুসারে নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ রঘুজীকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হন। এদিকে নবাব নিজে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। রঘুজী মুর্শিদাবাদের নিটকস্থ কোন কোন স্থান লুণ্ঠন করিয়া কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হন। নবাব মহারাষ্ট্রীয়গণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাটোয়ার নিকট তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে পরাজিত হইয়া রঘুজী বাঙগলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর কিছুদিন বঙ্গভূমি মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রঘুজীর সহিত যুদ্ধে যে সমস্ত আফগান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমসের খাঁ ও সর্দার খাঁ প্রধান। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া উক্ত সৈনিক কর্মচারি-দ্বয়কে অবসর প্রদান করেন। কিন্তু ইহারা পরিশেষে ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ হইতে শান্তিলাভ করিয়া নবাব কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। এই অবসরে তিনি স্বীয় দৌহিত্র ও প্রিয়পাত্র সিরাজউদ্দোলা ও তাহার ভ্রাতা এক্রামউদ্দোলার বিবাহ প্রদান করেন।

এই সময়ে তিনি মহাতপচাঁদের জগৎশেঠ উপাধির জন্য বাদশাহ দরবারে চেষ্টা করেন, সম্রাট মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। নবাব তাঁহার নিকট মহাতপচাঁদের জগৎশেঠ

উপাধির জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। সেই সময়ে মহিমাপুরের শেঠদিগের গদীর উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহাদের গদীতে অনবরত ১০ কোটি টাকার কারবার হইত। সমগ্র ভারতে এমন কি সমগ্র পরিজ্ঞাত জগতে তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠী আর কেহ বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং বাদশাহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বংশের সম্মানীয় উপাধি যে প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্য আহম্মদ সাহের রাজত্বের প্রথমবর্ষে ১১৬১ হিজরী বা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহাতপচাঁদ বাদসাহ দরবার হইতে 'জগৎশেঠ' উপাধি ও তদুপযোগী খেলাতাদি প্রাপ্ত হন। যদিও মহাতপচাঁদ জ্যেষ্ঠ হওয়ায় তিনি জগৎশেঠ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তথাপি স্বরূপচাঁদ তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ থাকায়, বাদসাহ-দরবার হইতে তিনিও সম্মানীয় উপাধি লাভ করেন, বাদসাহ তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্বাপর বলিয়া আসিয়াছি, নবাব আলিবর্দী খাঁ ক্ষমতাশালী নবাব হইলেও তাঁহার রাজত্ব ঘোরতর অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আফগান সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলে তাহারা বিহার প্রদেশে উপস্থিত হইয়া এক ভীষণ বিদ্রোহের সূচনায় প্রবৃত্ত হয়। এদিকে রঘুজীর পুত্র জনজী সসৈন্যে উড়িষ্যা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করেন। নবাব প্রথমে উড়িষ্যা যাত্রা করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনে প্রবৃত্ত হন। জনজী নবাবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তাহাব পর বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন।

এই সময়ে শেঠদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। নবাব তাঁহাদের পরামর্শে সমস্ত কার্য করিতেন, এবং তাঁহারা নবাবের এরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, নবাব কদাচ তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বঙ্গরাজ্যের সমুদয় জমীদারগণ শেঠদিগের দ্বারা রাজকোষের রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের রাজস্ব প্রদানে কোন ত্রুটি উপস্থিত হইলে, তাঁহারা শেঠদিগের শরণাগত হইতেন। শেঠেরা নবাবের নিকট তাঁহাদের জন্য অনুরোধ করিলে নবাব তৎক্ষণাৎ সেই অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এই সময়ে ইংরেজ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণের সহিতও শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাঁহারাও শেঠদিগের দ্বারা নবাব দরবারে আপনাদিগের আবেদনাদি প্রেরণ করিতেন। নবাবের ক্রোধে নিপতিত হইলে, শেঠদিগের দ্বারাই তাঁহারা তাহা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কাশীমবাজারের ইংরেজকুঠীর কর্মচারিগণের সহিত সৈদাবাদ শেতাখাঁর বাজারের আর্মেনীয় বণিকগণের বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে সম্ভবতঃ ইংরেজগণ দোষী হইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাঁহাদিগকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ

করেন ও ইংরেজদিগের ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দেন। ইংরেজেরা এরূপ বিপদে পড়িয়া শেঠদিগের শরণাগত হন। শেঠেরা তাঁহাদিগের জন্য নবাব দরবারে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য আপনারা ৩০ হাজার টাকা ও নবাবের জন্য ৪ লক্ষ টাকা নজর প্রার্থনা করেন। ইংরেজেরা অর্থের পরিমাণ অত্যধিক বিবেচনায় ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহাদের প্রতি নবাবের ক্রোধ বর্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে তাঁহারা আর্মেনীয় বণিকগণের সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। যদিও উক্ত বণিকগণ পরিশেষে ইংরেজদিগের অনুনয়বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি নবাব তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁহাদিগকে শেঠদিগেরই আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু পূর্বে তাঁহারা যে অর্থ প্রদানে সহজে অব্যাহতি পাইতেন, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অর্থপ্রদানে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা শেঠদিগের দ্বারা নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করিয়া সে যাত্রা কোনরূপে নবাবের ক্রোধাগ্নি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।* উপরোক্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে নবাব দরবারে শেঠদিগের ক্ষমতা কতদূর প্রবল ছিল: কেবল তাহা বলিয়া নহে, নবাব রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ আলিবর্দী খাঁর অশান্তিপূর্ণ রাজত্বে তাঁহাকে নানারূপে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল বলিয়া শেঠ-গণ তাঁহাদিগকে সুপরামর্শ ও অর্থসাহায্য দানে সর্বদাই স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য নবাব তাঁহাদের সকল প্রকার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। কেবল নবাব দরবারে নহে, বাদসাহ দরবার পর্যন্তও শেঠদিগের ক্ষমতা অপরি-সীমরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। যদিও প্রথম হইতেই বাদসাহ দরবারে তাঁহা-দের ক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি ক্রমে ক্রমে তাহা অধিকতররূপেই বিস্তৃত হয়। মাণিকচাঁদ অপেক্ষা ফতেচাঁদ বাদসাহ দরবারে অধিকতর সম্মান-লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনিই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সম্মান মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ সমভাবে

* "[CONSULTATIONS, AUGUST 31, 1749.]

The English trades being stopped and the factory at Cossimbazar surrounded with troops by the Nawab owing to the dispute with the Armenians, the English try through the Seets to propitiate him, but his two favourites demand a large sum of money Rs. 30,000 for themselves and 4 lakhs for the Nawab, at last after much negotiation the Armenians expressing themselves satisfied the Nawab becomes reconciled, but the English got off after paying to the Nawab through the Seets 12,00,000 Rupees"—(*Selections from the Unpublished Records.* J. Long, p. 19).

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ফতেচাঁদের উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন তাঁহার অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভেও কৃতকার্য হইয়াছিলেন। সেইজন্য মহাতপচাঁদ জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদ মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে এই সময়ে শেঠদিগের গদীতে ১০ কোটি টাকার কারবার চলিতেছিল, এই অপরিমিত অর্থের কারবারে জমীদার, মহাজন, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বণিকগণের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমে এই সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং পরিণামে এই সম্বন্ধের বলেই ইংরেজেরা অনায়াসে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের ন্যায় ফরাসী, ওলন্দাজ, আর্মেনীয় প্রভৃতি বণিকগণও জগৎশেঠের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ নবাবের রাজ্যে যাঁহারা অর্থের সম্বন্ধ করিতেন, তাঁহাদিগকেই শেঠদিগের আশ্রয় লইতে হইত। অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণের সহিত শেঠদিগের সম্বন্ধ হইলেও, ইংরেজেরাই তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ হন। যদিও অনেক সময়ে ইংরেজ ও শেঠদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের অমিল হইত, এবং ইংরেজেরা চতুরতাক্রমে শেঠদিগের কোন কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না, তথাপি নবাব দরবারে তাঁহাদের ক্ষমতা অপরিসীম জানিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। অন্যান্য বণিকগণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেও ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে সকলকে অতিক্রম করিয়া শেঠদিগের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ গাঢ়তর করিয়া তুলেন। ক্রমে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করায় আফগান সেনাপতি সমসের খাঁ ও সর্দার খাঁ পদচ্যুত হইয়াছিল। ইহারা বিহার প্রদেশে গমন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। বিহারের সহকারী শাসনকর্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ এই সকল দুর্দ্ধর্ষ আফগানকে নানা প্রকারে বশীভূত করিতে সচেষ্ট হন। কারণ, মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণে বঙ্গরাজ্য উৎপীড়িত হওয়ায় তিনি নব শত্রু সৃষ্টির অভিলাষী হন নাই। যদিও আফগানগণ জৈনুদ্দীনের সহিত মৌখিক সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিল. তথাপি তাহারা মনে মনে বিহার প্রদেশ করতলগত করিতে প্রয়াসী হয়। জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিলে তাহারা তথায় উপস্থিত হয়, এবং সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তাঁহার পিতা ও আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ আফগানগণের হস্তে নিপতিত হইয়া যারপরনাই নির্যাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আফগানগণ পাটনা অধিকার করিয়া জৈনুদ্দীনের পরিবারবর্গের অবমাননার একশেষ করে। পাটনার অনেক স্থানে তাহারা লুণ্ঠনাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

তাহাদের অত্যাচারে পাটনাবাসিগণ অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদিগের ধন-সম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহাদের শাসনকর্তার মৃত্যুতে দেশমধ্যে অরাজকতার আবির্ভাব হয়। আফগানগণের অত্যাচারের জন্য সমস্ত বিহার প্রদেশের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে।

উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা আক্রান্ত ও বিহার আফগান-দিগের হস্তে পতিত হওয়ায়, নবাব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের নৃশংসভাবে হত্যার জন্য তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। তথাপি তিনি সময় নষ্ট না করিয়া সর্বাগ্রে আফগানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আফগানদিগের বলবৃদ্ধি অবগত হইয়া জনজী ও মীর হাবীব তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হন। নবাব বিহারে উপস্থিত হইয়া অদম্য বিক্রমে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারাও বিপুল উৎসাহসহকারে নবাবকে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরাও এই সুযোগে নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নবাব তাহাদিগের আক্রমণে মনোনিবেশ না করিয়া আফগানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্যই উদ্‌যোগী হন। এই ঘোরতর যুদ্ধে আফগান সর্দার সমসের খাঁ নিহত হইলে, আফগানেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। নবাবের আক্রমণে ক্রমে ক্রমে তাহারা রণস্থল পরি-ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণও অবশেষে বিহার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। নবাবের হস্তে আফগানগণের পরিবারবর্গ পতিত হইলে তিনি সসম্মানে তাহাদিগকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সাধু কার্যের জন্য নবাব আলিবর্দী খাঁ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়া-ছেন। আফগানগণ তাঁহার কন্যা প্রভৃতির যেরূপ অবমাননা করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে তাহাদের প্রতি ঘৃণার উদয় হয়, কিন্তু তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের হস্তে পতিত হওয়ায় নবাব তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক এইরূপে নবাবের এক প্রবল শত্রু আফগানগণের ধ্বংস সম্পাদন হয়। কিন্তু তাঁহার প্রধান শত্রু মহারাষ্ট্রীয়গণ তখনও পর্যন্ত বঙ্গরাজ্যে উপদ্রব করিতেছিল। নবাব পরিশেষে তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

আফগানগণের ধ্বংস সম্পাদন করিয়া নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার যেরূপ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল, শেঠগণ তাহার যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহের শান্তির জন্য নবাবের রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেঠগণ যথাসাধ্য নবাবকে সাহায্য করায় নবাব অর্থাভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র জগৎশেঠ যাঁহার প্রধান সহায়, তাঁহার অর্থাভাব ঘটিবার

সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। ফলতঃ শেঠদিগের দ্বারা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া নবাব আলিবর্দী খাঁ স্বীয় অশান্তিপরিপূর্ণ রাজত্বে শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

আফগান-বিদ্রোহ শান্ত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়েরা কিন্তু সহজে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করে নাই। যদিও আফগানগণের ধ্বংসের পর জনজী নাগপুরাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা একেবারে বঙ্গরাজ্য হইতে অপসৃত হয় নাই। মীর হাবীব তাহাদিগের নেতা হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিল। রঘুজী ভোঁসেলা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিম্বজীকে অনেকগুলি সেনাসহ মীর হাবীবের সহিত যোগদানের জন্য পাঠাইয়া দেন। আলিবর্দী খাঁ কিছুকাল মুর্শিদাবাদে শান্তভাবে অবস্থিতি করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্বার মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া কয়েক দিন শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইতিপূর্বে তিনি একদল সেনা বর্ধমানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি মেদিনীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হন। মীর হাবীব নবাবের আগমন অবগত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করে ও একটি দুর্গম জঙ্গলময় স্থানে শিবির সন্নিবেশ করে। নবাব একদল সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে, তাহাদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংঘর্ষ হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া কটক অভিমুখে পলায়ন করে, এবং নবাবও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। নবাব কটকের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব তাহাদিগের কোনরূপ সন্ধান না পাইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যকারী সারন্দাজ খাঁ প্রভৃতির নিকট হইতে বারাবতী দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তাহার পর তিনি কোন সুদক্ষ কর্মচারীর প্রতি কটকের ভার অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলে সংবাদ আসিল যে, মীর হাবীব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা কটকে উপস্থিত হইয়া উক্ত কর্মচারীকে আহত ও বন্দী করিয়া কটক অধিকার করিয়াছে। সে সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় নবাব আর কটকে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া মুর্শিদাবাদেই চলিয়া আসেন।

উড়িষ্যায় মীর হাবীবের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার বর্ধিত হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনর্বার উড়িষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি কাটোয়া ও বর্ধমান অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ও সিরাজউদ্দোলাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ দেন। সিরাজউদ্দোলা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বালেশ্বর বন্দরে উপনীত হন। তাহার পর সিরাজউদ্দোলা মেদিনীপুরে আগমন করেন। তাঁহাদের মেদিনীপুর অবস্থান কালে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হয় যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্বত্য পথ দিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নবাব তাহা শ্রবণ করিয়া মেদিনীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। তিনি বর্ধমানে উপস্থিত হইয়া পরে তথা হইতে পার্বত্য প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুসরণ করিলে তাহারা আবার মেদিনীপুরের অভিমুখে গমন করে। নবাব বর্ধমানে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া সিরাজউদ্দোলাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন।

সিরাজউদ্দোলা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মেহেদী নেসার খাঁ নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠেন। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন আহম্মদের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজকেই পাটনা বা আজিমাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা জানকীরাম তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদী নেসার সিরাজকে স্বয়ং পাটনা শাসনের ভার লইবার জন্য উত্তেজিত করিলে, সিরাজ কতকগুলি সেনা লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনাভিমুখে অগ্রসর হন। মেহেদী নেসার তাঁহার সৈনাপত্য গ্রহণ করে। নবাব এই সংবাদ পাইয়া মীরজাফর খাঁ ও দুর্লভরামের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের ভার দিয়া নিজে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন। রাজধানীতে পেঁৗছিয়া তিনি জানকীরামকে সংবাদ পাঠান যেন সিরাজের কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হয়। জানকীরাম কৌশলপূর্বক মেহেদী নেসার খাঁকে হত করিলে ও সিরাজকে অক্ষত রাখিলে, নবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও উভয়ের মিলন সংঘটিত হয়।

তাহার পর নবাব মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমনের জন্য পুনর্বার যাত্রা করেন। তিনি বর্ধমান উপস্থিত হইলে মীরজাফর ও রায়দুর্লভ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সকলে মিলিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হয়। দুই একটি যুদ্ধের পর মীর হাবীব ও মহারাষ্ট্রীয়েরা পলাইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহার পর নবাব পুনর্বার মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। উভয় পক্ষ এইরূপে ক্রমাগত রণশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পরে মীর হাবীব মীরজাফর খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া নবাবের

সাহত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। সন্ধিতে নবাব সুবর্ণরেখার পরপার হইতে সমস্ত উড়িষ্যা মীর হাবীবের হস্তে ছাড়িয়া দেন, মীর হাবীব, তাঁহার ও রঘুজীর কর্মচারীরূপে উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিয়া উক্ত প্রদেশের আয় রঘুজীকে প্রদান করিবার জন্য আদিষ্ট হন। মেদিনীপুর উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত হয়। মীর হাবীব কিছুকাল উড়িষ্যায় নির্বিবাদে অবস্থিতি করিলে পর, জনজী কটকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত হিসাব পত্র দাবী করিয়া বসেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূচনা হইলে, মীর হাবীব জনজীর আদেশে নিহত হয়। তাহার পর নবাব ও রঘুজীর পক্ষ হইতে একজন কর্মচারী উড়িষ্যায় নিযুক্ত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়, ইহার পর হইতে বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার অবসান ঘটে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে নবাবের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, এবং জগৎশেঠ তাহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরোত্তর অর্থ ব্যয় হওয়ায় নবাব অর্থ-সংগ্রহের উপায় নির্ধারণে প্রবৃত্ত হন। তিনি জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, জমীদারদিগের প্রতি কোনরূপ আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন না করিলে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হইবে। অনন্তর তাহাই নির্দিষ্ট হয়। সেই সময়ে অন্যান্য সুবায় মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ-প্রদান করিবার জন্য অতিরিক্ত কর আদায় হইত। নবাব জমীদারদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের উপর চৌথ স্থাপন করেন। যদিও গঙ্গার পশ্চিম-তীরস্থ জমীদারগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে সম্পত্তিহীন হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, তথাপি তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নবাবের সেনারক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন নাই। গঙ্গার পূর্ব তীরস্থ জমীদারগণের রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই। অথচ তাঁহারাও তাহাদিগের জন্য সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহারাও বর্গী-দিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য নবাবের সৈন্যরক্ষার প্রয়োজন মনে করিয়া-ছিলেন। সুতরাং উক্ত চৌথ প্রদান করিতে বাঙ্গালায় কোন জমীদারই আপত্তি করেন নাই। নবাব জমীদারদিগের নিকট হইতে ১৫ লক্ষের উপর চৌথ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। চৌথ আদায় করিয়া তাহার বিশেষ ফল লাভ হয় নাই, কারণ, পরে উড়িষ্যা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তদ্ব্যতীত নিজামত কেল্লার সংস্কার ও সিরাজউদ্দৌলার মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ রক্ষার জন্য ও আহূক ও নজরানা মনসুরগঞ্জ নামেও দুইটি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপন হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দী খাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় জমী-দারেরা তাহাতেও কোনরূপ আপত্তি করে নাই। এইরূপে নবাব আলিবর্দী খাঁ শূন্য রাজকোষ পূরণের কিঞ্চিৎ উপায় করিয়াছিলেন।

নবাবের অর্থনাশের উপায় হইলে, জগৎশেঠ অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করেন। যদিও তাঁহার অপরিমিত অর্থ থাকায় তিনি নবাবকে অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহাদের গদী, ও কারবার রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করা বিশেষরূপে প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাদের গদী হইতে বাঙ্গালার অধিকাংশ জমীদার ও ব্যবসায়িগণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে অনেক জমীদারের ক্ষতি হওয়ায় ও ব্যবসায়ীদিগের কারবার সুচারুরূপে চালিত না হওয়ায় তাহাদেরও অনেক ক্ষতি হইতেছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের গদী লুণ্ঠিত হওয়ারও আশংকা ছিল। একবার মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের গদী লুণ্ঠনও করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে শেঠগণ নবাবের সেনারক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা তজ্জন্য অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নবাব ক্রমাগত তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করায় জমীদারদিগের প্রতি আবওয়াব বা অতিরিক্ত কর স্থাপনে ইচ্ছুক হন, এবং তজ্জন্য জগৎশেঠেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাহার পর উক্ত কর স্থাপিত হইলে, জগৎশেঠের নিকট হইতে তাঁহাকে আর অধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। তথাপি সময়ে সময়ে যে অর্থের প্রয়োজন না হইত, এমন নহে। শেঠগণও তাহা প্রদানে পরাম্মুখ ছিলেন না। যাহা হউক, এইরূপে তাঁহাদের ভারের কিছু লাঘব হওয়ায়, শেঠগণ আপনাদের কার্যপরিচালনের কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহাদের কারবার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে অনেক জমীদারের ধনসম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, তাহাদিগকে রাজস্ব গ্রহণে ও অন্যান্য কার্যের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগৎশেঠের গদী ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। কাজেই তাঁহাদিগের শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। শেঠেরাও তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া রীতিমত সুদ গ্রহণ করায় তাঁহাদের কারবার দিন দিন বর্ধিত হারেই চলিতে থাকে। তদ্ভিন্ন সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকগণের নানা প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। দেশীয় কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, শিখ ব্যবসায়িগণ ব্যতীত, তাতার ও মোগলগণ এবং ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, আর্মেনীয়গণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া নানাবিধ বাণিজ্যে লিপ্ত হইত। বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছিল। ইংরেজদিগের কলিকাতা, ফরাসীদিগের চন্দননগর, ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া, দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর ও আর্মেনীয়দের সৈদাবাদ প্রধান স্থান ছিল। তদ্ভিন্ন, কাশীমবাজার, পাটনা, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন কুঠী স্থাপিত হয়: এই সমস্ত বাণিজ্যের মধ্যে রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে তুতের ও কার্পাসের

চাষ নষ্ট হওয়ায় ব্যবসায়ের যারপরনাই ক্ষতি হয়। কৃষকদিগকে পুনর্বার চাষের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে দাদন দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেই জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায়, তাঁহাদিগকে শেঠদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে শেঠদিগের কারবার দিন দিন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে থাকে। তাঁহাদের গদীতে বার কোটি টাকার কারবার চলিতেছিল। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের সরবরাহ করিতেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, নবাব আলিবর্দী খাঁ অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ রাজস্ব সম্বন্ধে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, জগৎশেঠের ও নবাবের অন্যান্য প্রধান কর্মচারিবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ, রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। নবাব তাঁহাদের সহিত দুই ঘণ্টাকাল এই সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ করিতেন।* প্রত্যহই ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে জগৎশেঠের কিরূপ সংস্রব ছিল। প্রাত্যহিক কার্য ব্যতীত নবাব সময়ান্তরেও অনেক বিষয়ে জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং নবাব-দরবারে চিরদিনই শেঠদিগের সমভাবে সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত করিয়া নবাব জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তভাবে কাটাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। যদিও বাহিরের অশান্তি নির্বাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার সংসার মধ্যে ঘোরতর অশান্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে স্বকীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা ঘোরতর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়া নবাবের সংসারকে ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসিটি বেগম সিরাজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ ও তাঁহার পরিবারবর্গও সিরাজের সিংহাসনপ্রাপ্তির বিরোধী হইয়া উঠেন। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিবার কিছু পূর্বে মুর্শিদাবাদে একটি শোচনীয় ব্যাপার

* "The learned men being departed, the chiefs of offices, the general intelligencers, and the rich banker Djagat-seat with some others, attended, and read or mentioned the news of every part of Hindia, or they reported such statements and revenue matters, as had remained from the morning audience; and this second audience likewise took up two full hours." (Mutaqherin, Vol. I, p. 687).

সংঘটিত হয়। হোসেনকুলী খাঁর হত্যাকেই আমরা সেই ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ-করিতেছি। হোসেনকুলী ঢাকার নায়েব সুবা নবাবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর সহকারী ছিলেন। তাঁহার সহিত নওয়াজেসের পত্নী ঘসিটি বেগম ও সিরাজের মাতা আমিনা বেগমের অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হওয়ায়, আলিবর্দী খাঁর বেগমের পরামর্শে সিরাজ তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন। সিরাজের আদেশে হোসেনকুলী নিহত হন। হোসেনকুলীর হত্যায় অনেকে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহাকে সিরাজের একটি গুরুতর কলঙ্ক বলিয়া মনে করি না। কারণ, তিনি স্বীয় জননীর ধর্মধ্বংসকারীকে হত্যা করিয়া আপনার পরিবারকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আলিবর্দী খাঁর মহীয়সী বেগম তাহাতে তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দীরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না।

অনেকে বিশেষতঃ নবাবের পরিবারস্থ সকলে সিরাজের প্রতি বিরক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হয়। অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার প্রারম্ভেই নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাহারই কিছু পরে সৈয়দ আহম্মদ খাঁও তাঁহার অনুসরণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে অধীর হইয়া নবাব স্বয়ংও পীড়িত হইয়া পড়েন; ক্রমে তিনি শোথ রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিলে, নবাব চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করেন। অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার মাতার সমাধিক্ষেত্র খোসবাগে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি তথায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গরাজ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। যিনি মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গরাজ্যকে রক্ষা করিয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ যে শোকাচ্ছন্ন হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শেঠগণও আপনাদের একমাত্র সহায় হারাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, নবাব আলিবর্দী খাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত, এই কথা প্রচারিত হইলে, রাজধানীর প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন যে, সিরাজের হস্তের সহিত তাঁহাদের হস্ত মিলাইয়া নবাব সিরাজকে তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান। কিন্তু নবাব ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর, যদি সিরাজকে তাহার মাতামহীর সহিত তিন দিন সদ্ভাবে কাটাইতে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমরা বা অপর যে কেহ আপনাদের জন্য কিছু আশা করিতে পার।"* অবশ্য এই প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে জগৎ-

* "It is reported that on it becoming public that Aly-verdy-Khan was drawing to his end, some of the principal persons of

শেঠও ছিলেন। আমরা মুতাক্ষরীণকারের এরূপ উক্তির মর্ম বুঝিতে পারি নাই। কারণ আমরা জানিতে পারি যে, নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে মৃত্যুকালে অনেক উপদেশ দিয়া যান। তিনি তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন। তাহার পর ইংরেজদিগের সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া যান। অতএব তিনি যে সিরাজউদ্দৌলাকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করিতেন, ইহা আমাদের মনে হয় না। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, সিরাজ তিন দিন কেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার মাতামহীর উপদেশে চালিত হইয়াছিলেন। মাতামহীর সহিত কখনও তাঁহার অসদ্ভাব ঘটে নাই। সেই জন্য মুতাক্ষরীণ-কারের উক্তি জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্তিতে সিরাজের প্রকৃত চরিত্র বুঝা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ অনেক স্থানেই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে মৃত্যুর পূর্বে ইংরেজদিগের সম্বন্ধে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার মর্ম প্রদান করিতেছি। কারণ, সেই উপদেশের জন্যই সিরাজের সহিত ইংরেজ-দিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং সেই বিবাদে জগৎশেঠ প্রভৃতি লিপ্ত হইয়া বাঙ্গালার এক শোচনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। সুতরাং পরবর্তী অধ্যায় বিশদভাবে বুঝিবার জন্য এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদত্ত হইতেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এইরূপ বলিয়া যান যে, ইংরেজদিগের ক্ষমতা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তুমি প্রথমে তাহাদিগকে দমন করিবে। ইংরেজদিগকে দমন করিতে পারিলে, অন্যান্য ইউরোপীয়েরা তোমাকে আর অধিক কষ্ট প্রদান করিবে না। তাহাদিগকে কুঠি নির্মাণ করিতে বা সেনা রাখিতে দিও না। তাহা করিতে দিলে তোমার রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না। ঈশ্বর আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলে আমি তোমাকে নিরাপদ করিয়া যাইতাম। ইংরেজ-দিগকে দমন করিবে। তাহাদের অভিসন্ধি হইতে বুঝা যাইতেছে, তোমার রাজ্য বিপদসঙ্কুল হইবে। তাহারা অল্পদিন হইল আঙ্গিরিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তোমার রাজ্যেরও সেইরূপ দশা করিবে। তাহারা আমাদের সঙ্গে কেবল অর্থের জন্য যুদ্ধ করে, ন্যায়ের জন্য নহে। ইউরোপীয়গণ এখানে কেবল ধনলাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের রাজাদের মধ্যে

the city, fearful of what might happen after his decease, requested to be recommended to Seraj-ed-daulah, by putting their hand within his; the old man smiled at the request, and said, '*if you perceive after my death that he has been for three days together upon good terms with his grand-mother, then you as any others may have a chance for yourselves,*' so well did he know the man's character." (Mutaqherin Vol. I, p. 682).

বিবাদের ভাণ করিয়া বাদসাহের রাজ্য অধিকার ও অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি বণ্টন করিয়া লয়। রাজ্য ও ধনলিপ্সা খৃষ্টানদিগের অন্তরের সামগ্রী, এবং প্রাচ্যদেশে তাহাদের কার্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরের কোনরূপ নীতি তাহারা মান্য করিয়া চলে না। তাহারা অনন্ত জীবন বা আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করে না। তাহারা যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিশ্বাস করার ভাণ করে, তাহারই বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে। তুমি ইংরেজদিগকে দাসানুদাসের অবস্থায় পরিণত করিবে। তুমি কদাচ তাহাদিগকে কুঠি নির্মাণ করিতে বা সৈন্য রাখিতে দিবে না। সেরূপ করিতে দিলে তোমার রাজ্য তোমার থাকিবে না—তাহাদেরই হইবে। যাহারা আপনাদিগের উল্লিখিত ঐশ্বরিক নিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষমতা ও কৌশল চালনা করিতেছে, তাহাদিগকে কেবল বলের দ্বারাই দমন রাখিতে হইবে।"*

সিরাজউদ্দৌলা এই উপদেশানুসারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ইংরেজ-

* "My son, the power of the English is great; reduce them first; when that is done, the other European nations will give you little trouble. Suffer them not to have factories or soldiers; if you do, the country is not yours. I would have freed you from this task, if God had lengthened out my days.---The work, my son, must now be yours. Reduce the English first; if I read their designs aright, your dominions will be most in danger from them. They have lately conquered Angria, and possessed themselves of his country and his riches. They mean to do the same thing to you; they make not war among us for justice, but for money. It is their object; all the Europeans come here to enrich themselves; and, on pretence of private contests between their kings, they have seized the country of the King, and divided the goods of his people between them. Love of dominion, and gold, hath laid fast hold of the souls of the Christians, and their actions have proclaimed over all the East, how little they regard the express precepts they have received from God. They believe not that life and immortality which is brought to light by their revelation. They act in defiance of the good principles they would pretend to believe. My son, reduce the English to the condition of slaves, and suffer them not to have factories, or soldiers; if you do, the country will be theirs, not your's. They who, we see, are every day using all their policy, and their power, against what they themselves say is the law of the most high, are only to be restrained by force." (An Enquiry into our National conduct to other countries).

দিগের সহিত তাঁহার বিবাদারম্ভ হয়। জগৎশেঠ প্রভৃতিও সেই বিবাদে যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নবম অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

বাঙ্গলার আদর্শ নবাব আলিবর্দী খাঁর দেহত্যাগের পর সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আলিবর্দীর জীবিতকালেই সিরাজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতেছিল। আলিবর্দী সিরাজকে স্বকীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেও তদীয় পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ মসনদের দাবী করিতেছিলেন। ঘসিটি বেগম নিজ পোষ্যপুত্র সিরাজের সহোদর এক্রামউদ্দৌলার শিশুপুত্র মোরাদউদ্দৌলাকে লইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর, রাজবল্লভ তাঁহারই পদে নিযুক্ত হন, তৎপূর্বে তিনি হোসেনের সহকারী ছিলেন। অপরদিকে সৈয়দ আহম্মদের পুত্র সওকৎজঙ্গ আপনাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার প্রকৃত অধিকারী মনে করিয়া দিল্লী দরবার হইতে সনন্দ আনয়নের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। জগৎশেঠ প্রভৃতি গোপনে তাঁহার সাহায্য করিতে থাকেন। সিরাজ এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিপ্লবকে বিকলাঙ্গ করিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অবশেষে যে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন হয়, তাহাতেই তিনি একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া অল্প কালের মধ্যে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদই সেই ষড়যন্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন। মীরজাফর ও ইংরেজ বণিক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া উক্ত অমোঘ ষড়যন্ত্র চালিত করিয়াছিলেন। আজিও তাহার বিভীষিকাময় চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা ও কলঙ্কের কাহিনী জগতে প্রচার করিতেছে। ক্রমে তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে এবং কি জন্য জগৎশেঠ এই ঘৃণিত ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন, আমরা তাহারও আলোচনা করিতেছি।

মসনদে আরোহণ করার অব্যবহিত পরেই সিরাজউদ্দৌলা ঘসিটি বেগমের আবাসস্থান মোতিঝিল আক্রমণ করিয়া বসেন। ঘসিটি মোরাদউদ্দৌলার জন্য মুর্শিদাবাদ মসনদের দাবী ও তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের সাহায্যে ষড়যন্ত্রের আয়োজন করায়, সিরাজ বাধ্য হইয়া মোতিঝিল আক্রমণ করিতে

আদেশ দেন। তৎপূর্বে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ বা কৃষ্ণদাস সপরিবারে আপনাদের যথাসর্বস্ব লইয়া কলিকাতায় ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হন। ঘসিটি বেগম যে সমস্ত সৈন্যকে অর্থদানে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই অগ্রে পলায়ন করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়পাত্র ও সেনাপতি মীর নজর আলি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সিরাজের সৈন্যদিগকে বাধা দিতে উদ্যত হন। নজর আলিরই পরামর্শে ঘসিটি সিরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজের সৈন্যগণ যখন উদ্যমসহকারে মোতিঝিল আক্রমণ করে, তখন নজর আলি জীবন ও সম্মান রক্ষার জন্য সিরাজের সেনাপতি দোস্তমহম্মদ খাঁ ও রহিম খাঁকে অনেক পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। ঘসিটি বেগম বন্দী হইয়া মোতিঝিল হইতে অপসারিত হন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সিরাজের হস্তগত হয়। ঘসিটির স্বামী নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ নির্জনবাসের জন্য মোতিঝিল প্রাসাদ ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাহা সিরাজেরই হস্তগত হয়।

রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পূর্বে কলিকাতায় ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হন, একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষের নিকট তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়া পাঠান। চরাধিপতি রামরাম সিংহের ভ্রাতা নারায়ণ সিংহ উক্ত পত্র লইয়া ছদ্মবেশে কলিকাতায় উপস্থিত হন। কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী আমীরচাঁদ বা আমীনচাঁদের বাটীতে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আমীরচাঁদ সাধারণতঃ উমিচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি একজন পঞ্জাবী মহাজন ছিলেন। আমীরচাঁদ নিজে একজন প্রধান ব্যবসায়ী হইলেও কলিকাতায় জগৎশেঠদিগের প্রতিনিধিস্বরূপেও কার্য করিতেন। ইঁহারই আশ্রয়ে কৃষ্ণদাস সপরিবারে অবস্থিতি করেন; আমীরচাঁদের সহিত কলিকাতার ইংরেজ দরবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, তিনি নারায়ণ সিংহকে দরবারের কর্মচারিগণের নিকট লইয়া গেলে, তাঁহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, অথবা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। নারায়ণ সিংহ একরূপ অবমানিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি নবাবকে সমস্ত কথা অবগত করাইলে, নবাব গৃহবিবাদের জন্য আপাততঃ ক্রোধ সংবরণ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর তিনি চরাধিপতির নিকট হইতে সংবাদ পান যে, ইংরেজেরা কলিকাতায় দুর্গপ্রাচীরের স্থানে স্থানে সংস্কার ও নূতন প্রাকারাদি নির্মাণ করিতেছেন। সিরাজউদ্দৌলা আলিবর্দী খাঁর অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া, ইংরেজদিগকে দুর্গসংস্কার করিতে ও নূতন প্রাকারাণি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। সেই সময়ে তিনি সওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজমহলের নিকট উপস্থিত হইলে তথায় কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে পত্র পাইলেন যে, নূতন প্রাকার নির্মাণ করার কথা মিথ্যা; ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনায় নদীতীরস্থ

পোস্তাবন্দীর স্থানে স্থানে সংস্কার হইতেছে মাত্র। নবাব ইংরেজ অধ্যক্ষের একথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পূর্বে কৃষ্ণদাসকে প্রেরণ না করায়, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার ইংরেজদিগের এই উত্তরটি চাতুরী মনে করিয়া নবাব পূর্ণিয়া যাত্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন ও ইংরেজদিগের কাশীম-বাজারস্থ কুঠী অবরোধের জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন।

কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠী বিশেষরূপ সুরক্ষিত ছিল না। অন্যান্য কুঠীর ন্যায়ই ইহা অবস্থিত ছিল। ইহার প্রাকারাদি দুর্ভেদ্য বা ইহাতে কোন পরিখাই ছিল না; কিন্তু ইহা কামান দ্বারা সুসজ্জিত থাকায়, সহসা শত্রু-পক্ষের হস্তগত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এ সময়ে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই ইহার রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা নামমাত্র ছিল। প্রথমে নবাবের প্রেরিত তিন সহস্র সৈন্য কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলে। তাহার পর নবাব স্বয়ং অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। কুঠী আক্রান্ত হইলে, আপনা-দের অশেষ প্রকার দুর্গতি হইবে বুঝিতে পারিয়া, কাশীমবাজার কুঠীর তদা-নীন্তন অধ্যক্ষ ওয়াটস্ সাহেব দেওয়ান দুর্লভরামের সহিত আপনাদের নিষ্কৃতির মন্ত্রণা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হন। নবাব কাশীমবাজারে আসিয়াই ওয়াট্‌সকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেন। ওয়াট্‌স দুর্লভরামের অভয়বাণী না পাওয়ায় নবাবের নিকট গমন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি প্রথমে ডাক্তার ফোর্থ সাহেবকে কুঠীর বাহিরে পাঠাই লেন। ফোর্থ সাহেব নবাবের একজন কর্মচারীর সহিত প্রত্যাগত হইয়া ওয়াট্‌সকে অভয়বাণীর কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি সর্বাগ্রে দুর্লভরামের শিবিরে গমন করেন। দুর্লভরাম তাঁহাকে লইয়া নবাবের নিকট উপস্থিত হন ও ওয়াট্‌সকে নবাবের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। নবাব তাঁহাকে যারপরনাই ভর্ৎসনা করিয়া, অন্য এক শিবিরে লইয়া যাইতে আদেশ দেন। তথায় এক মুচলিকা পত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হয়। মুচলিকা পত্রে লিখিত থাকে যে, ইংরেজেরা কলিকাতার নবনির্মিত দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন এবং সরকারের পলায়িত প্রজাবৃন্দকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানীর বাণিজ্য সনন্দের দোহাই দিয়া অপরাপর ব্যবসায়িগণের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের জন্য সরকারের যে ক্ষতি হইয়াছে, কোম্পানী তৎসমুদয় পূরণ করিয়া দিবেন এবং কলিকাতার জমীদার হলওয়েল সাহেবের ক্ষমতা হ্রাস করিতে হইবে। ওয়াটসের সহকারী কলেট ও ব্যাট্‌সনও উক্ত মুচলিকায় স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। পরদিবস তাঁহাদিগকে কুঠী সমর্পণ করিতে হয়। কুঠীর সেনাপতি ইলিয়ট্ সাহেব অভিমানে আত্মহত্যা করেন। সৈন্যগণ বন্দী-অবস্থায় মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয়। কর্মচারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং কেহ কেহ বা মুক্তি-

লাভও করিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই সময়ে কাশীমবাজারের কুঠীতে কেরাণীর কার্য করিতেন, তিনি প্রথমে বন্দী হইয়া, পরে ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ভিনেট সাহেবের জামিনে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদেই থাকিয়া গোপনে দরবারের সংবাদ কলিকাতা হইতে পলায়িত ইংরেজদিগকে প্রদান করায় তাঁহার প্রতি নবাবের সন্দেহ উপস্থিত হয়। হেষ্টিংস নবাবের ভয়ে ভীত হইয়া, মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং প্রথমে কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কান্তবাবু সে সময়ে একজন সামান্য গৃহস্থ মাত্র ছিলেন। তিনি কাশীমবাজার কুঠীতে রেশমের সরবরাহ করিতেন। হেষ্টিংসকে তিনি গোপনে আশ্রয় দিয়া পরে তাঁহাকে তথা হইতে বিদায় করিয়া দেন। ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপে হেষ্টিংস কান্তবাবুকে আপনার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অগাধ অম্পত্তির অধীশ্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কাশীমবাজার অবরোধের পর নবাব কলিকাতা আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। কলিকাতার আক্রমণ হইতে ক্ষান্ত হওয়ার জন্য অনেকে নবাবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তম্মধ্যে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদই প্রধান। জগৎশেঠদিগের সহিত ইউরোপীয় বণিকগণের যে বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরেজ কোম্পানী সর্বদাই ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য জগৎশেঠদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন এবং রাজকোপে পতিত হইলে, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের আশ্রয়ও লইতেন। মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ ইংরেজদিগের প্রতি ক্রোধসংবরণের জন্য নবাবকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কোম্পানীর অনিষ্ট হইলে, রাজ্যমধ্যে যে ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে, তাহাও অবগত করাইতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই, তাঁহারা ইংরেজদিগকে শান্ত ও নিরীহ জাতি বলিয়াও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে উঁহারা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না।* তিনি নানা কারণে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার আদেশের অবমাননা করায়, তিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিতে কৃত-

"But Seat Mootabray and Roop Chand the sons of the banker Jaggut Seat who had succeeded to the wealth and employment of their father and derived great advantages from the European trade in the province, ventured to represent the English as a colony of inoffensive and useful merchants, and earnestly entreated the Nabab to moderate his resentment against them; but their remonstrances were vain." Orme, Vol. II.

সংকল্প হইলেন। তজ্জন্য অবিলম্বে কলিকাতা আক্রমণের আয়োজন হইতে লাগিল। কাশীমবাজার অবরোধ ও কলিকাতা আক্রমণের আয়োজন শুনিয়া, কলিকাতাস্থ কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবকে ক্ষান্ত হওয়ার জন্য ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনের কথা জানাইয়া প্রত্যহই ওয়াট্‌স সাহেবকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। হুগলীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী খোজাওয়াজিদ স্বয়ং মধ্যস্থ হওয়ার কথা নবাবকে অবগত করাইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে তাঁহার প্রতি অবমাননা প্রকাশের কথা উল্লেখ করিয়া পাঠান, ও মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর সময়ে ইংরেজেরা যেরূপ অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই প্রদান করিবেন না বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইংরেজেরা নূতন দুর্গ বা প্রাকারাদি নির্মাণ করিয়া আপনাদিগকে অজেয় করিয়া তুলিতেছেন। সেইজন্য তাঁহাদিগকে দমন করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য কাহারও অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সর্বদাই মাতামহের অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিতেন। ফলতঃ নবাব কলিকাতার দিকে অগ্রসর হওয়ার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ওয়াটস্‌ ও কলেট সাহেবদ্বয়কে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য আদেশ দিলেন।*

কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্মচারিগণ যখন অবগত হইলেন যে, নবাব কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছেন না এবং সত্বরই কলিকাতা আক্রমণ করিবেন, তখন তাঁহারা সে আক্রমণে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে আপনাদিগের সাহায্যের জন্য সৈন্য ও লোকজন চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সে সমস্ত সৈন্য বা লোকজন যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অগত্যা তাঁহারা চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ও চন্দননগরের ফরাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ফরাসীরা তাঁহাদিগকে চন্দননগরে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনাদিগের যে কিছু লোক-জন ছিল, তাহা লইয়াই কলিকাতা রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমস্ত লোক-জনের মধ্যে শিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিশেষতঃ ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় থাকায় তাঁহারা দেশীয় সৈনিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এ সমস্ত সৈন্যের অধিকাংশের প্রতি তাঁহারা

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বিবি ওয়াটসের অনুরোধে সিরাজের মাতা বা মাতামহী ওয়াট্‌স ও কলেট সাহেবের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারা নামে মুক্তিলাভ করিলেও সিরাজের আদেশে তাঁহার সহিত কলিকাতায় যাইতে বাধ্য হন।

বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।* সে যাহা হউক কোনরূপে আপনাদের আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কোম্পানীর কর্ম-চারিগণ কলিকাতার নিকটস্থ টানা নামক স্থানের নবাব-দুর্গ হস্তগত করার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইলে, তাঁহারা তথায় কিছুকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা টানা দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। এদিকে কলিকাতার অধিবাসি-গণের মধ্যে যাহাদের প্রতি কোম্পানীর কর্মচারিগণের সন্দেহ ঘটিয়াছিল, তাহাদিগকে তাঁহারা বন্দী-অবস্থায় রাখাই স্থির করিলেন। সেইজন্য কৃষ্ণদাস ও আমীরচাঁদ বন্দী হইলেন। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ কতক নবাবের আক্রমণের ভয়ে, কতক বা কোম্পানী কর্তৃক বন্দী হওয়ার ভয়ে, কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীরা অনন্যোপায় হইয়া কোম্পানীর দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। অচিরে কলিকাতা নগরী জনশূন্য হইয়া পড়িল।

নবাবসৈন্য কলিকাতার সমীপস্থ হইয়া প্রথমে বাগবাজারের নিকট উপস্থিত হয়। তথায় পেরিং নামক প্রাকার ও তন্নিকটস্থ স্থানের সেতু রক্ষার জন্য নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে বাধা প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। পরদিন প্রাতঃ-কালে বিপুল নবাব-বাহিনী পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের অরক্ষিত স্থান দিয়া কলিকাতা মধ্যে প্রবেশ করিয়া কলিকাতা অধিকার করিয়া বসিল ও দুর্গের দিকে ধাবিত হইল। ক্রমে সমস্ত নবাব সৈন্য মহারাষ্ট্রীয় খাত অতিক্রম করিয়া, নগরে প্রবেশ করে। দুর্গের বাহিরে যে সকল তোপমঞ্চ স্থাপন করিয়া ইংরেজেরা নবাব-সৈন্যের বাধা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অধিকক্ষণ অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। কাজেই সকলেই দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পেরিং প্রাকার হইতেও সৈন্যেরা আসিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর কলিকাতা রক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা দুর্গ-রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু নবাবের বিপুল বাহিনীর হস্ত হইতে তাহারও উদ্ধার করা অসম্ভব মনে করিয়া, তাঁহারা ইংরেজ মহিলাদিগকে নৌকাযোগে জাহাজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গী নৌকায় আরোহণ করিয়া মহিলারা প্রাণভয়ে পলায়নপরা হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কোন কোন ইংরেজ পুরুষও প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবই প্রধান। পলায়িত ইংরেজেরা ফলতাস্থ জাহাজে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ড্রেক সাহেবের পলায়নের

* কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীর এই সময়ের সৈন্যসংখ্যা বিশেষতঃ ইউরোপীয় সৈনিকের সংখ্যা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

পর কলিকাতার জমীদার হলওয়েল্ সাহেব দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বেগবতী স্রোতস্বিনীর নিকট তৃণগুচ্ছের ন্যায় বিপুল নবাব-বাহিনীর নিকট তাঁহার মুষ্টিমেয় সৈন্য কোথায় ভাসিয়া গেল। সেই অল্প-সংখ্যক সৈন্যের কতক হত ও কতক আহত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। এইরূপে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নবাবসৈন্যের করায়ত্ত হইল।

অপরাহ্ণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনাপতি ও অমাত্যবর্গসহ দুর্গে উপস্থিত হইলেন, এবং দরবারে সমাসীন হইয়া আমীর-চাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তাহার পর বন্দীদিগকে আশ্বাস দিয়া, তিনি সেনাপতি মাণিক-চাঁদের প্রতি দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। মাণিকচাঁদ রক্ষীদিগের প্রতি বন্দীগণকে যথাস্থানে স্থাপন করিতে আদেশ দিয়া, অন্যকার্যে ব্যাপৃত হইলেন। রক্ষীরা বন্দীদিগকে অবরুদ্ধ রাখার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ইংরেজেরা যে স্থানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেন, সেই অন্ধকূপ নামক ক্ষুদ্রায়তন গৃহ তাহাদের মনোনীত হইল। বন্দীগণ বাধ্য হইয়া সেই অন্ধকূপে প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আহত ও দুই একটি স্ত্রীলোকও ছিল। নিদাঘের দারুণ পিপাসায় সেই ক্ষুদ্রায়তন স্থানে অবরুদ্ধ থাকিয়া, বন্দী-দিগের মধ্যে কয়েকজন জীবন বিসর্জন দেয়। ইতিহাসে ইহাই অন্ধকূপ হত্যা নামে প্রসিদ্ধ। অন্ধকূপ হত্যাকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ একটি লোম হর্ষণ ব্যাপার বলিয়া চিত্রিত করিয়া জগতের সমক্ষে সিরাজউদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারই বা কি এবং ইহাতে সিরাজউদ্দৌলার কোন দোষ আছে কিনা, যাঁহারা ইহার প্রকৃত তথ্য আলোচনা করিবেন, তাঁহারা সকলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিবেন। অন্ধকূপহত্যার লোমহর্ষণত্ব প্রতিপাদনের বিষয় এই যে, অন্ধকূপের ন্যায় একটি ক্ষুদ্রায়তন গৃহে নিদাঘের রজনীতে এককালে অধিকসংখ্যক লোককে বলপূর্বক প্রবেশিত করায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিদারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ১৪৬ জন ইউরোপীয়কে প্রবেশ করান হয়। তন্মধ্যে ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল। কিন্তু অন্ধকূপের আয়তন এবং তাহাতে প্রবেশিত লোক-সংখ্যার সামঞ্জস্য নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সমস্ত বন্দীদিগকে যে ইউ-রোপীয় বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় না। কারণ তাঁহারা যে ১৪৬ জন ইউরোপীয়ের অন্ধকূপে অবরুদ্ধ থাকার কথা বলেন, ড্রেক সাহেব প্রভৃতির পলায়নের পর নবাব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে হতাহত ইউরোপীয়গণের সংখ্যা বাদে উক্ত-সংখ্যক ইউরোপীয় দুর্গে

মধ্যে ছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত ১৪৬ জনকে ইউরোপীয় ও দেশীয় লোকের সমষ্টি ধরিলেও অন্ধকূপে যে প্রকৃত প্রস্তাবে কত লোক বন্দী হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহাদের কথিত ১৪৬ জন লোকের মধ্যে যে কেবল ২৩ জন মাত্র জীবিত ছিল, এ উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া কঠিন। বস্তুতঃ অন্ধকূপহত্যা একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় না, এবং ইহাতে যে সিরাজউদ্দৌলার কোন দোষ ছিল না, ইহাও সত্য। কোন একটি যুদ্ধ বা দুর্গজয়ের পর বন্দী-দিগকে সুরক্ষিত স্থানে অবরুদ্ধ রাখা চিরন্তনী প্রথা। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। তবে গৃহের আয়তন ক্ষুদ্র ও লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া যদি এই ঘটনাকে লোমহর্ষণ বলিয়া চিত্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে, জগতের অনেক ক্ষুদ্র ব্যাপারই ঐরূপে চিত্রিত হইতে পারে। বিশেষতঃ গৃহের আয়তন ও লোকসংখ্যা সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করি-য়াছি। সুতরাং অন্ধকূপহত্যায় কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। যাঁহারা বন্দী-অবস্থায় নিদাঘের রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তাই বলিয়া যে অন্ধকূপহত্যাকে একটি লোম-হর্ষণ ব্যাপার বলিতে হইবে, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যুদ্ধে জয়লাভ ও দুর্গাধিকারের পর বিজয়ী পক্ষ পরাজিত পক্ষের লোকদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, এ ব্যাপারে তাহার অতিরিক্ত কোন কার্য হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহাকে লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিব কিরূপে? সিরাজউদ্দৌলা বন্দীদিগকে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকূপে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য কাহারও প্রতি আদেশ দেন নাই। সুতরাং এই বিষয়ে সিবাজ-উদ্দৌলার যে কোনই দোষ ছিল না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ফলতঃ অন্ধকূপহত্যা একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার নহে, এবং ইহার সহিত সিরাজ-উদ্দৌলার কোনই সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে বিনা দোষে কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

পরদিন প্রাতঃকালে নবাব বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করার আদেশ দিলেন। হলওয়েল সাহেব তিন জন সহচরসহ বন্দী-অবস্থায় সেনাপতি মীরজাফরের হস্তে ন্যস্ত হইলেন। মীরজাফর তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার নাম "আলি নগর" রাখিয়া সসৈন্যে মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের নিকট হইতে যথোপযুক্ত নজর গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। ওয়াট্স ও কলেট সাহেবদ্বয় এই সময়ে মুক্তিলাভ করেন। তৎকালে হলওয়েল প্রভৃতি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করায় সে সময়ে অব্যাহতি পান নাই। নবাব

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। মুর্শিদাবাদ-যাত্রার পূর্বে নবাব ইংরেজদিগকে কলিকাতায় পুনঃ প্রবেশের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু জনৈক মত্ত সার্জেন্ট একজন মুসলমানকে নিহত করায়, ইউরোপীয়গণের কলিকাতা প্রবেশের অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়। অবশিষ্ট ইংরেজেরা পলায়ন করিয়া ক্রমে ফলতায় উপস্থিত হইলেন, এবং জাহাজস্থিত ইংরেজদিগের সহিত যোগদান করিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। নবাবও যথাসময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর দম্ভ চূর্ণ করিয়া আপাততঃ কিছুকালের জন্য শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন।

দশম অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে, কলিকাতা আক্রমণের পর সিরাজউদ্দৌলা কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় তিনি কোনও কার্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সর্বপ্রধান কার্যটি অবশিষ্ট ছিল, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে বিশেষরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কার্যটি সওকৎজঙ্গকে দমন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কলিকাতা আক্রমণের পর হইতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা আপনার ক্ষমতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি দিন দিন নিজ প্রভুত্ব বিস্তারেরই প্রয়াসী হন। পূর্ব হইতে তিনি নানা কারণে পূর্বতন কর্মচারিবর্গের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ব্যক্তিগণকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রাচীন কর্মচারিবর্গের মনে অসন্তোষের বীজ উপ্ত হয়। নবাব তাঁহাদের সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের প্রতি কটূক্তিও প্রয়োগ করিতেন। কেবল কর্মচারী বলিয়া নহে, অনেক সম্ভ্রান্ত লোককেও তাঁহার কর্কশ বাক্য সহ্য করিতে হইত। তাঁহাদের মধ্যে জগৎশেঠও অন্যতম বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন।* কেবল কর্কশ বাক্য প্রয়োগ নহে, নবাব জগৎশেঠকে যারপর-

* "And it was after making so insulting a choice, that he went on disobliging and shocking his principal Commanders, such as Mir-djaafer-qhan, and Rehem-qhan, and especially Omer-qhan,

নাই অবমানিত করিয়াছিলেন বলিয়া তৎকালীন কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে এইরূপ জানা যায় যে, সওকৎজঙ্গ বাদসাহ কর্তৃক বাঙ্গালার নবাবীর সনন্দ লাভ করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, নবাব সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং স্বয়ং সনন্দ পান নাই বলিয়া জগৎশেঠকে অত্যন্ত তিরস্কার করেন। কেবল তাহাই নহে, তজ্জন্য তাঁহাকে বণিকদিগের নিকট হইতে তিন কোটি টাকা নজর আদায়ের আদেশ দেন। জগৎশেঠ উৎপীড়িত লোকদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ সুকঠিন বলিয়া প্রকাশ করায়, নবাব তাঁহার মুখমণ্ডলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। সেনাপতি মীরজাফর প্রভৃতি ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জগৎশেঠের কারামোচনের জন্য নবাবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নবাব তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করায় তাঁহারা বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ না পাওয়া পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে অসম্মত হন।* বলা বাহুল্য ইহার পর জগৎশেঠ

an old officer, whose two sons, Selabat-qhan, and Dilir-qhan were soldiers of merit, and as well as of old standing. He ill used Radja Doullobram also, as well as many others, all Commanders of character, all deserving the utmost regard, and all thoroughly estranged from him by his harsh language, and his shocking behaviour; nor were the principal citizens of Moorshoodabad better used, Djagat-seat especially. All these were tired of living under such an administration and wished no better than to be rid of such a government, by Seradj-ed-doulah's death; so that whenever they chanced to perceive any appearance of discontent anywhere, or any hatred against the present Government, they would send secret messages to the party, with exhortations to contrive some mode of deliverance; under promise of their being heartily and effectually supported. Mir-djaafer-qhan, as the most considerable and the most injured of the malcontents was the foremost amongst them. Djagat-seat had underhand promised to support him vigorously, and they formed together a confederacy" (Mutaqherin).

* "Yesterday came advices from Mr. Forth of the 2nd instant that by letters from Mr. Bisdom from Cassimbazar, of the 31st ultimo, of which the contents Mr. Bisdom desired him to communicate, he is informed that the Nabob of Pyrnea was appointed by the King, Nabob of Bengal; that he was joined by another considerable Raja and that he had begun hostilities and taken about 200 boats; that upon news of this Surajed Dowla

অবশ্যই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে নবাব এই অসদ্ব্যবহারের জন্য জগৎশেঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। আমরা সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণে এই সময়ে জগৎশেঠের প্রতি কটু ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন গুরুতর অবমাননার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। পরন্তু ইহার পর নবাবের সহিত জগৎশেঠের যেরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তাহাতে, সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠের প্রতি ঐরূপ অত্যাচার করিলে, তিনি যে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন, ইহা কদাচ বিশ্বাস করা যায় না। সে যাহা হউক, সিরাজউদ্দৌলা যে এই সময়ে প্রধান কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জগৎশেঠ সম্বন্ধে আমরা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। সিরাজউদ্দৌলার এইরূপ অসদ্ব্যবহারের কারণ আমরা পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। এই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি সিরাজউদ্দৌলার অসদ্ব্যবহার যে নিন্দনীয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু মনুষ্য সাধারণতঃ মনুষ্যই থাকে, দেবত্ব তাহাদের মধ্যে দুর্লভ বলিয়াই বোধ হয়। কেহ অপরের অনিষ্টাচরণের অভিপ্রায়ে তদীয় শত্রুপক্ষের সহিত যোগদানের আয়োজন করিলে, অবশ্য ঐ ব্যক্তি দেবতা হইলে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্য হইলে তাঁহার সহিত তিনি যে সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা মানবনীতির অনুমোদিত বলিয়া বোধ না। এ ক্ষেত্রে ইহার অতিরিক্ত যে কিছুই ঘটে নাই, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। তবে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে সকল বিষয়েরই ইতর বিশেষ ঘটিতে পারে। তাই বলিয়া সিরাজউদ্দৌলার এইরূপ ব্যবহার একেবারে সাধারণ মানবনীতির বহির্ভূত নহে।

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর হইতেই প্রধান প্রধান কর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোক সকল মুর্শিদাবাদের নবাবী সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনায়

had ordered Jaffer Alli Cawn and other principal officers to march with a force to oppose him, which they did, but returned on the 29th on account of a dispute between the Nabob and Juggerseat, in which the former reproached the latter for not getting a phirmaund and then ordered him to raise from the merchant three crore of rupees, but Juggerseat pleading the hardships of his already oppressed people received a blow on the face and was confined. Jafler Alli Cawn returning upon this went with other principal officers and insisted on Jugerseat being set at liberty, but were refused, on which they declared that they would not draw their swords in his service till he should be appointed Nabob by the King." "Consultations on on Board the Phœnix Schooner Fulta, September 5, 1765 (Long's *Records* p. 77).

প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা আলিবর্দীর রাজত্বে বিবিধ সুখসম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার পর অন্য যে কোন ব্যক্তির রাজত্বে, তাঁহারা কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। বিশেষতঃ নবীন যুবা সিরাজউদ্দৌলা নবাবী পদ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের যে নানাপ্রকার আশংকার উদয় হইয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার বিশেষ কি অপরাধ ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ নহি। অপরাধের মধ্যে তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই এই গুরুতর রাজ্যভার মস্তকে লইয়া মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়াছিলেন এবং যৌবন-সুলভ চপলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাও যে তাঁহার চরিত্র হইতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও চপলতার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া যে আর একজনকে তাঁহার আসনে বসাইতে হইবে, ইহার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। তবে সেই আয়োজন যদি স্বার্থ-প্রণোদিত না হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবের হইত, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য ছিল না। কর্মচারীদিগের স্বার্থসাধন যে এই আয়োজনের মূল ভিত্তি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সিরাজউদ্দৌলা অধস্তন কর্মচারীদিগকে উন্নীত করিতেছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টিই বা কার্য ইহা স্থির করা দুরূহ। তাঁহাদিগের পদমর্যাদা নষ্ট করা সিরাজের পদচ্যুতির কারণ, কি সিরাজের পদচ্যুতির চেষ্টা তাঁহাদের পদমর্যাদা হ্রাসের কারণ, ইহা বিশেষ-রূপ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহারা যাহাই ভাবুন না কেন, অথবা তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অনেক ঐতিহাসিক যাহা বলুন না কেন, সিরাজ কিন্তু আলিবর্দীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন; সুতরাং যাঁহাদের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার মূলে সত্যই থাকুক বা মিথ্যাই থাকুক, তাঁহাদিগের প্রতি কোন নীতিমতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। রাজনীতি ক্ষেত্রের ত কথাই নাই। এই স্বার্থ-সাধনোদ্যত কর্মচারিবর্গের সঙ্গে আর যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহা-দের মনে সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কা ব্যতীত আর কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেই অমূলক আশঙ্কার বশবর্তী হইয়া, যদি তাঁহারা স্বার্থপর কর্মচারিবর্গের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, সিরাজ-উদ্দৌলা কদাচ তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহা-দের প্রতি ব্যবহার যে রূঢ় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? জগৎশেঠের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার অসদ্ব্যবহারের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, উহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। সিরাজের প্রতি অমূলক আশঙ্কা করিয়া জগৎশেঠ স্বার্থপর কর্মচারিবর্গের সহিত যোগদান করায় এবং সিরাজ তাঁহাদের সকলেরই প্রতি সন্দিহান হওয়ায় জগৎশেঠের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিরাজের

ব্যবহারে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া যাঁহারা সিরাজের পদচ্যুতির জন্য ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার স্থানে যাঁহাকে তাঁহারা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি যে একেবারে অকর্ম্মণ্য, ইহা যে তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে। অথবা স্বার্থ দিগ্বিদিক দেখিবার অবসর পায় না। কর্মচারিবর্গ সিরাজউদ্দৌল্লাকে অপসারিত করিয়া, সওকংজঙ্গকে তাঁহার স্থানে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাইতে চাহিলে, জগৎ-শেঠও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। সিরাজউদ্দৌলার মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সেই অসদ্ব্যবহার যে কিরূপ গুরুতর, তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। সিরাজের প্রতি সকলে অসন্তুষ্ট হওয়ায় সওকৎজঙ্গকে তাঁহারা নবাবী পদে বরণ করিতে পারেন, এই আশ্বাসে সওকৎজঙ্গ দিল্লী দরবার হইতে সনন্দ আনাইবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উজীরও তাঁহাকে আশ্বাসসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা কদাচ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ সওকৎজঙ্গকে ফৌজদারী পদ পরিত্যাগ করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। সওকৎ-জঙ্গকে দমন করাই সিরাজউদ্দৌলা অবশ্য কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বনের প্রয়াসী, তাঁহাদিগের প্রতিও কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

সওকৎজঙ্গকে দমন করা আবশ্যক মনে করিয়া, সিরাজউদ্দৌলা তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাজা দুর্ল্লভরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাস-বিহারীকে পূর্ণিয়া প্রদেশের বীরনগর প্রভৃতির ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, সওকৎজঙ্গকে ফৌজদারী পদ পরিত্যাগ করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। সওকৎ-জঙ্গ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরের পত্রের উল্লেখ করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন যে, আমি বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সনন্দ পাইয়াছি, তুমি আমার নিকট আত্মীয় বলিয়া তোমার প্রাণবধের ইচ্ছা করি না; তুমি যে কোন স্থানে আশ্রয় লইতে পার, আমি তোমার ভরণপোষণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিব। তুমি অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিবে; রাজকোষ হইতে কপর্দকমাত্রও লইতে পারিবে না।

এই পত্র পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বর্ষান্তে সওকৎজঙ্গকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিলেন। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণের প্রতি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। মোহনলালের পরিচালিত একদল সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া অগ্রসর হইল। আর একদল সৈন্য লইয়া নবাব স্বয়ংই রাজমহলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিবর্গও যাত্রা করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। নবাব বাহিনী অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, সওকৎজঙ্গও সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিক কর্মচারিবর্গ পূর্ণিয়ার নিকট নবাবগঞ্জ নামক স্থানে সমবেত হইয়া

শিবির সন্নিবেশ করে। চারিদিকে সলিলবেষ্টিত একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থান করিয়া তাহারা বিপক্ষগণের গতিরোধে প্রবৃত্ত হয়। সৈন্য সমাবেশের পর সওকৎজঙ্গ তাহা পরিদর্শন না করায়, সৈন্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবশেষে শত্রুপক্ষ শিবিরের নিকটবর্তী হইলে, তিনি শিবিরে আগমন করেন। মোহনলাল মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি নবাবের প্রধান সেনাপতিবর্গ গোলাবৃষ্টি করিয়া সওকৎজঙ্গ ও তাঁহার সৈন্যদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলেন। শ্যামসুন্দর নামে একজন হিন্দু কায়স্থ সন্তান সওকৎজঙ্গের পক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে আত্মবিসর্জন দেন। সওকৎজঙ্গ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলে, কামানের সম্মুখে তাহাদের অগ্রসর হওয়া রণনীতির বিরুদ্ধ হইলেও তাহারা প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা মথিত হইতে থাকে। সওকৎজঙ্গের অপরাপর সৈন্যশ্রেণীরও ঐরূপ দুর্দশা ঘটে। সওকৎজঙ্গ নিজ সৈন্যের অবস্থা শুনিয়া, স্বয়ং হস্তি-পৃষ্ঠে অগ্রসর হইলে, একটি বন্দুকের গুলি তাঁহার ললাট ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, এবং তিনি তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। নবাবসৈন্য দুই একদিন অপেক্ষা করিয়া পূর্ণিয়াতে উপস্থিত হয়, এবং রাজা মোহনলাল সওকৎজঙ্গের ধন রত্নাদি অধিকার করিয়া, তদীয় পরিবারাদি সহ তৎসমুদায় মুর্শিদাবাদে পাঠইয়া দেন। তাহার পর তিনি পূর্ণিয়া প্রদেশের শাসনের ব্যবস্থা করেন। মোহনলাল স্বীয় পুত্রের প্রতি উক্ত প্রদেশের শাসনভার দিয়া, রাজমহলে সিরাজউদ্দৌলার নিকট উপস্থিত হন। মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। সওকৎ-জঙ্গের পতনে সিরাজ যারপরনাই আনন্দ লাভ করেন। কারণ তাঁহাকেই তিনি আপাততঃ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়াছিলেন। সিরাজ রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া, কিছুদিন মহানন্দে কাটাইতে লাগিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকারের পর বিতাড়িত ইংরেজগণ ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের কোম্পানী-কুঠীর কর্ম-চারিগণও তথায় আসিয়া, তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। নবাব যতদিন কলিকাতা বা তাহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত পলায়িত ইংরেজগণের রসদের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছিল; নবাব মুর্শিদাবাদে গমন করিলে, দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের আহার্য দ্রব্যাদির যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিল। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কাশীমবাজার অবরোধের পর কলিকাতার ইংরেজ কর্মচারিগণ বোম্বাই ও মাদ্রাজে সংবাদ প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। মাদ্রাজ হইতে প্রথমে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই ইংরেজেরা কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হইয়া, ফলতায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। তাঁহারাও আবার ফলতা হইতে মিস্টার ম্যানিংহামকে কলিকাতা আক্রমণের সংবাদদানের জন্য

মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। ম্যানিংহামের মুখে নবাবের কলিকাতা আক্রমণ ও কোম্পানীর কর্মচারিগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মাদ্রাজের অধ্যক্ষ ও সদস্যগণ যারপরনাই চিন্তিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা পরে পরামর্শ করিয়া এডমিরাল্ ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভকে যথোপযুক্ত সৈন্যসহ বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব দাক্ষিণাত্যে অনেক যুদ্ধে আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করায় তাঁহাদিগকেই পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হওয়ায়, ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকার, কলিকাতার পুনরুদ্ধার ও প্রয়োজন হইলে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ধাবিত হইয়া নবাবকে আক্রমণ করারও উপদেশ দেওয়া হয়। ক্লাইব নিজাম সলাবৎজঙ্গ, আর্কটের নবাব মহম্মদ আলি, ও মাদ্রাজের ইংরেজ অধ্যক্ষ মিস্টার পিগটের নিকট হইতে সিরাজউদ্দৌলার নামে তিনখানি পত্র লইয়া আসেন। তাহাতে ইংরেজদিগের সমস্ত ক্ষতিপূরণের জন্য নবাবকে অনুরোধ করা হয়। তাঁহারা যথাসময়ে ফলতায় উপস্থিত হইলে, ক্লাইব উক্ত পত্র তিনখানি মাণিকচাঁদের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সিরাজউদ্দৌলা মাণিকচাঁদের প্রতি কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। ফলতাস্থ ইংরেজগণ গোপনে মাণিকচাঁদের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। সে যাহা হউক, মাদ্রাজ হইতে ইংরেজ সৈন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়া মাণিকচাঁদ সসৈন্যে ফলতার দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে ইংরেজ সেনানীগণ জলপথে কলিকাতার দিকে যাত্রা করিয়া, বজবজ নামক স্থানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় নবাবের একটি দুর্গ ছিল, ইংরেজেরা উক্ত দুর্গ অধিকারের জন্য চেষ্টা করেন। মাণিকচাঁদ তাহাতে বাধা প্রদান করিতে গেলে, ইংরেজদিগের জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়। মাণিকচাঁদ হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একটি গোলা তাঁহার নিকট দিয়া চলিয়া যাওয়ায়, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং কলিকাতায় অল্প মাত্র সৈন্য রাখিয়া মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট উপস্থিত হন। ইংরেজেরা নিরুদ্বেগে বজবজ দুর্গ অধিকার করিয়া টানার নিকট আগমন করেন এবং তথাকার দুর্গও অধিকার করিয়া কলিকাতার নিকটে উপস্থিত হন। ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন: কিন্তু তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্বেই ইংরেজ জাহাজ সকল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়। দুর্গ হইতে জাহাজের প্রতি গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে, যখন জাহাজস্থ ইংরেজ কামান গর্জন করিয়া অবিরত গোলা উদ্গীরণ করিতে থাকে, তখন দুর্গরক্ষকেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কাপ্তেন কুট সর্বাগ্রে কতকগুলি সৈন্য লইয়া দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন। পরদিন এডমিরাল ওয়াটসন অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব ও অন্যান্য সদস্যকে কলিকাতার শাসনাধিকার প্রদান করেন। দুর্গমধ্যে কোম্পানীর মালপত্র সমস্তই পূর্ববৎ ছিল। নবাবসেনা তাহার কিছুমাত্র নষ্ট করে নাই।

ইংরেজেরা কলিকাতা পুনরাধিকার করিয়া যে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই জয়লাভে তাহারা তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের মনে প্রতিশোধের ইচ্ছাও বলবতী ছিল। কাজেই তাঁহারা কেবল কলিকাতা অধিকারে সন্তুষ্ট না হইয়া, নবাবের রাজ্যে আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসী হইলেন। সর্বপ্রথমে হুগলীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। মাণিকচাঁদের পলায়নের পর ও ইংরেজদিগের কলিকাতা অধিকারের পর হুগলীতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করার পূর্বে হুগলী অনায়াসে অধিকৃত হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ হুগলী অধিকারের জন্য প্রেরিত হইল। কাপ্তেন কুট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, হুগলী দুর্গ অধিকার করিলেন। পরে তিনি সসৈন্যে ব্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইয়া, তথাকার শস্যের গোলাদি নষ্ট করিয়া নবাব সৈন্যের আহার্যের অনিষ্ট সাধন করেন। এইরূপ প্রতিশোধ লইয়া ইংরেজেরা আপাততঃ শান্তভাব ধারণ করিলেন।

যৎকালে ইংরেজেরা হুগলী আক্রমণে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় সংবাদ আইসে যে, ইউরোপে, ফরাসী ও ইংরেজদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতাস্থ ইংরেজগণ ইহাতে চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, বঙ্গদেশীয় ফরাসীগণ যদি নবাবের সহিত যোগদান করে, তাহা হইলে, সেই মিলিত শত্রুকে পরাজিত করা সহজসাধ্য হইবে না। এই জন্য তাঁহারা নবাবের সহিত সন্ধির প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জগৎশেঠকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া, তাঁহার সহিত কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। ফলতায় অবস্থান কালে মেজর কিলপ্যাট্রিকের দ্বারা তাঁহারা জগৎশেঠকে নানা অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লেখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* এক্ষণে স্বয়ং ক্লাইব সাহেব জগৎ-শেঠকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের পত্র জগৎশেঠের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহারা হুগলী আক্রমণ করিয়া আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই জগৎশেঠ উত্তর দিলেন যে আপনারা বলপূর্বক কলিকাতা অধিকার করিয়া হুগলী পর্যন্ত ধাবিত হইয়াছেন, ইহাতে নবাব যে আপনাদের প্রতি কতদূর অসন্তুষ্ট, তাহা আপনারা নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক আমি আপনাদের ও দেশের কল্যাণের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনারাও এইরূপ কার্য

* "And advise the Major to write complimentary letters to Raja Manick Chand, Juggerscat, Coja Wazed and Raja Dewlap, which letters Omichand would get rendered into Persian and delivered with the originals." (Consultation on Board the Phœnix Schooner, Fulta August 22, 1756. Long's *Records* p. 76).

হইতে ক্ষান্ত রহিবেন।* কলিকাতা অধিকার ও হুগলী আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নবাব স্বয়ং আবার কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ নবাবকে সমস্ত বিষয় বুঝাইতে সাহসী না হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধি রণজিৎ রায়কে নবাবের সহিত পাঠাইলেন, এবং ক্লাইবের সহিত কথাবার্তা চালাইয়া উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিলেন। ক্লাইবও তাহার পর জগৎশেঠকে তাঁহাদের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার দুর্ব্যবহারের কথা অবগত করাইয়া পত্র লেখেন। তাহাতে আপনাদের গৌরবের কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই।* নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর হইতে

* "Your favour I have with great pleasure received and give due attention to the contents. You are pleased to say that the Nabob listens to what I may recommend, and hope I will exert myself for your good and the general benefit of the country. My business is that of a merchant, and probably what I may recommend that way he may give ear to. You have acted the very reverse part, and possessed yourselves of Calcutta by force, after which you have taken and destroyed the city of Hughley, and by all appearances you seem to have no design but that of fighting. In what manner then can I introduce an application for accomodating matters between the Nabob and you ? What your intentions are it is impossible to find out by these acts of hostility. Put a stop to this conduct and let me know what your demands are. You may then depend upon it I will use my interest with the Nabob to finish these troubles. How can you expect that the Nabob will pass by or overlook your conduct in pretending to take up arms against the Prince or Subah of the country. Weigh this within yourself." (Letter from Jagat Seth to Colonel Clive, dated 14 January 1757. *Bengal in 1756-57.* Hill, Vol. II. p. 104).

* "I have received the letter which you did me the honour to write and have communicated the contents to the Governor and Council of Calcutta.

It is with great pleasure I find you so ready to make use of your interest with the Nabob to come into terms of accommodation, and to settle the troubles of this country. It would be but repeating to you what you have heard from all mouths, the devastation and ruin committed by Seraja Dowla on the English. It would be unfolding a tale too horrible to repeat if I was to relate to you the horrid cruelties and barbarities inflicted upon an unfortunate people to whom the Nabob in a great part owes

আমীরচাঁদ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও নিজের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নবাবের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিলেন, এবং গোপনে ক্লাইব সাহেবের সহিত পত্র লেখালেখি আরম্ভ করিলেন। নবাবের কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কথা শুনিয়া ইংরেজেরাও বাধা প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন বঙ্গদেশে পৌঁছিয়াই নবাবকে শান্ত ও উত্তেজিত ভাবে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, নবাবও তাহার উপযুক্তমত উত্তর প্রদানে ত্রুটি করেন নাই। সে যাহা হউক, নবাব তাঁহাদের উদ্ধত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হওয়াই স্থির করেন, এবং মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া হুগলীর উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া ক্রমে

the riches and grandeur of his province. No less than 120 people, the greatest part of them gentlemen of family and distinction, being put to an ignominious death in one night and in such a manner as was quite inconsistent with the character of a man of courage or humanity such as I have always heard the Nabob represented to be, and for this reason I believe it must have been done without his knowledge. Under these circumstances how can you expect we should any longer defer our resentment. Did we not send many letters to the Nabob in expectation that he would have sent answers thereto and complied with our just demands? Did we not wait many days at Fulta without committing any hostilities? Did not the Governor of Budgbudge first declare war against the English by firing on the King's ships? What could we do but resent such treatment. Notwithstanding these just reasons of complaint you will find us ready to conclude such a Peace as I think both for the interest of the Nabob and of the Company, to which purpose I send you enclosed the proposals on which we are willing to treat. As you are a man of sense you will easily see the justice of our demands, and use your interest, with the Nabob to induce him to comply with them. In so doing you will get the name of a patriot and prevent the country from being made a scene of ruin and destruction. You should consider that the English are a great nation, and that a King reigns over them not inferior in power to the Padsha himself. What resentment will not His Imperial Majesty express when he comes to hear of the death of so many of his faithful subjects? You should likewise consider that the great commander of His Majesty's ships is sent to represent him in person, and that I have the same power, as the King of England's officer, and have my commission signed by

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজেরা কলিকাতার উত্তর দিকে কিছুদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। নবাবের অগ্রগামী সৈন্যেরা প্রথমে উপস্থিত হইলে, ইংরেজেরা আপনাদের শিবির হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করে। এ দিকে নবাব সমস্ত সৈন্য লইয়া কলিকাতা মধ্যে আমীরচাঁদের উদ্যানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। ফরাসীরা ইংরেজদিগকে অবগত করাইয়াছিলেন যে, ইউরোপে উভয়জাতির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বঙ্গদেশে তাঁহারা বন্ধুভাবে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে ইংরেজেরা বুঝিয়াছিলেন যে, নবাবের সহিত তাঁহাদের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলেও নবাবের বিপুলবাহিনীর কথা জ্ঞাত হইয়া ক্লাইব যে ভীত হন নাই এমন নহে। ইংরেজেরা প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ওয়াট্স ও স্ক্রাফটন নামক সাহেবদ্বয়কে দূতস্বরূপে নবাবশিবিরে পাঠাইলেন। নবাব প্রধান অমাত্যবর্গের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া দেওয়ান দুর্লভরামের শিবিরে সন্ধির বিষয় স্থির করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুমতি দেন। নবাবের নিকট উপস্থিত হওয়ার পূর্বে দুর্লভরাম তাঁহাদের নিকট গুপ্ত অস্ত্রাদি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখায়, তাঁহারা কিছু অসন্তুষ্ট হন। তাহার পর নবাবের আদেশে দুর্লভরামের শিবিরে যাইতে আদিষ্ট হইলে তাঁহারা একটু চিন্তিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে আমীরচাঁদ তাঁহাদিগকে গোপনে বলিয়া দেন যে, আপনারা সতর্ক হউন, নবাবের কামান এখনও পর্যন্ত আইসে নাই বলিয়া তিনি সময়ক্ষেপ করিতেছেন। সাহেবদ্বয় আপনাদের জীবনের আশঙ্কায় দুর্লভরামের শিবিরে গমন না করিয়া একেবারে তাঁহাদের নিজ শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব তাঁহাদের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া, রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্বেই নবাবশিবির আক্রমণ করার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ওয়াট্সন সাহেবকে আরও সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। সেই সমস্ত সৈন্য উপস্থিত হইলে, ক্লাইব শিক্ষিত সৈন্য লইয়া নবাবশিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং প্রভাত হওয়ার পূর্বেই গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। নবাব-সৈন্যেরা সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া প্রথমে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। তৎপরে অবশ্য তাহারাও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত

his own hand. I hope you will not think me vain in telling you that we have had as powerful enemies as the Nabob to deal with upon the Coast of Coromandel and been attended with success ; the like may happen here. However I hope the Nabob will not reduce us to cruel necessity of trying our strength, for after all success depends upon God alone, who will aid and assist the injured." (Letter from Colonel Clive to Seth Mahtab Rai and Maharaja Swarup Chand, dated 31 January 1757. *Bengal in 1756-57,* Hill, pp. 124-25).

হয়। প্রভাত হইলেও চারিদিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকায় উভয়পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরকে উত্তমরূপে দেখিতে না পাওয়ায় কোন পক্ষই বিশেষরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ক্লাইব অধিকক্ষণ যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সৈন্যদিগকে দুর্গাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য আদেশ দেন। সূর্যোদয়ে দৃষ্ট হইল যে, ইংরেজসৈন্য দুর্গাভিমুখে যাইতেছে এবং নবাবসৈন্য তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। এই আকস্মিক যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হইয়াছিল, কাজেই উভয়পক্ষকেই সন্ধির জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। নবাব ক্লাইবের এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে ভীত ও চিন্তিত হন, এবং তাঁহার সৈনিক কর্মচারীদিগের প্রতিও তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। কাজেই তিনি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, রণজিৎ রায়ের দ্বারা ক্লাইবের নিকট কথাবার্তা চালাইতে আরম্ভ করেন। রণজিৎ রায় ক্লাইবকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছি। নবাবও আপনাদের পূর্বাধিকার পুনঃপ্রদানে সম্মত আছেন। কিন্তু আপনাদের এরূপ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি এবং আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা জানাইলে পরে আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব এরূপ মধ্যস্থতায় আমার থাকা উচিত কি না? ক্লাইব তাঁহাদের সকল সর্ত নবাব স্বীকৃত হইলে সন্ধি করিতে অসম্মত নহেন বলিয়া লিখিয়া পাঠান, অন্যথায় যুদ্ধ চলিবে লেখেন। সে যাহা হউক, পরে সন্ধির প্রস্তাবই স্থির হয়। ১০৫৭ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদিগের মধ্যে এই মর্মে সন্ধি স্থাপিত হয় যে, বাদসাহী সনন্দানুসারে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গদেশে পুনর্বার বাণিজ্যাধিকার পাইবেন; সনন্দের লিখিত ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারী কোম্পানী ক্রয় করিতে পাইবেন; কোম্পানী কলিকাতা দুর্গের যথেচ্ছ সংস্কার করিবেন; কলিকাতার টাঁকশাল স্থাপন করিয়া কোম্পানীর নামে টাকা মুদ্রিত ও বিনা বাটায় তাহার প্রচলন করিতে পারিবেন; নবাব কোম্পানীর যে সমস্ত কুঠী দখল করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া দিবেন এবং কোম্পানীকে উপযুক্ত মত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। নবাব যে কারণে এইরূপ সন্ধিসর্তে সম্মতিদান করিয়াছিলেন, আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কর্মচারিগণের প্রতি সন্দেহই তাহার প্রধান কারণ। সে যাহা হউক, শান্তিলাভের আশায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাধ্য হইয়া ইংরেজদিগের সমস্ত দাবীতে সম্মতি দান করেন, এবং তিনি সন্ধির সর্ত রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজেরা সন্ধির সর্তভঙ্গ করিয়া যে নবাবের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। সন্ধি স্থাপিত হইলে নবাব ইংরেজদিগকে শিরোপা খেলাৎ দিয়া অবশেষে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন।

মুর্শিদাবাদে যাত্রা করার পূর্বে ইংরেজেরা চন্দননগর আক্রমণ সম্বন্ধে নবাবের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; নবাব তাহাতে সম্মতি দান করেন

নাই। কিন্তু দাক্ষিণাপথ হইতে যদি ফরাসী সেনাপতি বুসী জাহাজ ও দলবল লইয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হন, তাহা হইলে পাছে ইংরেজ ও ফরাসীতে ঘোরতর বিবাদ বাধাইয়া রাজ্যমধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় তাঁহার আগমনের বাধা দিবার জন্য উপদেশ দিয়া যান। ইংরেজেরা কিন্তু চন্দননগর আক্রমণে কৃতসংকল্প হইয়া, নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরাসীরা ইংরেজদিগের মনোভাব অবগত হইয়া, নবাবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। নবাব অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ অবগত হন, এবং ইংরেজদিগকে চন্দননগর আক্রমণে পুনর্বার নিষেধ করিয়া পাঠান। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের প্রতি ইংরেজদিগের চন্দননগর আক্রমণে বাধা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়। সেনাপতি মীরজাফর খাঁও অর্ধাংশ সৈন্যের সহিত চন্দননগরাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আমীরচাঁদ ও ওয়াট্স সাহেব হুগলী উপস্থিত হইলে, আমীরচাঁদ ফৌজদার নন্দকুমারকে হস্তগত করেন। নন্দকুমারের ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করা যে তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমীরচাঁদ ও ওয়াট্স হুগলী হইতে অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, নবাবকে জ্ঞাপন করেন যে, ইংরেজেরা চন্দননগর অধিকার করিবেন না। নবাব তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, মীরজাফরকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন এবং নিজেও মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হন।

একাদশ অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

নবাব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া শান্ত হইতে পারিলেন না। বাস্তবিক ইংরেজেরা নবাবের নিষেধাজ্ঞা প্রতিপালনে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহারা কৌশলে নবাবকে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে চন্দননগর আক্রমণ লইয়া দুইটি পক্ষের সৃষ্টি হইল। প্রথম পক্ষের জগৎশেঠ ও খোজা বাজিদ প্রভৃতি চন্দননগর আক্রমণে বাধা প্রদানের জন্য নবাবকে বুঝাইতে আরম্ভ করেন। জগৎশেঠ ফরাসীদিগকে পনর লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছিলেন, চন্দননগর ধ্বংস করিলে, তাহা আদায়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। খোজা বাজিদ ফরাসীদিগের ব্যবসায়ের জন্য লাভবান হইয়াছিলেন, কাজেই তিনিও চন্দননগর আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। অপর দিকে আমীরচাঁদ ও ওয়াট্স ইংরেজ পক্ষের অনুকূলে অনেক প্রকার

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা কিছুতেই চন্দননগর আক্রমণে সম্মতি দিলেন না। ইংরেজেরা নবাবকে মধ্যস্থ মানিয়া, উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দেওয়ার জন্য নবাবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবাব তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সেই সময়ে আমেদশাহ আবদালীর পাঠান সৈন্যগণের বঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কায় সিরাজউদ্দৌলা বিহার-গমনোদ্যত হইয়া ইংরেজদিগকেও তাঁহার সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। চন্দননগর আক্রমণে নবাবের একান্ত অসম্মতি জানিয়া ইংরেজপক্ষ প্রথমে সন্ধিরই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় সন্ধি অবশেষে বিদ্রোহে পরিণত হয়। ইংরেজেরা কৌশল অবলম্বন করিয়া, নবাবকে জ্ঞাপন করিলেন যে, ফরাসীরা চন্দননগরে থাকিতে তাঁহারা পাঠানদমনে অগ্রসর হইতে পারেন না। তজ্জন্য নবাবের নিকট চন্দননগর আক্রমণের জন্য পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করা হইল, এবং তাঁহারা নবাবের নিকট তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের টাকা শীঘ্র মিটাইয়া দিবার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন। নবাবও তাহার ব্যবস্থায় বিরত হন নাই; এবং তাঁহাদিগকে চন্দননগর আক্রমণে বারংবার নিষেধ করিয়াও পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরেজেরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চন্দননগর আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবাব ইংরেজদিগের মনোভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, রাজা দুর্লভরামকে একদল সৈন্যসহ চন্দননগরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ-কুমার ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করায়, ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিবে, সুতরাং চন্দননগর আক্রমণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। ইংরেজ সেনাপতি ওয়াট্‌সন জলপথে ও ক্লাইব স্থলপথে যাত্রা করিয়া, চন্দননগরে উপস্থিত হইলেন। ফরাসী গবর্ণর রেণল্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া টেরাণু নামে একজন বিশ্বাসঘাতক ফরাসী ইংরেজদিগকে গুপ্তসন্ধান অবগত করাইয়া চন্দননগর আক্রমণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ফরাসীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চন্দননগর রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। ইংরেজহস্তে চন্দননগর সমর্পণ করিয়া ফরাসীগণ মুর্শিদাবাদাভিমুখে প্রস্থান করে।

চন্দননগর অধিকার করিয়া ইংরেজেরা আরও গর্বিত হইয়া উঠেন। যে সমস্ত ফরাসী চন্দননগর হইতে পলায়ন করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করে, সৈদাবাদের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মুসো লার সহিত তাহারা নবাব দরবারে উপস্থিত হয়। নবাব প্রথমতঃ তাদাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া-ছিলেন, পরন্তু ফরাসীদিগকে আশ্রয় দেওয়ায় নবাব সন্ধিভঙ্গ করিলেন বলিয়া ইংরেজেরা নানাপ্রকার তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলা কর্ম-চারিগণের পরামর্শানুসারে বাধ্য হইয়া মুসো লার সহিত তাহাদিগকে পাটনায় যাইতে আদেশ দিলেন। মুসো লা সিরাজউদ্দৌলার অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি গমনকালে সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা বুঝাইয়া দিয়া যান। ফরাসীদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ইংরেজ

কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হন; এবং নবাবের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিবর্গের সহিত যোগ দিয়া তাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাব ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হন।

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের সূচনা অনেক দিন হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা পূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দরবারের প্রধান কর্মচারিবর্গ সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার অসদ্ব্যবহার যে অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদেব স্বার্থসাধন যে সর্বপ্রধান কারণ, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক সিরাজউদ্দৌলার অসদ্ব্যবহারকে প্রকাশ্য কারণ মাত্র নির্দেশ করিয়া, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার পুরাতন কর্মচারিবর্গ এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুর্শিদাবাদের মসনদের প্রার্থীও ছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি। দুঃখের বিষয় জগৎশেঠ মহাতপচাঁদও তাহাতে যোগদান করেন এবং তজ্জন্যই ষড়যন্ত্রকারীদিগের কার্য সফলতা লাভ করিয়াছিল। জগৎশেঠের এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের বিশেষ কোন কারণ ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার প্রতি কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ সে বিষয়ে মতভেদও আছে। তবে চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকের রাজত্বে নানাপ্রকার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা জগৎশেঠের মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এইরূপ ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে যোগদান যে সর্বথা নিন্দনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; জগৎশেঠের ষড়যন্ত্রে যোগদান সম্বন্ধে আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সিরাজউদ্দৌলা কর্মচারী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহিত অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আমরা তাহার কারণও নির্দেশ করিয়াছি। কর্মচারিগণের স্বার্থসাধনের জন্য সিরাজের বিপক্ষবর্গের সহিত যোগদানে যে সিরাজ তাঁহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া অসদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তাহাতে সন্দেহ করার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু জগৎশেঠ কি কারণে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, ইহাই বিবেচনার বিষয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশীয় গ্রন্থকারগণ জগৎশেঠের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ ও কর্কশ ব্যবহারই তাঁহার অসন্তোষের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আবার তৎকালীন কোম্পানীর কোন কোন কর্মচারী জগৎশেঠকে অবমাননা ও কারারুদ্ধ করার কথাও বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ের বিশেষ কোন প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুতাক্ষরীণকার জগৎশেঠের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার কটূক্তি-প্রয়োগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং এমন কি নবাব সময়ে সময়ে জগৎশেঠকে মুসলমান

করারও ভয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাওয়া যায়।* মুতাক্ষরীণকার আরও বলেন যে, জগৎশেঠ সিরাজউদ্দৌলার প্রতি এরূপ অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাদের প্রতিনিধি আমীনচাঁদের (আমীরচাঁদ) দ্বারা ইংরেজদিগকে সিরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ার জন্য উত্তেজিত করিতেন।† সমসাময়িক বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক অর্মে সাহেব কিন্তু শেঠদিগের প্রতি সিরাজের অসদ্ব্যবহারের কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা আলিবর্দী খাঁর বিশ্বস্ততা ও সুবিবেচনায় যেরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার দ্বারা সেরূপ আশা করিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলার চিত্তচাঞ্চল্য শেঠদিগকে তাঁহাদের অগাধ সম্পত্তির জন্য ভীত করিয়া তুলে, এবং তাঁহারা অনেকদিন হইতে মীরজাফর খাঁর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকায়. তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিতে মনঃস্থ করেন।** এই উভয় সমসাময়িক গ্রন্থকারের বিবরণ আলোচনা করিলে, জগৎশেঠের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং অর্মে সাহেবের উক্তরূপ নির্দেশের যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি। আমরা তৎকালীন কাগজপত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ নবাবকে শান্ত করার জন্য অধিকাংশ সময়েই জগৎশেঠের প্রতি নির্ভর করিয়াছিলেন, ক্লাইবও সে বিষয়ে ত্রুটি করেন নাই। জগৎশেঠের প্রতি নবাবের

* "And on the other hand, Djagat seat, the principal citizen of the capital, whom he had often used with slight and derision, and whom he had mortally affronted, by sometimes threatening him with circumcision, was in his heart totally alienated and lost." Mutaqherin.

† "Affairs being now come to that point, and every one of the Grandees tending to one common centre in view, which was to remove Seradj-eddoulah ; every one pointed his efforts that way, every one firmly persuaded that the concurrence of the English was a necessary piece to the completion of his wishes, was exhorting them to break with that Prince. Djagat-seat was one of the foremost of them, and he had also the best opportunities. By the means of his mercantile agent, Emin-Chand, one of the principal bankers of Calcutta, he was perpetually exciting the English to a rupture." Mutaqherin.

** "To the Seats, the Nabob behaved with civility ; but they, accustomed to the confidence and good sense of Allaverdy trembled for their wealth, under the caprices of his successor, and they had long been connected with Meerjaffier, who although he despised the wretched character of Surajah Dowlah, dreaded the excesses of it." Orme.

শ্রদ্ধা না থাকিলে, তাঁহারা কদাচ বারংবার জগৎশেঠের নিকট উপস্থিত হইতেন না। কোম্পানীর কোন কোন কর্মচারী জগৎশেঠের অবমাননা ও কারাবাসের যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের শোনা কথা মাত্র; আমাদের ধারণা জগৎশেঠ সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ঐরূপভাবে অবমানিত হইলে কদাচ তাঁহার ছায়াস্পর্শও করিতেন না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার পর হইতেও সিরাজের সহিত জগৎশেঠের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং তজ্জন্যই কোম্পানীর কর্মচারিগণ আপনাদের কার্যোদ্ধারের জন্য জগৎশেঠেরই সহায়তা গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্মে সাহেব তাঁহাদের কাগজপত্র বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াই লিখিয়াছেন যে, নবাব শেঠদিগের সহিত সদ্ব্যবহারই করিতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন। আমরাও অর্মে সাহেবের সহিত একমত হইয়া বলিতে চাহি, শেঠদিগের ধনভীতিই তাঁহাদিগকে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়াছিল, এবং মীরজাফর খাঁর সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব থাকায় তাঁহারা তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তবে মুতাক্ষরীণকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাও একেবারে ভিত্তিহীন না হইতেও পারে। কারণ নানা কারণে সিরাজউদ্দৌলা এরূপ কঠোর প্রকৃতি হইয়াছিলেন যে, সময়ে সময়ে কর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকেও কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে জগৎশেঠের প্রতি এমন কোন অসদ্ব্যবহার হয় নাই, যাহার জন্য তিনি এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে পারেন। সে যাহা হউক, সিরাজের অসদ্ব্যবহারের জন্যই হউক বা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য আপনাদের ধনাশঙ্কায় হউক, জগৎশেঠ যে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তাঁহারই সহায়তায় ষড়যন্ত্রকারিগণ বিশেষরূপ ফললাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এই ষড়যন্ত্রে দরবারের প্রধান প্রধান কর্মচারিবর্গ ও রাজ্যের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কর্মচারিবর্গই এই ষড়যন্ত্রের আয়োজন করেন। রাজা দুর্লভরাম, মোহনলালের প্রাধান্যে পদমর্যাদার হানিতে নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। মাণিকচাঁদ কলিকাতা লুণ্ঠনের অর্থ বঞ্চনা করায় নবাবের আদেশে কারারুদ্ধ হইয়া দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদানে মুক্তি লাভ করায়, ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। মীরজাফর খাঁ নবাব কর্তৃক অবমাননার ছলে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভের আশায় ইহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ইয়ার লতিফও মসনদের প্রার্থী ছিলেন। তিনি শেঠদিগের নিকট হইতে সৈন্যরক্ষার জন্য বৃত্তিও পাইতেন। আপনাদের ধনভীতিতে ও মীরজাফরের সহিত বন্ধুত্বে শেঠগণও সিরাজের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করেন। ঘসিটি বেগম ও রাজা রাজবল্লভ পূর্ব কারণ বশতঃ ইহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালার জমীদারবর্গও আপনাদের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কায় ইহাদের সহিত মিলিত হওয়ার চেষ্টা করেন। ফলতঃ নানাদিক হইতে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে

এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের আয়োজন হয়। জগৎশেঠ তাহাদের সর্ব-প্রধান বলিয়া তাঁহাদের ভবনে এই ষড়যন্ত্রসভার অধিবেশন হইয়াছিল বলিয়া এদেশে প্রবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদ-মুখে এইরূপ শুনা যায় যে, শেঠভবনের এই গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভরাম), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; সভায় অনেক তর্কবিতর্কের পর কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অপেক্ষায় সে দিবস সভাভংগ হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, তিনি স্বীয় দেওয়ান কালী-প্রসাদ সিংহকে প্রথমে প্রেরণ করেন। কালীপ্রসাদ তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে, রাজা তৎপরে স্বয়ংই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন, এবং পুনর্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হয়। সভাতে কেহ কেহ যবনাধিকারের পরিবর্তে হিন্দু শাসনের প্রস্তাব করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে এ বিষয়ে কোন উত্তর দেন নাই। পরে তিনি বলিলেন,—যে মন্ত্রণাসভার মীরজাফর একজন্ নেতা, সেস্থলে যবনাধিকার নিরাকৃত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমার মতে মীরজাফরকে সহায় করিয়া ইংরেজদিগের যোগে সিরাজকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে; ইংরেজদিগের সহিত আমার বিশেষরূপ পরিচয় আছে; সুতরাং এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিব। জগৎশেঠ বলিয়া উঠেন যে, ব্যবসায়-সম্বন্ধে কখনও কখনও তাঁহাদের সহিত আমারও পরিচয় হইয়াছে; অতএব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবই সকলেরই অভিপ্রেত হওয়া উচিত। তৎপরে সকলেই একবাক্যে সেই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে, ক্লাইব সাহেবকে সমস্ত বিষয় অবগত করান হয়।* রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ কাপুরুষোচিত গুপ্ত মন্ত্রণায় যোগদানের জন্য রাণী ভবানী তাঁহাকে সদুপদেশদানের ছলে "শাঁখা সিন্দুর" উপহার পাঠাইয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইতিহাসে কিন্তু এ মন্ত্রণাসভার উল্লেখ দেখা যায় না; এবং কোন কোন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ব্যাপারে জমীদারদিগের বিশেষ কোন সংস্রব না থাকার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যোগদানের কথা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। প্রবাদ এই মন্ত্রণাসভার সৃষ্টি করিলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়া যে ইংরেজ-দিগের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মন্ত্রণাসভার অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক, ষড়যন্ত্রকারিগণ ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া যে সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত, ৪র্থ সংস্করণ—৪৫-৫০ পৃঃ এবং ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মুসো লার পাটনা যাওয়ার সংবাদ পাইয়া ইংরেজপক্ষ তাঁহার অনুসরণ করার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। নবাব তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াট্‌স সাহেবকে কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কলিকাতায় ইংরেজ কর্মচারিবর্গ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, ফরাসীদমনের জন্য নবাবের নিকট অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে ভয় দেখাইতেও ত্রুটি করেন নাই। নবাব তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া, ওয়াট্‌স সাহেবকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকেন। এদিকে নবাবের কর্মচারিবর্গের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া ক্লাইব সাহেব ওয়াট্‌সকে তাঁহাদের সহিত যোগদানের জন্য লিখিয়া পাঠান। ওয়াট্‌স তৎপরতার সহিত তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ ফরাসীদিগের সহিত সিরাজউদ্দৌলার গুপ্তমন্ত্রণার দোষারোপ করিয়া আপনাদের কর্ম সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ক্লাইবের মুন্সী স্ক্রাফটন সাহেবও এই সময়ে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ওয়াট্‌সের সহিত যোগদান করেন এবং আমীরচাঁদের সাহায্যে তাঁহারা আপনাদের কার্যসিদ্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। প্রথমে ইয়ারলতিফ খাঁর সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ হয়। আমীরচাঁদ তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে, লতিফ খাঁ তাঁহাকে অবগত করাইলেন যে, নবাব পাঠানদমনে শীঘ্রই বিহার যাত্রা করিবেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করা তাঁহার ইচ্ছা! নবাবের কর্মচারিবর্গ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, এই সময়ে তাঁহারা একজন উপযুক্ত নেতা পাইলে, নবাবের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে সম্মত আছেন। নবাবের অনুপস্থিতিতে ইংরেজেরা অনায়াসে মুর্শিদাবাদ অধিকার করিতে পারিবেন। আমাকে নবাবী দানে স্বীকৃত হইলে, জগৎশেঠ ও দুর্লভরাম প্রভৃতি যোগদান করিতে পারেন। ইংরেজেরা আমার সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে চান, তাহাতেই আমি সম্মত আছি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইয়ারলতিফ নবাবের সৈনিক কর্মচারী হইয়াও শেঠগণের বৃত্তিভোগী হওয়ায়, শেঠগণ সম্ভবতঃ লতিফ খাঁর দ্বারা ইংরেজ পক্ষের মনোভাব জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন।* উহার বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওয়াট্‌স লতিফ খাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ক্লাইবকে পত্র লিখিয়া পাঠান; ক্লাইব ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে ক্ষান্ত হইয়া নবাবকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে পত্র লেখেন।

* "This man commanded 2000 horse in the Nabob's service, but received a stipend from the Seats to defend them upon any occasion of dangei even against Nabob himself. It is therefore probable that he was now employed by the Seats to discover the real intentions of the English towards the Nabob." Orme.

পরদিন খাজা পিত্রু নামে আরমানী বণিক মীরজাফরের পক্ষ হইয়া ওয়াট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মীরজাফর তাঁহার দ্বারা বলিয়া পাঠান যে, আমার প্রাণনাশের আশঙ্কায় আমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইতেছে। ইংরেজেরা নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করিলে দুর্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতির সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন। আপাততঃ শান্তির ভাব দেখাইয়া নবাবকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে; তজ্জন্য ক্লাইব সাহেবকে হুগলী হইতে সসৈন্যে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া ইংরেজ পক্ষ মীরজাফরের পক্ষ অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ক্লাইব কলিকাতায় প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে মির্জা আমীর বেগ মীরজাফর খাঁ কর্তৃক কলিকাতায় প্রেরিত হন। তিনি মীরজাফর ও অন্যান্য অমাত্য-বর্গের মনোভাবের কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদের অংগীকার-পত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদিগকে মীরজাফরের সহিত যোগ-দান করিতে অনুরোধ করাও হয়। তবে সমস্ত কার্য গোপনে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেন। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সের প্রতি এই সমস্ত কার্যের ভার প্রদান করিয়া, ইংরেজ কর্মচারিবর্গ নিশ্চিন্ত হন। ইংরেজদিগের চন্দননগর আক্রমণের সময় রাজা দুর্লভরাম একদল সৈন্য লইয়া হুগলীর নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহাকে পলাশীতে যাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়; নবাবের সহিত শান্তি স্থাপনের ভাণ করিয়া, ইংরেজপক্ষ দুর্লভরামকে পলাশী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দেওয়ার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাব এদিকে গুপ্তচরের নিকট তাঁহাদের অভিসন্ধির আভাস পাইয়া মীরজাফরকে অনেকগুলি সৈন্য সহ পলাশীতে দুর্লভরামের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য আদেশ দেন, এবং অন্যান্য আয়োজনেও প্রবৃত্ত হন।

ইংরেজদিগের সহিত মীরজাফরের সন্ধিস্থাপনের কথা স্থির হইলে, ওয়াট্‌স সাহেব তাঁহার সহিত আপনাদের প্রাপ্য অর্থ সম্বন্ধীয় কথাবার্তা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হন। আমীরচাঁদ সঙ্গে থাকায় তাঁহাকে বঞ্চিত করা দুষ্কর হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে বাধ্য হন। আমীরচাঁদ কলিকাতার অন্যান্য বণিকের ন্যায় রাজকোষ হইতে প্রাপ্য অর্থের শতকরা পাঁচ টাকা ও জহরতাদির চতুর্থাংশ দাবী করেন। তদ্ভিন্ন রাজকোষের অধিকাংশই গোপনে তিনি ও দুর্লভরাম ভাগ করিয়া লইতে চান। কিন্তু ওয়াট্‌স কলিকাতার অধ্যক্ষগণের নিকট আমীরচাঁদকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য লিখিয়া পাঠান। তাঁহার পত্রে মীরজাফর কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী বণিকগণকে ৩০ লক্ষ, দেশীয় বণিকগণকে ৩০ লক্ষ, আরমানীগণকে ১০ লক্ষ ও আমীরচাঁদকে ৩০ লক্ষ প্রদান করিবেন, এইরূপ লিখিত হয়। কলিকাতার কাউন্সিলে এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, কোম্পানীর এক কোটি টাকা স্থির থাকিবে, ইউরোপীয় বণিকদিগকে ৫০ লক্ষ দিতে হইবে, দেশীয় বণিকগণ ২০ লক্ষ ও আরমানীগণ

৭ লক্ষ পাইবে। নৌবিভাগ ও সৈন্যবিভাগে ২৫ লক্ষ করিয়া ৫০ লক্ষ এবং দরবারের কর্মচারিগণকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করিতে হইবে। আমীরচাঁদকে এক কপর্দক না দেওয়াই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তাঁহাকে আপাততঃ তাঁহাদের পক্ষে রাখিবার জন্য ক্লাইব সাহেব এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়া প্রকৃত পত্রে আমীরচাঁদের প্রাপ্য অর্থের কোনও উল্লেখ থাকিবে না। কিন্তু আর একখানি জাল পত্রে তাঁহার ৩০ লক্ষ টাকার উল্লেখ থাকিবে। প্রকৃত পত্র শাদা ও জাল পত্রখানি লাল কাগজে লিখিত হয়। কোম্পানীর সকল কর্মচারী দুইখানিতে অম্লান-বদনে স্বাক্ষর করিলে ওয়াট্সন সাহেব জালখানিতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। ক্লাইবের আদেশক্রমে লসিংটন সাহেব জাল সন্ধিপত্রে ওয়াট্সনের নাম স্বাক্ষর করেন। ওয়াট্সন নিজে স্বাক্ষর না করিলেও, অপরে তাহার নাম স্বাক্ষর করিলে, তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ বা আপত্তি করেন নাই। সন্ধিপত্র দুইখানি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। ক্লাইব ওয়াট্সনকে লিখিয়া পাঠাইলেন, রাজকোষে এত অধিক অর্থ না থাকিলে, কোম্পানীর এক কোটি, ৫০ লক্ষেও পরিণত হইতে পারে। ওয়াট্সন সন্ধিপত্র পাইয়া মীরজাফরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ, মীরজাফর সে সময়ে পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়, পেশওয়া বাজীরাও এই সময়ে বাঙ্গালা লুণ্ঠনের অভিপ্রায় করিয়া ইংরেজদিগের সম্মতি লওয়ার জন্য ড্রেক সাহেবকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। ইংরেজ অধ্যক্ষগণ তাহা নবাবের চাতুরী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত পত্র সিরাজউদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দিলে, তিনি কিছুকালের জন্য ইংরেজদিগের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের গতিবিধির প্রতি তাঁহার সন্দেহ থাকিয়া যায়। তদ্ভিন্ন মীরজাফর প্রভৃতির প্রতিও তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি মীরজাফর খাঁকে পলাশী হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। দুর্লভরামও মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। নবাব মীরজাফরের উপর সন্দিহান হওয়ায় তাঁহাকে দরবারে আসিতে নিষেধ করেন। মীরজাফর ও দুর্লভরাম সন্ধিপত্র দেখিলে, রায়দুর্লভ রাজকোষে এত অধিক অর্থ আছে কি না বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। অর্থবিভাগ কালে শতকরা পাঁচ টাকা দেওয়ার আশা দেখাইয়া ওয়াট্স তাঁহাকে শান্ত করিয়া ফেলেন। তাহার পর মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধি সম্বন্ধে মীরজাফরের শপথ করা কর্তব্য মনে করিয়া ওয়াট্স গোপনে অবগুণ্ঠনবতী রমণীগণের শিবিকারোহণে মীরজাফরের জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে উপনীত হন। মীরজাফর এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি সন্ধির সমস্ত সর্তই প্রতিপালন করিবেন। সন্ধিপত্রের মর্ম এই;—নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি পূর্বে হইয়াছে, মীরজাফর তাহা প্রতি-

পালন করিবেন; দেশীয় বা ইউরোপীয় যে কেহ ইংরেজের শত্রু, সে মীর-জাফরেরও শত্রু; বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত ফরাসী কুঠী ইংরেজ-দিগের অধিকারে আসিবে; ফরাসীরা এ দেশে থাকিবার অধিকার পাইবে না; সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য কোম্পানীকে এক কোটি টাকা দিতে হইবে; কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়িগণ ৫০ লক্ষ, দেশীয়গণ ২০ লক্ষ ও আরমানীগণ ৭ লক্ষ টাকা পাইবে; মহা-রাষ্ট্রীয় খাতের অন্তর্গত জমীদারদিগের জমি ও তাহার বাহিরে তিন শতহস্ত পরিমিত ভূমি কোম্পানী পাইবেন; কলিকাতা হইতে হুগলী পর্যন্ত ভূভাগ ইংরেজ কোম্পানীর জমীদারী হইবে; তথাকার সমস্ত কার্য কর্ম কোম্পানীর অধীন থাকিবে; কোম্পানী অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায় রাজকর প্রদান করিবেন; ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য চাহিলে তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে; হুগলীর দক্ষিণে কোন দুর্গ নির্মিত হইবে না; মীরজাফর বঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পাইলেই সন্ধিপত্রের লিখিত সমস্ত অর্থ প্রদান করিবেন। ইংরেজেরাও এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী পাইবার জন্য মীরজাফরকে সৈন্য সহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; তিনি নবাব হইয়া সন্ধিপত্রের সমস্ত সর্ত পালন করিলে, তাঁহার যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে অগ্রসর হওয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রকাশ্য সন্ধিপত্রে উল্লিখিত অর্থ ব্যতীত ইংরেজ কমিটির বার লক্ষ টাকা ও সৈন্যাদিগের ৫০ লক্ষ টাকা গোপনীয় পত্রে লিখিত হয়।

এই গুপ্ত মন্ত্রণার কার্য অচিরেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ক্লাইবও সসৈন্যে প্রথমে চন্দননগরে, পরে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। সিরাজউদ্দৌলা এই গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া মীরজাফরের বাটী অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যাদিগকে আদেশ দেন, তাহার পর আবার মীরজাফরের সহিত পুনর্মিলনের চেষ্টা করেন। মীরজাফর ইংরেজদিগের পক্ষে যোগদান বা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হন। এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেব মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন; তৎপূর্বে আমীরচাঁদ প্রভৃতিও প্রস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগকে লিখিয়া পাঠান যে, আমি সন্ধিপত্রের প্রায় সমস্ত সর্ত পালন করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সন্ধিভঙ্গ করিতেছ। যে পক্ষ সন্ধিভঙ্গ করিবে, তাহারা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তাহার পর তিনি সেনাপতিদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া নিজেও যুদ্ধযাত্রা করেন। পলাশীর বিশাল প্রান্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র রূপে স্থির হয়।

ইংরেজ সৈন্য চন্দননগর হইতে যাত্রা করিয়া, ক্রমে পাটুলী ও অবশেষে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া নবাবকে পলাশী প্রান্তরে আক্রমণ করা স্থির করে। নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে প্রথমে মনকরা, তৎপরে দাদপুর, অবশেষে পলাশী

প্রান্তরে উপস্থিত হন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফর, রায়-দুর্লভ ও ইয়ার লতিফ প্রভৃতিও পলাশীতে আসিয়া সৈন্যসমাবেশ করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন, মোহনলাল ও ফরাসী সিন্‌ফ্রেও উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজ পক্ষ কাটোয়া হইতে পলাশীতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আম্রকুঞ্জ মধ্যে আশ্রয় লন। কুঞ্জের বাহিরে সেনা-সমাবেশের পর ক্লাইব বিপুল নবাব-বাহিনী দেখিয়া নৈশ আক্রমণে নবাবকে পরাজিত করিবেন, স্থির করেন। নবাবের গোলন্দাজ সেনাপতি সিন্‌ফ্রে প্রথমে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, ইংরেজেরা প্রতিবর্ষণ করিতে করিতে আম্রকুঞ্জের দিকে পিছাইয়া আসেন। এই সময়ে নবাবের বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্য সহ কুঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হইলে, ইংরেজদিগের এক গোলার আঘাতে আহত হইয়া পড়েন। তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী মোহনলাল অদম্য উৎসাহসহকারে ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরমদনের পতনে ভীত হইয়া মীরজাফরের শরণাপন্ন হন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দিলে, তিনি মোহনলালকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। মোহনলাল অনিচ্ছাপূর্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে, নবাবসৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইংরেজেরা এই অবকাশে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরেজেরা অবশেষে জয়লাভ করেন। নবাব পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিয়া নগর রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়ায়, স্বীয় প্রিয়তমা বেগম লুৎফউন্নিসা ও শিশুকন্যা উম্মত জহুরার সহিত মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। ক্লাইব পলাশী হইতে দাদপুরে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরকে অভ্যর্থনা করেন, এবং তাঁহাকে অগ্রে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন; পরে নিজে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ হইতে ভগবানগোলা, পরে তথা হইতে নৌকারোহণে বিহারাভি-মুখে পলায়ন করেন।

সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া, মীরজাফর তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দেন। ক্লাইব দাদপুর হইতে বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে উপস্থিত হইয়া, অগ্রে ওয়াট্‌স ও ওয়াল্‌স সাহেবদ্বয়কে মুর্শিদাবাদে পাঠান। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া মীর-জাফরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরদিন পুনর্বার শেঠদিগের বাটীতে মীর-জাফর, রায়দুর্লভ ও শেঠদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তথায় সন্ধি-পত্রে লিখিত অর্থের কথা উঠিলে, রায়দুর্লভ সিরাজউদ্দৌলার ধনাগারে অধিক-পরিমাণ অর্থ নাই বলিয়া প্রকাশ করেন, এবং স্বীকৃত দুই কোটি বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা সহজ-সাধ্য হইবে না বলিয়া উল্লেখ করেন। ওয়াট্‌স

সাহেব রাজকোষের সঞ্চিত অর্থের অতিরিক্ত টাকা দিবার জন্য শেঠদিগকে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহারা ভবিষ্যতে রাজস্ব হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন, এরূপও প্রকাশ করেন। শেঠেরা কোটি মুদ্রা দিতে পারিবেন না বলিয়া দুর্লভরাম উত্তর দেন। পরদিবস রণজিৎ রায় ইংরেজ পক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে, রায়দুর্লভ, মীরজাফরের জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণ ও খাদেম হোসেন খাঁ ক্লাইবের বধসাধনার্থ এক ষড়যন্ত্র করিতেছেন: শেঠেরা রণজিৎ রায়কে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।* কিন্তু যে দুর্লভরাম শেঠদিগকে উপস্থিত অর্থদান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে শেঠেরা যে ইংরেজ পক্ষের নিকট গোপনে সংবাদ পাঠাইবেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সে যাহা হউক, ক্লাইব এই সমস্ত কথার প্রতি বিশেষরূপ আস্থা স্থাপন না করিয়া, নগরে প্রবেশ করেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরে মোরাদবাগ নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। মীরণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তথা হইতে তাঁহাকে সিরাজউদ্দৌলার মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে লইয়া যান। ক্লাইব মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আসনোপরি উপবেশন করাইয়া, একপাত্র স্বর্ণমুদ্রা নজর প্রদান করেন, এবং অত্যাচারী সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তাঁহারা যে এক্ষণে সাধুপ্রকৃতির নবাব পাইলেন, একথা একজন দোভাষীর দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করাইয়া দেন। পরদিন মীরজাফর আবার ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজকোষের অবস্থার কথা জ্ঞাত করেন। ক্লাইব শেঠদিগের দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে বলিয়া, তাঁহাকে লইয়া শেঠদিগের বাটীতে উপস্থিত হন। তাঁহাদের সহিত ওয়াট্‌স, স্ক্রাফটন, মীরণ, রায়দুর্লভ ও আমীরচাঁদও গমন করিয়াছিলেন। আমীরচাঁদ ব্যতীত অন্যান্য সকলে শেঠদিগের মসনদের উপর উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হন। আমীরচাঁদ কিছু দূরে উপবেশন করিয়া আপনার ভাগ্যগণনা আরম্ভ করেন। সন্ধিপত্র পঠিত হইলে, সকলেই তাহার সর্তে স্বীকৃত হন। কিন্তু রাজকোষে সন্ধিপত্রের উল্লিখিত অর্থ না থাকায় দুর্লভরাম সে কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে উপস্থিত ক্ষেত্রে সন্ধিপত্রের অর্ধেক অর্থ প্রদানের প্রস্তাব হয়। উক্ত অর্ধ অংশের দুই-তৃতীয়াংশ নগদ মুদ্রায় ও অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ জহরতাদিতে প্রদত্ত হইবে স্থির হয়। অবশিষ্ট অর্ধাংশ তিন বৎসরে তিনটি সম কিস্তিতে প্রদত্ত হইবার কথা হইলে, সকলে তাহাতেই সম্মতি দান করেন। রায়দুর্লভ প্রকাশ্য সন্ধিপত্রের উল্লিখিত অর্থের শতকরা পাঁচ টাকা পাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। রাজকোষের অবস্থা জ্ঞাত করিয়া এককালে এতৎপরিমাণ অর্থ প্রদান অসম্ভব বলায়, ইংরেজ পক্ষ যে দুর্লভরামের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,

* Orme.

সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র এবং উত্তরকালে তাঁহারা তজ্জন্য তাঁহাকে 'পাপিষ্ঠ' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া আপনাদের মহত্ত্বের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। পরামর্শ-সভা ভঙ্গ করিয়া ক্লাইব স্ক্রাফটনকে দিয়া আমীরচাঁদকে জ্ঞাত করান যে, লাল সন্ধিপত্র প্রকৃত নহে, উহা জাল; শুনিয়া আমীরচাঁদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।* তাহার পর তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিলে তিনি ক্লাইবের পরামর্শে তীর্থযাত্রা করেন। সন্ধিপত্রের লিখিত অর্থের এক কপর্দকও তিনি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু সাধারণ ক্ষতিপূরণ হইতে তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশ পাইয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। এইরূপে জাল সন্ধিপত্র করিয়া আমীরচাঁদকে বঞ্চনা করায় ক্লাইব প্রভৃতির চরিত্রে যে ঘোরতর কালিমা পতিত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইংরেজদিগের সাহায্যের জন্য নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাকে একেবারে বঞ্চনা করা যে সর্বথা নিন্দনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে আমীরচাঁদ অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াও নবাবকে সহসা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে দেন নাই। কিন্তু পরিণামে ইংরেজ পক্ষ তাঁহার সহিত কিরূপ ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এদিকে সিরাজউদ্দৌলা বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, রাজমহলের নিকট বড়াল নামক স্থানে কিছু আহার্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, দানাশাহ নামক একজন ফকিরবেশী তাঁহাকে মীরজাফরের লোকদিগের নিকট ধরাইয়া দেয়। উক্ত দানাশাদ কোন কারণে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মীরজাফরের পুত্র মীরণ তাঁহাকে জাফরগঞ্জের প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সিরাজের বিনাশ সাধনার্থ মীরণ অনেককে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্বীকৃত না হওয়ায় মহম্মদীবেগ-নামক মীরণের এক অনুচর এই ঘৃণিত কার্যে সম্মত হয়। মহম্মদীবেগ আলিবর্দী খাঁর অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল, এক্ষণে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, নবীন যুবরাজের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ঘাতক মহম্মদীবেগ সুতীক্ষ্ন তরবারি-হস্তে সিরাজের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উপর্যুপরি তরবারির আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। সিরাজের সেই খণ্ডবিখণ্ড দেহ হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদ নগর প্রদক্ষিণ করান হয়; তাহার পর আলিবর্দীর সমাধিভবন খোসবাগের মধ্যে তাহা নিহিত করা হইয়াছিল। আজিও খোসবাগে সিরাজের সমাধি বিদ্যমান আছে। কোন একজন দেশীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, জগৎশেঠ ও ইংরেজ সর্দারেরা সিরাজউদ্দৌলার

* Orme.

বধসাধন জন্য মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।* একথা কতদূর সত্য, বলা যায় না। কারণ, সিরাজউদ্দৌলার প্রতি জগৎশেঠের এরূপ কোন বিদ্বেষ ছিল না যে, তিনি তাঁহার প্রাণনাশেরও ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন, বা তজ্জন্য অন্য কাহাকেও উত্তেজিত করিতে পারেন। যদি তিনি কোন কারণে সিরাজ-উদ্দৌলার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহা যে গুরুতর নহে, আমরা পূর্বেই এ কথার আলোচনা করিয়াছি। ক্লাইব প্রভৃতি ইংরেজ-সর্দারেরাও যে এইরূপ ঘৃণিত ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা বিশ্বাস করি না। সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতি তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ ঘৃণিত লোমহর্ষণকাণ্ড যে তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল ইহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। বাস্তবিক এই কথার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে ক্লাইব প্রভৃতির ন্যায় উদ্ধত-প্রকৃতি সৈনিক কর্মচারীরা এই বিষয়ে অনুমোদন করিলেও, জগৎশেঠ যে সেইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কখনই মনে আইসে না। যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ যে শেঠবংশের নামে কলঙ্ক প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেই হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বা ইংরেজ সর্দারদিগকে এইরূপ ঘৃণিত ব্যাপারে লিপ্ত করিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা করি না। সে যাহা হউক, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ যে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ধননাশের কল্পিত আশঙ্কাই তাঁহাদিগকে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিয়াছিল। সিরাজ তাঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিলেও, তাহা যে গুরুতর নহে, একথা আমরা বারংবার বলিয়াছি। যে বিশ্বাসঘাতকগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল এবং কোম্পানীর যে সকল গর্বিত ও উদ্ধত কর্মচারিগণ আপনাদের স্বার্থ ও গৌরবের জন্য সেই বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, জগৎশেঠের ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত লোক সামান্য কারণে তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া যে নিজের নাম কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জগৎশেঠের এই কলঙ্ককালিমা জাহ্নবীর শতধারাতেও প্রক্ষালিত হইবার নহে।

* রিয়াজ-উস্-সালাতীনকার।

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

সিরাজউদ্দৌলার শোণিতধারায় বসুন্ধরা রঞ্জিত হওয়ার পর মীরজাফর খাঁ আপনাকে অনেক পরিমাণে নিরাপদ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যদিও মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হইয়া, তিনি মহবৎজঙ্গ উপাধি ধারণ করিয়া আপনার প্রভুত্ব ও গৌরব বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তথাপি কোম্পানীর কর্মচারিগণের অর্থপিপাসা নিবৃত্ত করিতে না পারায়, তিনি মহাসঙ্কটে নিপতিত হন। তদ্ভিন্ন সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গের পক্ষ অবলম্বন করার আশঙ্কায় তিনি কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সন্দিহান হইয়াও পড়েন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সিরাজউদ্দৌলার সাহায্যার্থে মুসোঁ লা বিহার হইতে বাঙ্গালাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইংরেজ পক্ষ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য কাপ্তেন কুটকে একদল সৈন্য সহ বিহারে পাঠাইয়া দেন। পরে তাঁহারা মীরজাফরকে সন্ধির সর্তানুযায়ী অর্থ প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্স ও ম্যানিংহাম মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর পক্ষে সমস্ত কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নবাবকে অর্থপ্রদানের জন্য বারংবার অনুরোধ করায়, রায়দুর্লভ রাজ-কোষের অর্থাভাবের কথা পুনরুল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা শেঠভবনের মন্ত্রণানুযায়ী অর্ধাংশ মিটাইয়া দিবার জন্য পুনঃপুনঃ বলিতে থাকেন। অগত্যা তাহারই ব্যবস্থা করিতে হয়। ৬ই জুলাই তাঁহারা ৭২,৭১,৬৬৬ টাকা নগদে প্রাপ্ত হইয়া সাত শত সিন্দুকে বোঝাই করিয়া একশত তরণীযোগে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তরণীগুলি ব্রিটিশ নিশান উড়াইয়া বিজয়-বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ জাতি একসঙ্গে এত অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ প্রাপ্ত হয় নাই।

৯ই আগষ্ট রায়দুর্লভ ১৬,৫৯,৩৫৮ টাকা নগদে ও ৩০শে স্বর্ণ জহরত ও নগদে ১৫,৯৯,৭৩৭ টাকা প্রদান করেন। ইংরেজ পক্ষ এই তিনবারে মোট যে টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্ধির দেয় অর্থের অর্ধাংশ পূরণ করিতে আরও কয়েক লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে। রায়দুর্লভ তাঁহার প্রাপ্ত দস্তুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ ইংরেজ পক্ষকে অর্থ প্রদান করিয়া অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদের হস্তে যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ছিল, এরূপ বোধ হয় না। সে সময়ে সিরাজউদ্দৌলার রাজকোষে কত অর্থ ছিল, তাহা

বুঝিবার উপায় নাই। এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, প্রকাশ্য রাজকোষ ব্যতীত সিরাজউদ্দৌলার একটি গুপ্ত ধনাগারও ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলার প্রকাশ্য ধনাগারে এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা, বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমোহর, দুই সিন্দুক সোনা, চারি সিন্দুক খচিত জহরত ও দুই সিন্দুক খুচরা হীরা জহরত ছিল। তাঁহার গুপ্তধনাগারে অষ্টকোটি টাকা সঞ্চিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। উক্ত টাকার কথা ইংরেজেরা কিছু-মাত্র অবগত হন নাই। উক্ত গুপ্ত অর্থ মীরজাফর, আমীরবেগ খাঁ, দেওয়ান রামচাঁদ ও মুন্সী নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হয়।* সে যাহা হউক, মীরজাফর খাঁ অতি সামান্যমাত্র অর্থ হস্তগত করিয়াই রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর ও তাঁহার কর্মচারিবর্গের প্রাপ্য অর্থ যথাসাধ্য মিটাইবার চেষ্টা করিযা নবাব মীরজাফর খাঁ সন্ধির অন্যান্য সর্ত পালনেও মনোনিবেশ করেন। তিনি ইংরেজদিগের বাণিজ্যাধিকার-বিস্তারের জন্য রীতিমত পরওয়ানা জারি করিলেন। ক্রমে কলিকাতা টাঁকশালে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করার জন্যও আদেশ প্রদত্ত হইল। ইংরেজেরা কলিকাতা টাঁকশালে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, ইহাতে বিশেষরূপ লাভবান হইতে পারেন নাই। কারণ, রাজ্যে মুদ্রা প্রচলনের সহিত জগৎশেঠের বিশেষরূপ সম্বন্ধ থাকায়, তিনি কলিকাতার টাঁকশালে মুদ্রিত মুদ্রার প্রতি বাটা নির্ধারণ করায়, উক্ত মুদ্রার প্রচলনে অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। আমরা জানিতে পারি যে, ডগলাস নামে একজন ব্যবসায়ী কলিকাতায় মুদ্রিত সিক্কা টাকা

* মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক হাজী মস্তাফা এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি কর্ণেল ক্লাইবের দোভাষীরূপে কার্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি সেক্রেটারী ওয়ালশের মুখে সিরাজউদ্দৌলার সঞ্চিত ধনরত্নের কথা অবগত হন, ওয়ালশ, ওয়াট্স, লশিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রকাশ্য ধনাগারে উপস্থিত ছিলেন। বেগম মহালের গুপ্ত ধনাগারের কথা ইংরেজেরা কিছুই জানিতে পারেন নাই। উক্ত ধনাগারের আট কোটি স্বর্ণমুদ্রা মীরজাফর, আমীর বেগ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হয়। ইঁহারা ক্লাইবের অংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া মস্তাফা অনুমান করিয়া থাকেন। মস্তাফা আরও বলেন যে, ইহাদের উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করার কারণ এই দেখা যায় যে, রামচাঁদ ৬০৲ বেতনের কোম্পানীর মুন্সী বা দেওয়ান রূপে কার্য করিয়া এই ঘটনার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকার চারিশত কলসী, তন্মধ্যে ৮০টি স্বর্ণ নির্মিত, অবশিষ্ট রৌপ্য নির্মিত, ১৮ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং ২০ লক্ষ টাকার হীরা জহরত মোট সওয়া কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণও ৬০ টাকা বেতনে মুন্সীগিরি করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। মীরজাফরের নিজ হস্তে অর্থ না থাকিলেও মণিবেগম বহু সম্পত্তির অধীশ্বরী হইয়াছিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণ গুপ্ত ধনের অংশ প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহারা যে মীরজাফরের নিকট হইতে অনেক অর্থ লাভ করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

লইতে অস্বীকৃত হইয়া ইংরেজ কাউন্সিলে এইরূপ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কলিকাতার সিক্কা মুদ্রা লইতে হইলে, শতকরা ৫ হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জগৎশেঠের সহিত মুদ্রা প্রচলনের বিশেষরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের সুবিধার জন্য সমস্তই পরিবর্তন করিতে পারেন।* জগৎশেঠ বাধা প্রদান করায় কলিকাতার সিক্কা টাকা প্রচলনের যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিলাতে ডিরেক্টরদিগকেও লিখিয়া পাঠান।† ব্যাটসন সাহেবও কাউন্সিলে এইরূপ জানাইয়াছিলেন যে, বর্তমান বর্ষের মুদ্রিত মুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য বর্ষের সিক্কা টাকার প্রতি বাটা নির্দিষ্ট থাকায় জনসাধারণের, বিশেষতঃ কোম্পানীর অনেক অসুবিধা ও ক্ষতি হইতেছে। জগৎশেঠ শতকরা এবং দ্বিতীয়াংশ বাটা দিয়া নবাবের টাঁকশালে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়া লইতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষরূপে সুবিধা হইতেছে। নবাবের সহিত শেঠদিগের অর্থসম্বন্ধ থাকায় নবাব তাঁহাদিগকে মুদ্রা মুদ্রণের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।** এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন

* "One Charles Douglas, a merchant writes to the Board refusing absolutely to take in payment their Calcutta Siccas, on the ground that

I should have my fortune (and that of others under my charge) daily exposed to the imposition of being curtailed and diminished from 5/8 to 10 per cent. At the pleasure of Jaggat Set and the head Shroff of this province, who, it's well known has the sole management and direction of the current money of the country, and can always make it fluctuate in such manner as he sees fitting and convenient for his purpose." (Consultations January 6, 1758, Long, p. 138).

† "Our mint is at present of very little use to us, as there has been no bullion sent out of Europe this season or two past and we are apprehensive that it will never be attended with all the advantages we might have expected from it ; as the coining of Siccas in Calcutta interferes so much with the interest of the Sets that they will not fail of throwing every obstacle in our way to depreciate the value of our money in the country notwithstanding its weight and standard is in every respect as good as the Siccas of Moorshedabad : So that a loss of batta will always arise on our money ; let our influence at the Durbar be ever so great." (Letters to Court December 29, Para 60, 1758. Long, pp. 164-65).

** "By the Shroffs connected with the farmer of the Mint,

হওয়ায় জগৎশেঠ ও কোম্পানীর মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। সমস্ত দেশের অর্থ প্রচলনের সহিত জগৎশেঠের সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহাদিগকে এবিষয়ে বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। নবাব মীরজাফর হইতে দেশের সমস্ত জমীদার মহাজন প্রভৃতির সহিত জগৎশেঠের বিশেষরূপ অর্থসম্বন্ধ ছিল, কাজেই যাহাতে তাঁহাদের বিশেষরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এ সময়ে কোম্পানীর সহিত যে শেঠদিগের অর্থসম্বন্ধ ছিল, তাহাও আমরা অবগত হইয়া থাকি। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে ঢাকার ইংরেজ অধ্যক্ষ কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহাদের ঢাকার কোষাগারে এরূপ অর্থের অভাব ঘটিয়াছে যে, মাসিক ব্যয় নির্বাহ হওয়া সুকঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে টাকা না পাঠাইলে অথবা জগৎশেঠের নিকট হইতে টাকা লওয়ার অনুমতি প্রদান না করিলে কোম্পানির দাদনাদি সমস্ত কার্য স্থাগত থাকিবে।† উক্ত অব্দের মে মাসের কাউন্সিলের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, কোম্পানীর কার্যের জন্য শেঠদিগের নিকট হইতে টাকা লওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু নবাব সরকারের আদিষ্ট অর্থ প্রদানে তাঁহারা বিব্রত থাকায়, কোম্পানীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং দেশব্যাপী অর্থ-সম্পর্কে শেঠদিগকে আপনাদের লাভালাভের জন্য যে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

I mean Juggat Sett's house who have the privilege of coining and now stamping their money in the Nabab's Mint on paying to the farmer as I understand a duty of ½ per cent ; by this privilege and by their great wealth and influence in the country they reap the chief benefit arising from the abovementioned practice which I have called an indirect tax, and the Nabab finds it convenient to indulge them therein in recompense for the loans and exactions he obliges them to submit to in his exigencies of money. *All old sicca rupees not diminished in weight that have the flower on them called foollee Siccas, are fit to be stamped anew being in intrinsic value equal to new Siccas.*" (Proceedings, June 30th 1760, Long, p. 217).

† "Received a letter from the Chief and Council at Dacca under date the 5th instant requesting an immediate supply of money or permit them to take up money from Juggat Set's house otherwise the Company's investment will be at a stand, their treasury being reduced so low that they have not sufficient for their monthly expenses." (Proceedings, March 10, 1760, Long, p. 207).

সন্ধির সর্তানুযায়ী কোম্পানীর সমস্ত দাবী মিটাইবার চেষ্টা করিয়া মীরজাফর খাঁ উপাধি ও খেলাত বিতরণে ব্যস্ত হইলেন। তিনি আপনার আত্মীয়দিগকে গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত করিয়া প্রধান প্রধান কর্মচারী-দিগকে খেলাত প্রদান করেন। ক্লাইব এবং ওয়াট্সনও তাহাতে বঞ্চিত হন নাই। বরং তাঁহাদিগকে অধিকতর গৌরবসূচক খেলাতই প্রদত্ত হইয়াছিল। ওয়াট্সনও তজ্জন্য নবাবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। যে সময়ে নবাব মীরজাফর খাঁ উপাধি ও খেলাত বিতরণে ব্যস্ত, সেই সময়ে কূট সাহেব বিহারে উপস্থিত হইয়া, মুসোঁ লা ও তাঁহার সহচরগণকে ধৃত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহার পাটনায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে লা বিহার পরি-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই সময়ে বিহার প্রদেশের শাসনভার রাজা রাম-নারায়ণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা রামনারায়ণ আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তিনি উচ্চ পদে উন্নীত হন। তিনি মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্র হইতে নির্লিপ্ত ছিলেন। তবে মীরজাফরের সহিত তাঁহারও যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। তথাপি রামনারায়ণকে সিরাজউদ্দৌলার হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া এবং মুসোঁ লা বিনা বাধায় তাঁহার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাওয়ায়, ইংরেজ পক্ষ তাঁহাকে বিদ্রোহী মনে করিয়া পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। তৎসঙ্গে মীরজাফরের কোন কোন আত্মীয়ও যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মীরজাফর প্রথমে রামনারায়ণের প্রতি কোন-রূপ সন্দেহ না করায় এ বিষয়ে অভিমত প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ রামনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করায়, কূট সাহেব সদলবলে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। রামারায়ণের প্রতিই বিহার শাসনের ভার অর্পিত থাকে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বিহারপ্রদেশ নিরাপদ হয় না্ই। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মীরজাফর রাজ্যশাসনের উপযোগী অর্থ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহাকে দিন দিন অধিকতর অর্থাভাব অনুভব করিতে হয়। যে সমস্ত কর্মচারী তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির সহায়তা করিয়া, সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা আশানুরূপ ফললাভ না করায়, তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সৈন্যগণের বেতন বাকী থাকায়, তাহারাও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। এইরূপে মীরজাফর অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তিনি অনেক সময়ে জগৎ-শেঠের মুখাপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতার টাঁকশালে ইংরেজ কোম্পানীকে সিক্কা টাকা মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ায়, জগৎশেঠেরও ক্ষতি হইয়াছিল। কাজেই জগৎশেঠ তাঁহার আশানুরূপ কার্য করিতে পারেন নাই। তথাপি শেঠগণও যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজা দুর্লভরাম মীরজাফরের মসনদপ্রাপ্তির জন্য যার-

পরনাই সাহায্য করিয়াছিলেন। মীরজাফরও তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। মীরজাফরের অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু দুর্লভরাম দেখিলেন, রাজকোষ শূন্য। রাজ্য হইতে অর্থাগমেরও বিশেষ সুবিধা নাই। বিশেষতঃ, তিনি নিজেও ইহাতে বিশেষরূপে লাভবান হইতে পারেন নাই। তদ্ভিন্ন মীরজাফরের আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটিবে, ইহা বিচিত্র নহে। বাস্তবিক অল্প দিনের মধ্যে মীরজাফর ও দুর্লভরামের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটিল। এই সময়ে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হিন্দুকর্মচারিগণ কর্তব্য কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। বিহারে রামনারায়ণের কার্যে দিন দিন সন্দেহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। মেদিনীপুরে রাজারাম সিংহও নূতন নবাবের আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই। পূর্ণিয়ার কোন কোন হিন্দু কর্মচারীও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। দুর্লভরামকে এই সকল ব্যাপারের মূল মনে করিয়া, মীরজাফর ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইলেন। রাজা দুর্লভরামও তাহা অবগত হইয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এদিকে মীরজাফরের সৈন্যগণ রীতিমত বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায়, তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইতে থাকে। বিহার হইতে সংবাদ আইসে যে, আলিবর্দীর বেগম রামনারায়ণের যোগে অযোধ্যার নবাবের সাহায্য অবলম্বন করিয়া, মীরজাফরকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করিতেছেন। দুর্লভরাম সিরাজের হত্যার পরও আলিবর্দীর বেগমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং তিনি যে ইহাতে সংসৃষ্ট আছেন, মীরজাফরের মনে এইরূপ ধারণা হইতে লাগিল। তিনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেবের মধ্যস্থতায় মীরজাফর ও দুর্লভরামের মধ্যে বাহ্য মিলন সংঘটিত হয়। বিহার অশান্তিময় জানিয়া, মীরজাফর বিহারাভিমুখে অগ্রসর হন। ঢাকা প্রদেশেও সরফরাজ খাঁর পুত্র আমানী খাঁকে সিংহাসন প্রদান করার চেষ্টায় এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তথায় অনায়াসেই শান্তি স্থাপিত হয়।

সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গ পাছে সিংহাসন লাভের চেষ্টা করেন, এই আশঙ্কা মীরজাফর ও তাঁহার পরিবারবর্গের মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে। সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা মেহেদী মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। রায়দুর্লভ তাঁহার কারামোচনের জন্য চেষ্টা করায়, তাঁহার প্রতি মীরজাফরের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়। বিহার যাত্রাকালে মীরজাফর স্বকীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণকে মেহেদীর হত্যার জন্য উপদেশ দিয়া যান। মীরণ ঐ সমস্ত কার্যে বিশেষরূপ তৎপর ছিলেন। তাঁহার আদেশে মেহেদী ধৃত হইয়া আপনার জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হন। এই হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দুইখানি কাষ্ঠফলকের পেষণে তাঁহার

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করা হয়। মির্জা মেহেদীর শোচনীয় হত্যায় মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গও যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করেন। মীরণের আদেশে আলিবর্দীর মহীয়সী বেগম, তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘেসেটী ও আমীনা এবং সিরাজের বেগম লুৎফউন্নিসা ও তাঁহার শিশু কন্যা উম্মৎজহুরাকে কিছুকাল বন্দিভাবে রাখিয়া, পরে তাঁহাদিগকে কদর্য নৌকা-যোগে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহারা বন্দিভাবেই অবস্থান করিতে বাধ্য হন। কিন্তু মীরণ তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া ঘেসেটী ও আমীনার হত্যার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে আনয়নের ছলে জলমগ্ন করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। কথিত আছে যে, মৃত্যুকালে সেই নিরাশ্রয়া মহিলাদ্বয় বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতেই মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মীরণের মৃত্যু আজিও অনেকের নিকট রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

এইরূপে সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গের শোচনীয় পরিণাম সংঘটন করিয়া মীরণ দিন দিন আপনার অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আদেশে অনেকেরই রক্তপাত ঘটিয়াছিল। মীরণের কার্য হইতে মীরজাফর অনেক সময়ে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু অনেক কার্য যে তাঁহার প্ররোচনায় সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্যাতিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা মীরজাফরের রাজত্বের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া, বিভীষিকায় অধিকতর অস্থির হইয়া উঠেন। শেঠগণও সেই বিভীষিকার হস্ত হইতে নিস্কৃতি পান নাই। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মীরজাফর বিহারাভিমুখে যাত্রা করিলে, রায়দুর্লভও তাঁহার সহিত গমন করিতে বাধ্য হন। নবাবের সহিত ক্লাইবও বিহারে যাইতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু নবাব কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা দিবার ব্যবস্থা না করিলে, ক্লাইব যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। দুর্লভরামের সহিত পরামর্শে স্থির হইল যে, উপস্থিত দেয় ২৩ লক্ষ মুদ্রার অর্ধাংশ রাজকোষ হইতে ও অপরার্ধ হুগলীর ফৌজদার এবং বর্ধমান ও নদীয়ার রাজার নিকট বরাত দেওয়া হইবে। পরবর্তী কিস্তির ১৯ লক্ষ টাকার জন্যও ঐরূপ বরাতের ব্যবস্থা করা হইল। এই সমস্ত বরাতি টাকা আদায়ের ভার পরে নন্দকুমারের প্রতি অর্পিত হয়। নন্দকুমার এই সময়ে মীরজাফর ও মীরণ উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। নবাব, ক্লাইব ও রায়দুর্লভ বিহারাভিমুখে যাত্রা করিয়া, রামনারায়ণ সম্বন্ধে কর্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হন। দুর্লভরামের পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, রাম-

নারায়ণ স্বীয় অপরিমিত সৈন্য লইয়া অযোধ্যার নবাব ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগদান করিলে অত্যন্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গালার চৌথের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিল। কাজেই রামনারায়ণের সহিত মিলনই স্থির হইল। নবাব পাটনায় উপস্থিত হইয়া দরবারে রামনারায়ণকে খেলাত প্রদান করিলেন। মীরণ নামে বিহারের নবাব হইলেন, রামনারায়ণ তাঁহার সহকারিরূপে সমস্ত কার্য করিবেন বলিয়া আদিষ্ট হন। পাটনায় অবস্থিতিকালে ক্লাইব কোম্পানীর সোরার ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া লন। রামনারায়ণের প্রতি বিহারের গোলযোগ শান্তির আদেশ দিয়া মীরজাফর ক্লাইব ও দুর্লভরামের সহিত মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে তিনি দিল্লীর দরবার হইতে সুবেদারীর সনন্দ ও ক্লাইব ছয় হাজারী মনসবদারী পদবী প্রাপ্ত হন। ক্লাইব ও রায়দুর্লভ অগ্রে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। নবাবের বিহারে অবস্থানকালে রামনারায়ণ ও নবাবের হত্যা-সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদে এক জনশ্রুতি প্রচারিত হয়। মীরণও তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব-শিবির হইতে প্রকৃত সংবাদ আসিলে যদিও উক্ত জনরব অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথাপি মীরণের চিত্ত নানা সন্দেহে বিচলিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ নবাবের আগমনের পূর্বে ক্লাইব ও দুর্লভরামের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া, তাঁহার সন্দেহ গাঢ়তর হইয়া উঠে। এমন কি, তিনি ক্লাইবের প্রতিও সন্দেহ করিয়াছিলেন। মীরণ পিতার সহিত যোগদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে মুর্শিদাবাদ শহরে এক বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হইল। বাজার হাট সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল, দোকান সকল অর্গলবন্ধ হইল, মহাজনেরা আপন আপন কার্য স্থগিত করিলেন। এমন কি, শেঠগণও আপনাদের সমস্ত কার্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।* ক্লাইব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মীরণের এই নির্বুদ্ধিতার বিষয় অবগত হন, এবং নবাবকে সমস্ত লিখিয়া পাঠান। নবাবের উত্তর পঁহুছিবার পূর্বে মীরণ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। ইহার পর ক্লাইব কলিকাতা যাত্রা করেন। এই সময়ে কলিকাতা কাউন্সিলের কর্তৃত্ব লইয়া নানারূপ গোলযোগ ঘটে। প্রথমে ডিরেক্টরগণ ক্লাইবের প্রতি কর্তৃত্বভার প্রদান করিয়াছিলেন; পরে আবার কাউন্সিলের প্রধান সদস্যগণের প্রতি পর্যায়ক্রমে সেই ভার অর্পিত হয়। তাহাতে ক্লাইব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলে, অবশেষে তাঁহারই প্রতি কর্তৃত্বভার অর্পিত হয়।

* "The more obscure the cause, the greater was the terror raised by this abrupt resolution. The markets were deserted, the shops were shut, the bankers, even the Seats, would do no business, and many principal families prepared to send away their effects." Orme.

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, নন্দকুমার এই সময়ে মীরজাফর ও মীরণের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। তিনি দুর্লভরামের সহকারী নিযুক্ত হন, এবং নবাবের সহিত পাটনা গমনও করিয়াছিলেন। ইংরেজ পক্ষের দেয় টাকার জন্য মীরজাফর চিন্তিত হইলে, নন্দকুমার জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া দিতে সম্মত হন। তিনি কোম্পানীর পক্ষেরও তহশীল-দার নিযুক্ত হইয়া নদীয়া ও বর্ধমান হইতে টাকা আদায়েরও চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। নন্দকুমারের টাকা আদায়ের চেষ্টায় নবাব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং দুর্লভরামের প্রতিও ক্রমে অসন্তুষ্ট হইতে থাকেন। নন্দকুমার তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া দেন যে, ইংরেজদিগের দেয় টাকা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখাই উচিত। দুর্লভরাম রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে বিশেষরূপ সচেষ্ট ছিলেন না। শেঠদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব থাকায়, শেঠগণ তাঁহার পক্ষ সমর্থনের প্রয়াসী ছিলেন। নন্দকুমার প্রভৃতি শেঠদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, রায়দুর্লভ রাজস্ব হইতে নবাবের বিশেষ প্রয়োজনের জন্য অর্থ সরবরাহ করিতে না পারিলে, শেঠদিগকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। শেঠগণ তাহাতে ভীত হইয়া রায়দুর্লভের সহিত আর বিশেষ কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন নাই।* মীরজাফর ও মীরণ রায়দুর্লভের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, রায়দুর্লভ আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মীরজাফর তাহাতে সম্মতি দান করিলেও, মীরণ সৈন্যাদির ব্যয় নির্বাহের অর্থ প্রদান না করিলে, তাঁহার যাওয়া ঘটিবে না বলিয়া প্রকাশ করেন।

এই সময়ে রাজা রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ঢাকা বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র প্রদান করার জন্য রায়দুর্লভ আদিষ্ট হন। রায়দুর্লভের সহিত নবাবের এইরূপ গোলযোগের সংবাদ পাইয়া ক্লাইব কৌশলপূর্বক নবাবকে নিমন্ত্রণ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন। নবাবও স্বীকৃত হইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হন। মীরণ সেই অবকাশে কতকগুলি সৈন্যকে বেতনপ্রাপ্তির জন্য রায়দুর্লভের বাটীতে পাঠাইয়া দিলে, তাহারা গোলযোগ উপস্থিত করে। ইংরেজ পক্ষের চেষ্টায় তাহার নিবৃত্তি হইলে রায়দুর্লভও কলিকাতায় প্রস্থান করেন। মীরণের আদেশে তাঁহার আবাসবাটী অবরুদ্ধ হয়। ক্লাইবের চেষ্টায় দুর্লভরামের পরিবারবর্গ

* "The scheme would not have been void of risque, if Nuncomar and others had not estranged the powerful house of the Seats from the interests of Roydoolub, by representations, that they would be called on for money to supply the Nabab's exigencies, if Roydoolub continued to delay the supplies from the revenues." Orme.

অবশেষে কলিকাতাগমনে সমর্থ হইয়াছিল। মীরজাফর কলিকাতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। রায়দুর্লভ রাজস্ব-বিভাগের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করায়, অর্থাগমের নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিতে থাকে। ইংরেজদিগের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের জন্য রাজ্যের প্রধান অংশ বর্ধমানাদি আবন্ধ, জায়গীর-বিভাগের কর্মচারিগণও ব্যয়নির্বাহের জন্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া আত্মোদর পূরণে ব্যস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে মীরজাফর যে অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি ? শেঠগণও তাঁহার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই সৈন্যগণের বেতন প্রদানের জন্য নবাবকে কোম্পানীর নিকট ২২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। কোম্পানীও সত্বর সে টাকা পরিশোধের জন্য নবাবকে অনুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু নবাব সত্বর তাহা পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে কতকগুলি সৈন্য বেতন না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়া খাজা হাদীর অধীনে এক বিদ্রোহের সূচনা করে। নবাব খাজা হাদীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দেন। পথিমধ্যে হাদী নিহত হইলে, নবাবের প্ররোচনায় তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। খাজা হাদীব বিদ্রোহের সহিত দুর্লভরামের সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও সন্দেহ উপস্থিত হয। ক্লাইব এই সমস্ত গোলযোগ মিটাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ-ফরাসীতে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, ক্লাইবকে কতকগুলি সৈন্য পাঠাইতে হয়।

যে সময়ে মীরজাফর অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপন্ন, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, শাহজাদা আলি গহর বা ভবিষ্যৎ শাহ আলম বাদশাহ বিহার আক্রমণে প্রয়াসী হইয়াছেন। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতে দিল্লীর বাদশাহগণ ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়েন। তাঁহারা উজীরদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা-রূপে বিরাজ করিতে থাকেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয় এবং আফগান ও পারসিকগণের আক্রমণে দিল্লী সাম্রাজ্য উৎপীড়িত হইয়া উঠে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। হায়দরাবাদের সুবিখ্যাত নিজাম উল্ মুল্কের পৌত্র গাজীউদ্দীন উজীররূপে তাঁহাকে করায়ত্ত করিয়া রাখেন। যুবরাজ আলি গহর উজীরের প্রাধান্য অসহ্য মনে করিয়া, নিজে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা অবলম্বনের চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে রোহিলখণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপনার দলপুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন এবং বঙ্গ-বিহার অধিকার করার ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠে। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতির সহানুভূতিতে তিনি সাহসী হইয়া বিহারাভিমুখে অগ্রসর হন। আলি গহর প্রথমে ক্লাইবকে তাঁহার সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠান। ক্লাইব তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনি মুসোঁ লাকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করেন। লা এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

শাহজাদার বিহারাক্রমণের সংবাদ পাইয়া, রাজা রামনারায়ণ অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন। তিনি নবাবসৈন্যের বিহারে উপস্থিতির বিলম্ব জানিয়া, পাটনার ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ আমিয়ট সাহেবের পরামর্শক্রমে শাহজাদার সহিত মৌখিক সদ্ভাবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শাহজাদা পাটনা অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলে, রামনারায়ণ নগররক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ক্লাইব মীরণের সহিত বিহারাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহাদের আমগনের পূর্বে রামনারায়ণ নগর-রক্ষার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। শাহজাদা বিশেষরূপে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া পাটনা হইতে প্রস্থান করেন। পরে তিনি ক্লাইবকে কিছু অর্থের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব রামনারায়ণের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে দশসহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দেন। ইহার পর তাঁহারা আবার বাঙ্গালাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হন। নবাব মীরজাফর এই সময়ে ক্লাইবকে কোম্পানীর কলিকাতা জমীদারী জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। তাহাতে তিন লক্ষ টাকা ক্লাইবের স্থায়ী আয় হয়। কিন্তু এই জায়গীর লইয়া উত্তরকালে নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

এই সময়ে শেঠগণও এক বিপদে নিপতিত হন। কিন্তু তাঁহারা সাহস অবলম্বন করায়, অনতিবিলম্বে সে বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পক্ষে শেঠগণ যে সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে যে নবাবের অর্থাভাবের পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এরূপ বাধ্যবাধকতাসত্ত্বেও নবাব মীরজাফর শেঠদিগের প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার প্রতি-নিয়ত অর্থাভাব শেঠগণ সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। নবাব তাহাতেই শেঠদিগকে একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। একটি ঘটনায় তাঁহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। যে সময়ে শাহজাদা আলি গহর বিহার আক্রমণে অগ্রসর হন, সেই সময়ে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ আপনাদের প্রসিদ্ধ তীর্থ পরেশনাথদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। নবাব প্রথমে তাঁহাদিগকে তীর্থদর্শনের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আদেশ দেন। এই সময়ে এক প্রবাদ প্রচারিত হয় যে, শেঠদিগের সহিত শাহজাদার পরামর্শ চলিতেছে এবং তাঁহারা তাঁহাকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য অর্থসাহায্যও করিতেছেন। নবাব এই জনরবে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, নবাবের মনে শেঠদিগের প্রতি অসন্তোষের ভাব জাগরূক না থাকিলে, তিনি কদাচ এইরূপ প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। সে যাহা হউক, নবাব তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিলেও শেঠগণ নবাবের আদেশে কর্ণপাত করেন নাই। শেঠদিগের সহিত তাঁহাদের বৃত্তিভোগী যে দুই সহস্র সৈন্য ছিল, শেঠগণ তাহা-

দিগকে যথেষ্ট অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়া তীর্থাভিমুখে অগ্রসর হন। নবাব আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, শেঠদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে, অথবা তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিতে সাহসী হন নাই।* ইহার পর নবাব মীরজাফরকে বাধ্য হইয়া আবার শেঠদিগের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

মীরজাফরের রাজত্বে ইংরেজদিগের প্রাদুর্ভাব যে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই সময়ে ইংরেজেরা সর্বপ্রকারেই আপনাদের সুবিধা করিয়া লইতেছিলেন। বাণিজ্য-বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গদেশে একরূপ সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। ইতিপূর্বে ফরাসীগণ বঙ্গদেশ হইতে একরূপ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। একমাত্র ওলন্দাজগণ আপনাদের বাণিজ্যকার্য কোন প্রকারে পরিচালনা করিতেছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় ও দেশীয় বণিকাদগেব বাণিজ্য কার্যেরও তাদৃশ প্রসার ছিল না। এতদ্ভিন্ন রাজ্য-শাসন-বিষয়েও ইংরেজেরা নবাবের প্রতি ক্রমে ক্রমে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মীরজাফর বিশেষতঃ মীরণ

* "Juggat Set and his brother had obtained leave to proceed on a pilgrimage to Parasnath, and had commenced their journey, when information was received that they, were in correspondence with the Sahzada (who was at that time threatening to invade Behar) and had actually furnished him with the means of paying his new levies. The Nawab, giving credit to this report, sent to stop them ; but they refused compliance with his order, and proceeded under the guard of 2000 men, who had been furnished for their escort. These troops, on receiving a promise of the liquidation of their arrears readily transferred their allegiance from the prince to the bankers. The Nawab even if he had the disposition, would probably have found himself without the means of coercing these wealthy subjects into submission. The principal bankers of India command, through the influence of their extensive credit, the respect of sovereigns, and the support of their principal ministers and generals. Their property though often immense is seldom in a tangible form. Their great profits enable them to bear moderate exactions and the prince who has recourse to violence towards one of this class is not only likely to fail in his immediate object of plunder, but is certain to destroy his future resources, and to excite our impression of his character that must greatly facilitate those attempts against his lite and power to which it is lot of despots to be continually exposed." (Mahlaolm's *Life of Lord Clive*).

ইহাতে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, এবং মীরণ ক্রমে ক্রমে ইংরেজদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হওয়ারও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। মীরজাফর ও মীরণের অসন্তোষভাব ইংরেজ পক্ষও অবগত হইয়াছিলেন। যখন পরস্পরের মনে পরস্পরের প্রতি অসন্তোষের ভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে কয়েকখানি ওলন্দাজ রণতরী বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়। ইংরেজেরা সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সহিত প্রতিস্বন্দ্বিতা করার জন্য মীরজাফরের ইঙ্গিতে ওলন্দাজ রণতরী আগমন করিয়াছে। ইংরেজেরা নবাবের প্রতি সন্দেহ করিলেও, তাঁহারা জানিতেন যে, নবাব তখনও পর্যন্ত তাঁহাদের করায়ত্ত। কাজেই তাঁহারা নবাবের দ্বারা এইরূপ আদেশ প্রচার করাইলেন যে, উক্ত জাহাজগুলি অচিরে প্রস্থান করে। ওলন্দাজগণ অবশ্য সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ক্লাইব স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাব মীরজাফর তাঁহাকে আপ্যায়িত করার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হন, তাঁহার সহিত জগৎশেঠও আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানাদি সুসজ্জিত করা, উপহার প্রদান ও সঙ্গী লোকজনাদিকে পারিতোষিকাদি দানে কোম্পানীর অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নবাবের অভ্যর্থনায় তাঁহাদের প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়, এবং জগৎশেঠের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহারা ১৭৩৭৪ আর্কট মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।* ইহা হইতে বুঝা

* Jugget Set's entertainment
(Proceedings, November)

The Honorable Company			Dr.
September—For four days expenses for Jugget Sett as under mentioned			
To House furnished viz— 30 pieces of cossas at Rs. 5-8 Per piece Arcot Rs.	155	0	0
45 Do. cuttnec .. „	157	8	0
Red Bunting silk, Tape and Thread for Purdah Arcot Rs.	96	12	0
Gunneys for the Bed	16	10	0
20 Pairs of Mats	37	0	0
Taylors work on Sundries	66	6	6
	529	4	6
To his diet for 4 days at Rs. 400 per day ..	1660	0	0
To presents given, &c.—			
6 pieces of flowered velvet at Rs 261-9-6 Per piece 1570 8 0			

যায় যে, কোম্পানী জগৎশেঠকে কিরূপ সমাদর করিতেন। ওলন্দাজেরা নবাবের আদেশে রণতরীগুলি স্থানান্তরে পাঠাইলেও, অল্পদিন পরে আবার তাঁহাদের কতকগুলি জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরেজদিগের অনুরোধে নবাব মুর্শিদাবাদে যাত্রাকালে ওলন্দাজদিগকে আবার সেগুলি স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ দেন। ওলন্দাজেরা নবাবের আদেশ মান্য করিতে স্বীকৃত হইলেও, আপনাদের বাণিজ্যরক্ষার জন্য কিছুকাল জাহাজগুলি

1 Offer box set with diamonds sicca Rs. 3000 ..				3222	3	6			
1 Piece ot china Brocade	215	0	0						
2 Do. Do. Brought by Captain Brother	552	0	0						
				767	0	0			
4 Pieces of Broad cloth at Rs 70 Per picce ..				280	0	0			
4 Pairs of side Lanthorus at Rs. 120 Per pair —				480	0	0			
8 Twizer cases at Rs. 55 each —				440	0	0			
				6759	5	6			
							8359	5	6
To money given to his servants, viz :— Jemadars, chokdars, Peons, attending servants, Dammar boys and bearers &c. .							500	O	0
To Dolchand's Expence—									
To his diet ..	150	0	0	150	0				
To Presents given									
2 pieces of flowered velvet	457	3	0						
1 Do. of china Brocade	215	0	0						
2 Do. Broad cloth ..	100	0	0						
				772	3	0	922	3	0
To Ratoonchund, his diet				150	0	0			
To Presents—									
2 Pieces of flowered velvet	532	7	0						

রাখিতে ইচ্ছা করেন। ইংরেজেরা তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কর্ণেল ফোর্ডের চেষ্টায় ওলন্দাজেরা পরাভূত হইয়া যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দশলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। মেজর কেল্‌ড তাঁহার স্থলে ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে আবার শাহজাদা বিহার আক্রমণে অভিলাষী হইলে. কেল্‌ড মীরণের সমভিব্যাহারে বিহারাভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হন।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এই সময়ে বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর

1 Do. of Broad cloth ..	50 0 0		
Buxis to the servants	50 0 0		
		782 7 0	932 7 0
To Birjo mohan shaw, his diet .		100 0 0	
To Present a piece of flowered velvet		284 14 0	
			384 14 0
To Moonsubdar his diet ..		100 0 0	
To Presents			
2 Pieces of Broad cloth	140 0 0		
Ready money given . sent Rs. 3000 ..	3597 3 6		
..		3737 3 6	3837 3 6
To Paid Mr. Hackett as per Bill Co's Rs. ..		2001 6 0	
			1853 2 0
To Broad cloth half pieces for putting over the Elephant ..		35 0 0	
To Boxis to the people that brought present of Fruits sweet Rs. 20 ..		20 10 0	
			55 0 0
		Arcot Rupees	17374 1 6

Calcutta
6th October 1759

Arcot Rupees 17374 1 6
Errors Excepted
(Signed) Robert Clive

উজীর গাজীউদ্দীনের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলস্বরূপে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গাজীউদ্দীন কিন্তু অধিকদিন আলমগীরকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে দেন নাই। তিনি আলমগীরকে নিহত করিয়া তাঁহার এক পুত্রকে

Nabob's Entertainment

The Honorable Company .. .. .. Dr.

Expenses made for Nabob, his coming down to Calcutta and other extraordinary charges as under mentioned, viz :—

House Furnished—

To 10 Pieces of cuttnee Purdah for window at 45 Rs. Per corge .. Arcot Rs.	157	8	0			
2 Pieces of Taffuty	14	8	0			
46½ yards of velvet at 6-8 Per yard	302	4	0			
Gold thread sicca wt. 68-6-0 Per yard	200	13	6			
12 seers of silk cotton for bed and Pillow	1	12	0			
5 seers cotton	2	8	0			
Silk Thread and Tape &c. Lacenan's work	66	8	0			
Taylors work &c.	68	0	0			
	810	7	6			
Batta 8 Percent	64	13	6			
				875	5	0
To 2 Pairs of Lusters Arcot Rs.	2100	0	0	2268	0	0
To 3 hanging Lustres as per Mr. Holwell's Bill No I sent	3500	0	0	3835	0	0
To Mr. Scrofton, as per Bill no 2 viz :—						
4 Pair jamerdos At Rs. 400 per pair	1600	0	0			
3 Dozen Lamp Glasses, 3 Dozen saucers, 1 Dozen Mugs 1 Dozen Mug Saucers. 3 Dozen Mugs with Covers and Saucers	168	0	0			
Sent Rs.	1678	0	0			
Batta 11 Percent	194	7	9			
				1962	7	9

সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শাহজাদা আলি গহর কিন্তু জ্যেষ্ঠত্বসূত্রে আপনাকেই বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি শাহ আলম উপাধি ধারণ করিয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাকে উজীরী প্রদান করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্য করায়ত্ত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। শাহ আলম প্রথমে বিহার ও বাঙ্গালা অধিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ায়, রাজা রামনারায়ণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন। নবীন বাদশাহের সহিত যুদ্ধে রামনারায়ণ আহত হইয়া পাটনা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলে, মীরণ ও কেলডের সৈন্য আসিয়া উপস্থিত

To a pair of square Lanthorus Arcot Rs.	200 0 0	
To a " round "	70	
	270 0 0	291 9 6
To 9 Large Looking Glasses at 57-8 each	517 8 0	
2 Middling Glasses at 37-8 each	112 8 0	
10 Looking Glasses	625 0 0	
	1255 0 0	
Batta 8 Percent	100 6 3	
	1355 6 3	
To 4 Pairs of Brass Candlesticks	5 11 0	
To 3 Maunds of candles at 52-8 Per maund ..	157 8 0	
To Victuals to the Benians, Peons, Carpenters and Cooly	35 0 0	
		198 3 0
To Nabob's diet	657 6 0	
To fruits of sorts &c	96 5 0	
	753 11 0	
Batta 8 Percent	60 4 6	
		813 15 6
To 101 Gold Mohurs gave to Nabob at Rs. 15 each Arcot Rs. ..	155 0 0	
		1636 3 3

হয়। তাঁহাদের সহিত পাটনার সৈন্যদল যোগদান করিলে শাহ্ আলমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে প্রথমে নবাব সৈন্য পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের কৌশলে বাদশাহী সৈন্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, নবাব

To Omed Roy's Diet	300	0	0			
Swawket Sing's	300	0	0			
Canny Ram's	250	0	0			
Monnea Ram's	250	0	0			
Golam Hossein's	250	0	0			
Hurcarra's	100	0	0			
	1400	0	0			
Batta 8 Percent	112	0	0			
				1512	0	0
To Buxis to the following people Viz :-						
Nabob' Servants Sunt Rs.	2000	0	0			
Omed Ray's Servants ..	200	0	0			
Canny Ram gave him ..	5000	0	0			
,, ,, his servants ..	50	0	0			
Monnia Ram gave him ..	5000	0	0			
,, ,, his servants ..	50	0	0			
Golam Hossen's servants ..	100	0	0			
Shawket Sings ..	200	0	0			
Hurrcarrah, gave him ..	2000	0	0			
,, his servants ..	300	0	0			
	14900	0	0			
Batta 8 Percent	1639	0	0			
				16539	0	0
To Paid Captain Forrester, as per Bill No 3. viz :-						
To 3 waters, 1 Bettle Box and Rose water Bottle in silver ornamented with Lazuli ..	2186	0	0			
To 1 Do. Do. ..	1404	0	0			
To 1 Rose water bottle and stand	164	0	0			
To a Turkish Lady ..	222	0	0			
To a boy and Girl ..	108	0	0			
	4144	0	0			

সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে মীরণ আহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বাদশাহ কৌশলপূর্বক বিহার পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে ধাবিত হন এবং মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া মীরজাফরকে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে মীরজাফরও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার জন্য বর্ধমান প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহ যুদ্ধার্থ তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন; ইতিমধ্যে মীরণ ও ইংরেজ সৈন্য

To The Virgin Mary ..	33	0	0			
To 12 standing venusses to pull of behind ..	840	0	0			
To a Lying Do.	84	0	0			
To 6 Kissing figures ..	72	0	0			
To 8 Ladies under glasses ..	160	0	0			
To Joseph and Mary ..	33	0	0			
To a Roman charity ..	56	0	0			
To a curious cut Lustre Containing 32 snake arms and fans &c. ..	4608	0	0			
To 1 Do. Do. ..	4608	0	0			
To a pair of Plate glasses silver 55 inches by 33½ inches ..	1479	0	0			
To 1 Do. Do. 47½″ × 34½″	568	0	0			
To 1 Do. Do. 45½″ × 34″	420	0	0			
To a double barrel Gun ..	180	0	0			
To a silver mounted Gun with a gold lock-hole ..	124	0	0			
To a pair of double barrel Pistols ..	210	0	0			
To 2 Ladies richly drest in silver, Playing two tunes &c.	2080	0	0			
				19709	0	0
To Paid George Wilson as per Bill No. 4. for 2 large yellow Lustress Arcot Rs. .	6500	0	0	7020	0	0
To Paid Mr. Culling Smith as per Bill No. 5. for a Mahogany case mounted with Silver . etc.				800	0	0
To a pair of stand round looking glass .. .	300	0	0	324	0	0

আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শাহ আলম পুনর্বার পাটনার দিকে অগ্রসর হন্‌। এই সময়ে একদল ইংরেজ সৈন্য কাপ্তেন নক্সের অধীনতায় পাটনায় উপস্থিত

To 18 pieces of flowered velvet 837 yards at 5-10 each ..	4708	2	0			
Batta 8 Per cent	376	10	3			
				5084	12	0
To Present to Omed Roy, viz :						
1 Culgah	1200	0	0			
1 Seerpage .	2500	0	0			
1 Diamond ring . ..	600	0	0			
1 Kelolt . .	250	0	0			
	4550	0	0			
Batta 8 Per cent	364	0	0			
				4914	0	0
To Country canvas 200 pieces at 6 Rs. per piece .	1200	0	0			
Batta 8 Per cent	96	0	0			
	1296	0	0			
To 20 Europe cables, weight 175 Maunds 28 seers at 6 per Maund ..	1054	3	3			
To 30 Coils of coir, cable, weight 195 Maunds 25 seers at 8 Per Maund	1543	0	0			
To 50 Pair of Bulger hides at 13 Per pair	702	0	0			
				4595	3	3
To spices &c :—						
Cloves 20 seers at 16 per seer	320	0	0			
Mace 20 „ at 12 „	240	0	0			
Nutmegs 20 „ at 6 „	120	0	0			
Pepper 80 „ Per Maund	50	0	0			
Cinnamon 10 „ at 5 Per seer	50	0	0			
	780	0	0			

হওয়ায়, নবীন বাদশাহ্ পাটনা অধিকারে কৃতকার্য হন নাই। অধিকন্তু তিনি পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদেম

To 5 Maunds of Almonds at 25 per Maund ..	125	0	0			
To 2 ,, of Raisin at 60 ..	120	0	0			
To 5 seers of ,, at 50 per seer ..	277	8	0			
				1302	0	0
To what gave to Golam Hossein viz -- 4 Pieces of Europe canvas at 35 per piece at Rs. 140 is ..	151	3	3			
1 Bale of Cotton, 5 Maunds 36 seers at 17-4 Per Maund ..	101	12	9			
China ware, &c. at Rs. 14-6 is ..	120	8	3			
				376	8	0
To Paid Mr. Mackett as per Bill for entertainment at the Theatre Arcot Rs. .	376	6	0	406		
To Musicians for attending at Court House Ball as per Bill Arcot Rs. .. .	50	0	0	54	0	0
To Paid the Banians, Buller and Steward as per Account Partu at Court House amounting to current Rs. ..				1702	15	0
To Boxes, Rope and Nails &c. and Packerman on Sundries .	97	0	0			
To Coolies for Sundries &c. .	59	6	0			
To Buxis to the people that brought Presents &c. .	46	0	0			
To 61 boat-hire for Nabob going up the river .	1406	4	0			
To Peons that attend on things .	17	8	0			
To Sircars, peons and Mosalchies their wages, &c. .	97	0	0			
	1723	9	0			
Batta at 8 Per cent	138	2	0			
				1861	11	0

হোসেন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বাদশাহের সহিত যোগদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নক্স ও সেতাব রায়ের চেষ্টায় তিনিও পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কেল্‌ড ও মীরণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায়, মীরণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে, বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহার সহিত ঘেসেটি ও আমীনার অভিশাপও বিজড়িত করা হয়। কিন্তু মীরণের মৃত্যু যে রহস্যময়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ সেই সময়ে লোকে নানারূপ প্রবাদ প্রচার করিয়াছিল। মীরকাসিম আপনার উচ্চাশা পরিপূর্ণ করিবার জন্য ইংরেজপক্ষের কাহারও কাহারও সাহায্যে মীরণকে অন্য জগতে পঠাইয়াছিলেন বলিয়া তৎকালে কাহারও কাহারও অনুমান হইয়াছিল। মীরণ স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ইংরেজেরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, এবং মীরকাসিমও যে বঙ্গ-সিংহাসনের অভিলাষী ছিলেন, তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সমস্ত কারণে মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল।* মীরণের মৃত্যুতে তাঁহার সৈন্যদল বিচলিত হইতে আরম্ভ করিলে, রাজা রাজবল্লভ তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মীরণের মৃত্যুতে মীরজাফর অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তিনি মীরণের প্রতি সমস্ত আশা ভরসা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে জামাতা মীরকাসিমের প্রতি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। মীরকাসিম কিন্তু অনেকদিন হইতে মুর্শিদাবাদ মসনদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করিতেছিলেন। মীরণের

To Paid Louis Vaneet's Bill for sounding the Trumpets, Horns and Kettledrums at the entertainments

Arcot Rs. 54 0 0

1915 11 0

Carrent Rupees 79542 4 6

Calcutta
30th October 1759

Errors Excepted
(Signed) Robert Clive"
Long, pp. 189-94.

* এ সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক হাজী মস্তফা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যদিও তিনি মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুরই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তৎকালে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ও মুর্শিদাবাদবাসিগণ যে মীরণের মৃত্যুতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন বজ্রাঘাতেই মীরণের মৃত্যুর বর্ণনা করিলেও তাঁহার বিবরণ হইতে নানা সন্দেহের উৎপত্তি হয়।

Mutaqherin Vol. II

মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার গুপ্তমন্ত্রণা চলিতেছিল। ক্লাইবের ইংলণ্ড যাত্রার পর হলওয়েল সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। মীরকাসিম তাঁহারই সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলে, হলওয়েল প্রথমে তাঁহাকে পাটনার নবাবী প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া নবাব ও কাপ্তেন কেলডকে পত্র লেখেন। তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হওয়ায়, হলওয়েল ক্রমে ক্রমে মীরজাফরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। এদিকে মীরজাফরও অর্থাভাবে দিন দিন বিপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি ইংরেজ পক্ষের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার শাসনশৈথিল্যের জন্য জমীদারদিগের নিকট হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় হইতেছিল না। সেই সময়ে কোম্পানীর বাণিজ্যের জন্য অর্থেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নবাবের নিকট অর্থ না পাওয়ায়, তাঁহারা জগৎশেঠের নিকট হইতে প্রায় দশ পনর লক্ষ টাকা লওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। জগৎশেঠ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষায় সমর্থ না হওয়ায়, তাঁহারা জগৎশেঠের প্রতিও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে শেঠদিগের মুখাপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক মীরজাফরের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ না পাওয়ায়, এইরূপ কথা রটিতে লাগিল যে, তিনি শাহজাদার সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া তাঁহাকে ইংরেজদিগের বিপক্ষে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সিরাজউদ্দৌলার পরিবারবর্গের হত্যা ও দুর্দ্দশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মীরজাফরের প্রতি নানারূপ দোষারোপ হইতে লাগিল। এই সমস্ত দোষারোপের কিছু মূল থাকিলেও, উচ্চ মূল্যে মুর্শিদাবাদের মসনদ বিক্রয় করা যে ইংরেজপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং উক্ত মসনদের ক্রেতৃস্বরূপে যে মীরকাসিম দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না।

এই সময়ে নূতন গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হলওয়েল তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া মীরজাফরকে অপসৃত করিবার ব্যবস্থাই স্থির করিলেন। মীরকাসিমের সহিত গুপ্ত সন্ধি স্থাপিত হইল। আপাততঃ তিনি নায়েব নবাব হইলেন, এবং মীরজাফর খাঁর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসন পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল। মীরকাসিমও কোম্পানীর যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদানের স্বীকার ব্যতীত কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রদেশ কোম্পানীর হস্তে প্রদান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গও যথেষ্ট অর্থলাভ করিলেন। মীরকাসিমের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করার কথা নবাবকে জানাইবার জন্য ভান্সিটার্ট ও কেলড মীরকাসিমের সহিত মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। নবাব প্রথমে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। পরে তাঁহার রাজত্বের বিশৃঙ্খলা বুঝাইয়া

মীরকাসিমের হস্তে রাজ্যভার অর্পণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, মীরজাফর প্রথমে সম্মতি দান করেন নাই। তাহার পরে তাঁহার প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হইলে, মীরজাফর জামাতার হস্তে সাক্ষিগোপালস্বরূপে থাকিতে অসম্মত হইয়া কলিকাতাবাসের প্রস্তাব করেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে তাঁহার কলিকাতাবাসেরই ব্যবস্থা করা হয়। মীরকাসিম এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে নবাব হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদানের সময় গবর্ণর ভান্সিটার্ট জগৎশেঠকে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শানুসারে নূতন নবাবকে চালিত হওয়ার উপদেশ দেন। উভয়েই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। আমরা পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপে মীরজাফর খাঁ তদানীন্তন কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের দ্বারা প্রবঞ্চিত ও অপসৃত হইয়া আপনার অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের মসনদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া সে পাপের যে কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন, ইহা বোধ হয় অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য়

মহাতপচাঁদ

মীরজাফরের পরিত্যক্ত সিংহাসনে উপবিস্ট হইয়া মীরকাসিম ইংরেজ কোম্পানীর মনস্তুষ্টির জন্য নানা প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের প্রতিনিধিস্বরূপে কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার শেষ আশা অচিরেই পূরণ করিয়া, তাঁহার মস্তকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজমুকুট অর্পণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভের জন্য মীরকাসিম যে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার রক্তপাতের পরিবর্তে মীরজাফরকে দূরে অপসারিত করিয়া, তাঁহার রাজ্যলাভের অভিনয় কিয়ৎ পরিমাণে শান্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও উচ্চাশা ও বিশ্বাসঘাতকতা যে তাঁহাকেও পরিচালিত করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ও যে, বিশ্বাসঘাতকতার ফলভোগ করিতে হইয়াছিল, ইহাও ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। যে ইংরেজ কোম্পানীর

মনস্তুষ্টির জন্য তিনি উচ্চ মূল্যে মুর্শিদাবাদের মসনদ ক্রয় করিয়া, শ্বশুর মীরজাফরকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই ইংরেজ কোম্পানীর সহিত অবশেষে তাঁহার মনোমালিন্য ঘটায়, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইয়া দীনবেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে অজ্ঞাতভাবে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে মীর-কাসিমের সংঘর্ষে যে দেশব্যাপী বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে বঙ্গরাজ্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হয়। এই বিপ্লবানলে যে কত লোক বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিপ্লবানলে দগ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ আপনাদের জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মীরকাসিমও মীরজাফরের ন্যায় অর্থাভাব অনুভব করেন। মীরজাফরের দেয় এবং তাঁহার স্বীকৃত অর্থের পরিশোধের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সেনাদিগের বাকী বেতনের জন্য তাহারাও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। পাটনা ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত কোম্পানীর সৈন্যগণের ব্যয় নির্বাহ জন্য অর্থপ্রদান আবশ্যক। এই সমস্ত ব্যাপারের সত্বর ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে অশেষবিধ চেষ্টা করিতে হয়। তিনি রাজকোষে সামান্যমাত্র অর্থ পাইয়াছিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য যাহা ছিল, তাহাও মুদ্রায় পরিণত করা হইল। সর্বাগ্রে ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহনের অর্থপ্রদান করিতে হয়: পাটনার ব্যয়ভারের জন্য ইংরেজ অধ্যক্ষের অনুরোধে জগৎশেঠ অর্থপ্রদান করিয়া, কলিকাতা হইতে শতকরা দুই টাকা সুদ সহ তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, স্থির হইল।*

সন্ধির সর্ত অনুসারে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম প্রদেশ কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থের জন্য প্রদান করিলেও, নূতন নবাবকে কোম্পানীর প্রকাশ্য প্রাপ্য অর্থ ও কাউন্সিলের সদস্যগণের গোপনীয় অর্থের জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল। কাজেই তিনি রাজকীয় প্রত্যেক বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। জায়গীর ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারিবর্গের, নাগরিকগণের, এমন কি দাসদাসীগণেরও নিকট হইতে অর্থদোহনের ব্যবস্থা হইল। জমীদারগণও নজরানা দিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে সকলে বিচলিত হইয়া রাজ্য মধ্যে মহা গোলযোগের সূচনা করিয়া তুলিল। কি কারণে মীরকাসিম এইরূপ ভাবে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়,

* This done, all the future demands of the army must be supplied by the Company. We have engaged Juggut Seet, to take all opportunities that may offer of advancing money at Patna to receive it again at Calcutta, for a Premium of two per cent. Vansittat's *Narrative*, Vol. I, p. 141.

নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের এবং কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয়ভারবহনের জন্য তাঁহাকে এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ ভাবে কোম্পানীর কর্মচারিগণের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিয়াও মীরকাসিম শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মীরকাসিম উদ্যম-সহকারে অর্থসংগ্রহ করিয়া মুর্শিদাবাদস্থ সৈন্যগণের বেতন পরিশোধ করিয়া দেন। তদ্ভিন্ন কোম্পানীর পাটনাস্থ সৈন্যগণের ব্যয়নির্বাহার্থ তিন লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন; এবং কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থের প্রায় ছয় সাত লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া ফেলেন। মীরকাসিমের অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থায় দেশের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শেঠগণ তাঁহার এই প্রথার অনুমোদন করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার এইরূপ অর্থ শোষণে জমীদারবর্গও অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্ধমান ও বীরভূমের জমীদার মীরকাসিমের বিরুদ্ধাচরণেও প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীভট্ট মেদিনীপুর প্রভৃতির চৌথের দাবী করিয়া বঙ্গ আক্রমণের ভয় দেখাইতেছিলেন, এবং নবীন বাদশাহ শাহ আলমও সদলবলে বিহার প্রদেশে উপনীত হন। মীরকাসিম বর্ধমান ও বীরভূমের জমীদারকে তাঁহাদের সহিত যোগদানের সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং সে কথা ইংরেজ পক্ষকেও অবগত করান। তদ্ভিন্ন নন্দকুমার প্রভৃতিকেও তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। ইংরেজ সেনানী কাপ্তেন হোয়াইট এই সমস্ত গোলযোগ নিবৃত্তির জন্য প্রেরিত হন। তিনি মেদিনীপুর প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া বর্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলে, বর্ধমানরাজের একদল সৈন্য হোয়াইটকে বাধা প্রদানে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু হোয়াইটের সৈন্যগণ তাহাদিগকে অনায়াসেই পরাভূত করে, এবং বর্ধমান প্রদেশস্থ প্রজাগণের প্রতি যথেষ্ট উপদ্রব করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হয়।

বীরভূমের জমীদার আসদ জমান খাঁ নূতন নবাব মীরকাসিমকে রাজস্বের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে অসম্মত হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আসদ জমানও নূতন নবাবকে উপেক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। নবাব ইংরেজ পক্ষের সাহায্যে বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি স্বীয় গোলন্দাজ সেনাপতি গর্গিন খাঁ ও ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ইয়র্কের সহিত যাত্রা করিয়া বীরভূমের নিকট বুধগ্রামে উপস্থিত হন। বর্ধমানের দিক্ হইতে মেজর হোয়াইটও অগ্রসর হইলেন। জমীদারের সৈন্যগণ উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া পরাভূত হয় এবং ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালার ন্যায় বিহারের কোন কোন জমীদারও বিদ্রোহাচরণের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণের চেষ্টায় সেই সমস্ত বিদ্রোহ নিবৃত্ত হইলে, জমীদারগণ শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

জমীদারগণ কিয়ৎপরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করিলেও, রাজ্য মধ্যে কিন্তু বিপ্লবের অবসান হয় নাই। নবীন বাদশাহ শাহ আলম মীরজাফরের রাজ্য-চ্যুতির পর আবার নবীন উৎসাহে বিহার প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বিহার প্রদেশের জমীদার কামগার খাঁ প্রভৃতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। কর্ণেল কেল্ডের পর মেজর কার্ণাক ইংরেজ সৈন্যের অধিপতিত্ব গ্রহণ করিয়া বিহার প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সত্বরই নবীন বাদশাহের নবীন উদ্যম ব্যর্থ করিবার জন্য যত্নবান্ হন। এই সময়ে নবাবী সৈন্য রাজা রাজ-বল্লভ ও রামনারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছিল। নবাবী সৈন্যের সকল প্রাপ্য পরিশোধ না হওয়ায়, তাহারা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল এবং রাজা রাজবল্লভ ও রামনারায়ণের মধ্যেও মতদ্বৈধ থাকায় নবাবসৈন্য ঔদাস্য প্রকাশেরও সুযোগ পাইয়াছিল। সে যাহা হউক, মেজর কার্ণাক যখন পাটনা হইতে অগ্রসর হইলেন, তখন নবাবসৈন্যকে অগত্যা তাঁহার সহিত যোগদান করিতে হইল। বাদশাহ শাহ আলম সসৈন্যে বিহার নগরের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে বিতাড়িত ফরাসী সেনানী মুসোঁ লা ও কামগার খাঁ প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। সোয়ান নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিপক্ষের গোলাঘাতে বাদশাহের হস্তিপক নিহত হয় এবং হস্তীও শিবিরাভিমুখে পলায়ন করে। নেতার অবর্তমানে সৈন্যগণও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। মুসোঁ লা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন। বাদশাহ এক্ষণে পাটনার দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজ সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলে, তিনি দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিতে বাধ্য হন। মেজর কার্ণাক বাদশাহের সহিত সন্ধির উদ্দেশ্যে সেতাব রায়কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামগার খাঁর পরামর্শানুসারে বাদশাহ সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। সেতাব রায় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া আসেন যে, অবিলম্বে আপনাকে স্বয়ংই সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, সেতাব রায়ের উক্তি অচিরেই ফলবতী হইয়াছিল। বাদশাহ শাহ আলম অবশেষে নিজেই সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

ইংরেজ সৈন্যগণ নবীন বাদশাহের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তিনি দিন দিন অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরগণ ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া শাহ আলম স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফয়জুল্লা খাঁ নামক একজন সেনানীকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি কার্ণাক ফয়জুল্লা খাঁর প্রস্তাবে উত্তর দিলেন, যদি বাদশাহ কামগার খাঁকে বিতাড়িত করিয়া সসৈন্যে শোণ নদীর পর পারে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি কলিকাতা কাউন্সিলে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতে পারেন। ইতিমধ্যে রাজা রামনারায়ণ বাদশাহের ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সন্ধির প্রস্তাব হইলেও, ইংরেজ সৈন্য বাদশাহকে অনুসরণ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ক্রমে উভয় পক্ষ নিকটবর্তী হইলে বাদশাহ

ইংরেজ ও নবাব-সৈন্যকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেও, তাহারা তাঁহার সৈন্যদিগকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। বাদশাহের অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণভয়ে পলায়নপর হয়। অগত্যা বাদশাহ কামগার খাঁকে অপসারিত করিয়া স্বয়ংই ইংরেজশিবিরে আসিতে সম্মত হইলেন। গয়ার নিকটে তিনি মেজর কার্ণাকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হন। কার্ণাক তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার ব্যয়নির্বাহের জন্য রাজা রামনারায়ণ দৈনিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন ও সত্বরই কলিকাতা কাউন্সিলের অভিমত আনয়নের জন্য সচেষ্ট হন। তাহার পর বাদশাহকে লইয়া পাটনায় উপস্থিত হওয়া স্থির হয়। কাপ্তেন চাম্পিয়ন ও রাজা রাজবল্লভকে গয়ার নিকট সৈন্যপরিচালনার জন্য রাখিয়া কার্ণাক বাদশাহকে লইয়া পাটনায় উপস্থিত হইলেন। বাদশাহকে দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করার জন্য অনুরোধ করা হইল। সেই সময়ে পাণিপথের যুদ্ধে আবদালীর রণোন্মত্ত সৈন্যগণের নিকট মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হইলে, শাহ আলমের পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইয়া উঠে। তিনি এক্ষণে উক্ত সিংহাসন অধিকার করার জন্য ইংরেজপক্ষকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচার করিতেও আদেশ দেন। নানা কারণে ইংরেজ পক্ষ তাঁহার সহিত দিল্লী পর্যন্ত ধাবিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না।

নবাব মীরকাসিম বাঙ্গালার জমীদারগিকে দমন করিয়া এক্ষণে বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ইয়র্কও তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। নবাব সদলবলে পাটনার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজবল্লভ তৎপূর্বে নবাবের আদেশে পাটনায় আগমন করিয়াছিলেন। নবাব ইংরেজ সেনাপতি কার্ণাকের সহিত পরামর্শ না করিয়াই রাজবল্লভকে পাটনায় উপস্থিত হইতে আদেশ দেওয়ায়, কার্ণাক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনিও সৈন্যাধ্যক্ষ চাম্পিয়নকে সসৈন্যে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। কার্ণাকও মীরকাসিমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই বিষয় লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে একটু তর্ক বিতর্ক ঘটায়, চাম্পিয়ন পুনর্বার গয়া প্রদেশে গমন করেন। কামগার খাঁ বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলে, চাম্পিয়ন তাঁহাকে পার্বত্য প্রদেশে বিতাড়িত করিয়া দেন। কার্ণাকের সহিত গবর্ণর ভান্সিটার্টের তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া, নবাব মীরকাসিমের সহিত তিনি সকল বিষয়ে একমত হইতে পারিতেন না। কার্ণাকের প্রস্তাবানুসারে মীরকাসিম পাটনা দুর্গে বাদশাহ, শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে পাটনার ইংরেজ কুঠীতে উভয়ের সাক্ষাতের স্থান নির্ণয় হয়। কুঠীর একটি প্রকোষ্ঠে দরবারের অধিবেশন হয়। নবাব মীরকাসিম বাদশাহ শাহ আলমকে এক হাজার এক স্বর্ণমুদ্রা নজর ও উপঢৌকন প্রদান করিলে, বাদশাহ তাঁহাকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর স্বীকারে

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারী প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে নবীন নবাব আলিজা উপাধি, খেলাত ও অন্যান্য উপহারাদিও প্রাপ্ত হন। উভয়ের সাক্ষাতে পরস্পরের মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব স্থাপিত হইলেও, মনে মনে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘোরতর সন্দেহ থাকিয়া যায়। ইংরেজ ও নবাব বাদশাহের সিংহাসনপ্রাপ্তির বিশেষ কোনরূপ সাহায্য করিতে সম্মত নহেন জানিয়া, বাদশাহ অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মেজর কার্ণাক তাঁহাকে কর্মনাশার তীর পর্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইংরেজ সেনাপতি কার্ণাকের সহিত নবাব মীরকাসিমের মনোমালিন্য ঘটার উপক্রম হইয়াছিল। ইংরেজ কাউন্সিল তাহা বুঝিতে পারিয়া কর্ণেল কূটকে পাটনায় প্রেরণ করেন। কূট বিহারে উপস্থিত হইয়া কার্ণাকেরই সহিত যোগদান করিলেন। নবাবের সহিত তাঁহাদের অসদ্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে রামনারায়ণের হিসাব নিকাশ লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের মাত্রা দ্বিগুণ পরিমাণে বর্ধিত হইয়া উঠে। মীরকাসিম রামনারায়ণের হিসাব নিকাশ লইবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি, নবাব তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিবেন ইহা মনে করিয়া, রামনারায়ণের পক্ষসমর্থনে সচেষ্ট হইলেন। উভয় পক্ষ আপনাদের বক্তব্য কলিকাতা কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। সে সময়ে কলিকাতা কাউন্সিলেও দুই পক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তন্মধ্যে গবর্ণর ভান্সিটার্ট নবাবের পক্ষই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদ্-ব্যতীত নবাবের দুর্গাবাস লইয়া কর্ণেল কূটের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়। বাদশাহ শাহ আলম বিহার পরিত্যাগ করিয়া গেলে, নবাব মীরকাসিম পাটনা দুর্গমধ্যে বাস করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তথায় ইংরেজ প্রহরী থাকায় তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। নবাব ইংরেজ পক্ষকে প্রহরী অপসারিত করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, নবাব বলপূর্বক পাটনা অধিকার করিয়া লইবেন। রামনারায়ণ ইংরেজ সেনাপতিদিগকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। উভয় পক্ষের এইরূপ মতভেদের সময় কর্ণেল কূট একদিন উদ্ধতভাবে নবাবশিবিরে প্রবেশ করায়, নবাব মীরকাসিম অত্যন্ত অবমানিত মনে করিয়া কাউন্সিলে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠান এবং রামনারায়ণের হিসাব নিকাশ বুঝিয়া পাই-বার জন্য কাউন্সিলের নিকট বারংবার অনুরোধ করেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কূট ও কার্ণাককে কলিকাতায় থাকিবার জন্য আদেশ দিলেন। কাউন্সিলের কোন কোন সভ্য তাহার প্রতিবাদ করিলেও, গবর্ণরের মতই প্রবল হয়। কাপ্তেন কারণ্টারের অধীন একদল ইংরেজ-সৈন্য পাটনা-কুঠীর অধ্যক্ষ ম্যাগেয়ারের নেতৃত্বে রাখিয়া কূট ও কার্ণাক পাটনা পরি-ত্যাগ করিলেন।

নবাব মীরকাসিম এক্ষণে রামনারায়ণকে পাইয়া বসিলেন। রাজা রাজবল্লভের সাহায্যে তিনি রামনারায়ণের হিসাব নিকাশ লইতে সচেষ্ট হইলেন। রামনারায়ণ হিসাব প্রদর্শনে তৎপরতা দেখাইলেও, শেষ রক্ষা হইল না। নবাব তাঁহার সমস্ত হিসাব মঞ্জুর করিলেন না। অবশেষে তজ্জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ হইতে হইল। তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়া নবাব সাত লক্ষ টাকা হস্তগত করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আত্মীয়বন্ধুবর্গও উৎপীড়িত হইয়া আরও সাত লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হন। নবাব পাটনা হইতে গৃহীত অর্থে কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া ফেলেন। তজ্জন্য কেহ কেহ নবাবের এরূপ কার্যে গবর্ণর ভান্সিটার্টের সহায়তা ছিল বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। রামনারায়ণের ন্যায় সেতাব রায়েরও নিকাশ তলব হয়। সেতাব রায়ের হস্তে জায়গীরাদির তত্ত্বধানের ভার ছিল। ইংরেজপক্ষের অনুরোধে সেতাব রায় বিচারের জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হন; পরে তথা হইতে তিনি মুক্তিলাভের পর নবাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সরযূপারে গমন করেন।

রাজা রামনারায়ণের ও সেতাব রায়ের হিসাব নিকাশের পর নবাব মীরকাসিম বিহার প্রদেশের কতিপয় উদ্ধত জমীদারকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর তিনি বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার যে নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন, নবাব সুজা খাঁর সময়ে তাহা সম্পূর্ণ হয়। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাহার উপর কতক পরিমাণে আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহার পর আর রাজস্ব বন্দোবস্ত হয় নাই। নবাব মীরকাসিমের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, তিনি আবার নূতন বন্দোবস্তে মনোযোগ দেন। বীরভূম, দিনাজপুর প্রভৃতি জমীদারীর জমা বৃদ্ধি করিয়া তিনি ফৌজদারী, জায়গীর, সায়রাত সকল বিভাগেরই আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বর্ধিত আয় প্রায় সার্ধ সপ্ত লক্ষ টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এইরূপে মীরকাসিম সমগ্র বিহার ও বাঙ্গালার বন্দোবস্ত করিয়া আপনার অর্থাভাব দূর করিবার জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট হইলেন। উড়িষ্যা ইতিপূর্বে আলিবর্দী খাঁ কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কেবল মেদিনীপুর প্রদেশ বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার চৌথ আদায়ের জন্য মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর প্রদেশে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করায়, কোম্পানীর সৈনিকগণের চেষ্টায় তাহারা তথা হইতে অপসারিত হইতে বাধ্য হয়। মীরকাসিমের রাজত্বের প্রারম্ভে দেশমধ্যে যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, তাহা আপাততঃ শান্তভাব ধারণ করিল বটে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা এক প্রবল বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলে, স্বয়ং মীরকাসিমও তাহাতে দগ্ধ হইয়া বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কোম্পানীর কর্মচারিগণের সহিত বিবাদই সেই বিপ্লবের মূল। আমরা পরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

মীরকাসিমের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর হইতে তিনি ছলে বলে কৌশলে অর্থ

সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন, একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্যান্য নবাবদিগের সহিত জগৎশেঠের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, নবাব মীরকাসিমের সহিত সেরূপ ছিল না। যদিও রাজ্যপ্রাপ্তির সময় মীরকাসিম জগৎশেঠের পরামর্শে চালিত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। জগৎশেঠও তাঁহার অর্থসংগ্রহ-প্রথায় অনুমোদন করেন নাই। পূর্ববর্তী নবাবগণ অর্থসংগ্রহের জন্য অনেক সময়ে জগৎশেঠের প্রতি ভার অর্পণ করিতেন। জগৎশেঠ দেশের অবস্থা বুঝিয়া অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন। নবাব মীরকাসিম পাছে স্বকীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয়, ইহা মনে করিয়া, জগৎশেঠের প্রতি এরূপ কোন ভার অর্পণ করেন নাই। মীরকাসিম জগৎশেঠের উপদেশানুসারে কখনও চালিত হন নাই। যদি তিনি জগৎশেঠের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দেশমধ্যে এরূপ বিপ্লবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত না। জগৎশেঠের পরামর্শ লওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ আমরা দেখিতে পাই যে, মীরকাসিম শেঠদিগের সহিত ইংরেজপক্ষের ঘনিষ্ঠতা আছে মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ ও পরে তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। ফলতঃ জগৎশেঠের সহিত যে মীরকাসিমের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

মীরকাসিমের রাজ্যপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে জগৎশেঠ পদস্খলনজনিত পতনে হস্তে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কিছুদিন কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে রামনারায়ণ তাঁহার জন্য ঔষধাদি পাঠাইয়া তাঁহার বেদনা-শান্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* নবাব মীরকাসিমের সহিত জগৎশেঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না

Medicine for Jaggat Seat

[From Roy Royan, September]

* Your friendly letter in answer to mine, together with the oil and extract of horn and other medicines wrapt in paper for the cure of Jaggat Seat's arm dislocated by his foot slipping, with the letter, I have received, and I understand the contents, but you have not wrote in what manner the medicines are to be applied, for this reason I shall trouble you to send with expedition the name of the medicines in the paper and the method to apply them in separate notes, and I will forward them to Jaggat Seat.

A Doctor wanted to apply medicine to Jaggat Seat

[From Jaggat seat, September]

Saturday the 20th of Morum, at 6 o'clock in the evening, as I was returning from dinner upon plain ground my foot slipped and I fell down, by which accident my shoulder was

থাকায় তিনি বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজনৈতিক ব্যাপারে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। এই সময়ে নবাব মীরজাফরের অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার হীরাজহরতাদি যাহা ছিল, তাহা তিনি বিক্রয় করার অভিলাষে কাশীম-বাজার ইংরেজ কুঠীতে গচ্ছিত রাখেন। উক্ত জহরতাদি বিক্রয় করিয়া দেওয়ার জন্য জগৎশেঠের প্রতি ভার অর্পিত হয়।* নবাব মীরজাফরের যে সমস্ত

disjointed and two hours after I was bereaved of my senses. Shortly after a commungore came and gave me physic, and by God's grace it was replaced by the 2nd of Zuffer, and I am much better, but yet I have not got the use of my arm ; and I have received your favorable letter and the oil and extract of horn and other medicine and therefore I think you have done it from your own heart and since their arrival I have gained much strength, but you did not mention in what manner the medicines were to be applied, for this reason I have not used them, they remain as you sent them. I hope you will order to the people to write the direction and what regimen is necessary to be observed and shall immediately comply with them. My hand was lost to me, but your favour I have received the use of it again, and I beg you will enquire and send me what other medicines may be necessary to remove the pain, and write me concerning the application, and also send a Doctor that perfectly understands the nature of the medicines. By your complying with these requests, after my recovery, as long as I have life I shall retain a grateful sense of it.

P. S. Since yesterday, the 2nd Zuffer Doctor Hancock has given me physic, and I write this for your information, and I imagine you wrote to Doctor Hancock about it, and therefore from your favour it is I have received so great benefit. God grant you long life and many riches.—Long, pp. 234-35.

* Jaffir Khan's jewels to be sold by Jagat Set

[No. 156 to Jaggat Set March 2]

Some time ago Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadoor deposited all his jewels in the factory at Cossimbazar, at this time agreeable to the Nabob's orders I have sent for them, and in twenty days they will be sold, for this reason I shall trouble you to send a person on your part to purchase such as he may think proper and acquaint the merchants at Moorshedabad of it (their sale) that they may come here and make purchases. —Long, p. 237.

ধনরত্ন তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগমের হস্তে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই সিরাজউদ্দৌলার গুপ্তভাণ্ডার লুণ্ঠনে লব্ধ হয়। এক্ষণে মীরজাফর তৎসমস্ত বিক্রয়ের বাসনা করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ভাগ্যলক্ষ্মী আবার কিছুদিনের জন্য তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিবেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার যে জামাতা ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদলাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই জামাতাকে আবার তাঁহার ভাগ্যবিধাতৃগণ নির্যাতিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনলাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন। আমরা পরে দেখাইতেছি যে, কিরূপে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত বিবাদে মীরকাসিম রাজ্যচ্যুত, নির্বাসিত ও হৃতসর্বস্ব হইয়া ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হন, এবং মীরজাফর খাঁ আবার মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করিয়া কিরূপে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, কিরূপে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ ইংরেজ ও মীরকাসিমের সংঘর্ষজনিত বিপ্লবানলে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকিয়া আজিও সেই লোকধ্বংসকর বিপ্লবের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

মহাতপচাঁদ

ইংরেজ কোম্পানীর অনুগ্রহে মীরকাসিম মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভ করিয়াছিলেন, একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কোম্পানীর অনুগ্রহে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভিত হইলেও, তিনি আপনার হৃদয়মন্দির হইতে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে চিরনির্বাসিত করিতে পারেন নাই। কোম্পানীর কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা ঘোরতর বিবাদে পরিণত হয়। আমরা পূর্বে ইহার কিছু আভাস প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে তাহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সুবা বাঙ্গালার সুবেদারী লাভের আশায় মীরকাসিমের মন যে প্রথমতঃ ধাবিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না; এবং তিনি যে কেবল নিজের স্বার্থসাধনোদ্দেশে ইংরেজ কোম্পানীর শরণাগত হইয়াছিলেন, ইহাও অযথার্থ নহে। কিন্তু মীরকাসিমের হৃদয় একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য

ছিল না। তিনি স্বার্থলোভে প্রণোদিত হইয়া মুর্শিদাবাদ মুকুটের জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেও, আপনার জীবনকে কোম্পানীর কর্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করিতে অণুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি অর্থবিনিময়ে মুর্শিদাবাদের মসনদ ক্রয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু জীবনবিনিময়ে বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইতে স্বীকৃত হন নাই। কোম্পানী ও তাঁহার কর্মচারিগণের অর্থলালসা নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি দুই হস্তে অর্থশোষণ করিয়া দেশমধ্যে যখন অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখনও পর্যন্ত তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাহার পুরোপহার কিছুতেই কোম্পানীর কর্মচারিগণকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছে না, তখন ক্রমে ক্রমে তিনি সংজ্ঞালাভ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার হৃদয় হইতে মোহান্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে, এবং তাঁহার চক্ষু অবশেষে প্রসন্নভাব ধারণ করে। মীরকাসিম সেই প্রসন্নচক্ষুভরে একবার বঙ্গরাজ্যের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে তাঁহার অর্থশোষণে জমীদারগণ হৃতসর্বস্ব, রাজেই প্রজাগণ উৎপীড়িত। আর কোম্পানী ও তাহার কর্মচারিগণের বাণিজ্যনীতির দেশীয় বণিক ও ব্যবসায়ি সম্প্রদায় নিরন্ন। যে দেশের জমিদার, প্রজা ও ব্যবসায়ী সকলেই হাহাকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকে, সে দেশের অধীশ্বরের চক্ষু প্রসন্ন থাকিলে, তিনি যে সহজেই দেশের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা বোধ হয় সহজেই বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সে দেশের অধীশ্বর যদি সহৃদয় হন, তাহা হইলে তাহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতে পারে। সুখের বিষয়, মীরকাসিমের হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির অভাব ছিল না। তিনি প্রথমে স্বার্থকে আপনার আরাধ্য দেবতা করিলেও, হৃদয় হইতে এই সমস্ত সদ্‌গুণ একেবারে বিসর্জন দেন নাই; এবং প্রথমে নিজের স্বার্থসিদ্ধির সেবায় প্রবৃত্ত হইলেও, পরিশেষে তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের হিতের জন্য তাহাও বিসর্জন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিলে, আমাদের বোধ হয়, ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিত না।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, মীরকাসিম বাঙ্গালা হইতে বিহারে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিহার হইতে ফিরিয়া আসার অভিলাষ করেন নাই। কোম্পানীর কর্মচারিগণের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া তিনি নিজ কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীরকাসিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অধিক দিন কোম্পানীর কর্মচারিগণের সহিত তাঁহার বন্ধুতা থাকিবে না। অথচ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাঙ্গালার যে রাজমুকুট ক্রয় করিয়াছেন, তাহাকেও ভাগীরথীর অতল জলে নিমগ্ন করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং বঙ্গলক্ষ্মীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য তিনি উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। তজ্জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। মুঙ্গেরের প্রাচীন দুর্গের সংস্কার করিয়া মীরকাসিম তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। তথায় কারখানা স্থাপিত হইয়া কামান ও বন্দুক

নির্মাণের এবং গোলাগুলি সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার কারখানায় নির্মিত বন্দুক ইউরোপীয় বন্দুক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষা দিবার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মীরকাসিম জানিতেন যে, ইংরেজসৈন্য কেবল সুশিক্ষার জন্যই সমরে অজেয় হইয়া থাকে; দেশীয় সৈন্যের বাহুবল তাহাদের অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে। সেই জন্য তিনি দেশীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিতে উদ্যত হন। গ্রেগরী বা গর্গিন্ খাঁ, মার্কার, আরাটুন্ প্রভৃতি কয়েকজন আর্মেণীয় ও সমরু প্রভৃতি ইউরোপীয় তাঁহার সৈন্যগণকে শিক্ষিত ও পরিচালিত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। গর্গিন্ খাঁ প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গর্গিন্ খাঁ কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর্মেণীয় সওদাগর খাজা পিত্রুর ভ্রাতা। পিত্রুর দ্বারা গর্গিন্ খাঁর সহিত কোম্পানীর কর্মচারিগণের গোপনে পরামর্শ চলিত, এইরূপ সন্দেহ করিয়া অবশেষে নবাব মীরকাসিম গর্গিন্ খাঁকে নিহত করিবার আদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে আদেশ অবিলম্বেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। উক্ত বিদেশীয় সেনাপতিবর্গ ব্যতীত মহম্মদ তকী খাঁ প্রভৃতি দেশীয় সেনাপতিগণও তাঁহার সৈন্যপরিচালনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি আপনাকে অজেয় করিবার চেষ্টা করিয়া আপনার স্বাধীন মত প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মীরকাসিমের স্বাধীনতা কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের প্রীতিকর হইল না: কাজেই অনেক বিষয়ে উভয় পক্ষের মতভেদ হইতে লাগিল। সেই মতভেদ ক্রমে ক্রমে বিবাদে পরিণত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সমরলীলার সূচনা করিয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গালা ও বিহার ব্যাপিয়া সেই সমরলীলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল. এবং উভয় পক্ষের সংঘর্ষে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহাতে সমস্ত বঙ্গরাজ্য বিদগ্ধ হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তিকেও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহাদের মধ্যে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ অন্যতম। নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আমরা ইতিপূর্বে সামরিক কর্মচারিগণের সহিত মীরকাসিমের মনোবিবাদের আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত তাঁহার কিরূপে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার বিবরণ প্রদান করিতেছি। মীরজাফরের সময় হইতে ইংরেজ কাউন্সিলের সদস্যগণ দেশমধ্যে আপনাদের প্রভুত্ব-বিস্তারে প্রয়াসী হন। মীরকাসিম কিন্তু আপনার ক্ষমতা সঙ্কোচের অভিলাষী ছিলেন না। যেখানে কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবের কর্মচারিগণকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেন, মীরকাসিম তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। এইরূপে উভয়পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটে। এই মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য প্রথমে

গবর্ণর ভান্সিটার্ট সচেষ্ট হন। তিনি ওয়ারেণ হেস্টিংসকে ইহার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াই নবাবের সহিত বিরোধ অপনোদন করা স্থির করেন। কাউন্সিলের সভ্যগণ এই সময়ে মীরকাসিমের নিকট অনেক টাকা দাবী করিয়া বসেন। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে, হেস্টিংসের দৌত্য নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহার পর যে কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ইংরেজ কোম্পানী অনেকদিন হইতে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা পেস্কশ প্রদান করিয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার ধ্বংসের পর হইতে কোম্পানীর বাণিজ্য অবাধ-গতিতে চলিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে, কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অতুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হন। মুর্শিদাবাদের মসনদ বিক্রয় করিয়া যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ তাঁহাদের হস্তগত হয়, তাহার কতক অংশ এই ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া তাঁহারা দেশের মধ্যে অরাজকতার আবির্ভাব করিয়া তুলেন। কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার থাকায় কোম্পানীর লোকজন ব্রিটিশ নিশান উড়াইয়া ও আপনাদের নির্দিষ্ট পরিচ্ছদধারী সিপাহী নিযুক্ত করিয়া, পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী করিতেন, তাহাতে কেহই তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিত না। কোম্পানীর কর্মচারিগণও সেই উপায় অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবসায় পরিচালনের জন্য তাঁহারা কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত এক এক খানি দস্তক বা অনুমতিপত্র পাইতেন। সে যাহা হউক, কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ কোম্পানীর ব্যবসায়ের ন্যায় আপনারাও স্ব স্ব ব্যবসায় পরিচালন জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি অনেকে ব্রিটিশ নিশান উড়াইয়া ও ইংরেজ সিপাহীর বেশধারী লোক নিযুক্ত করিয়া, অবাধে বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। ইহাতে দেশমধ্যে মহা অশান্তির সৃষ্টি হইল। দেশীয়গণের ব্যবসায় ক্রমে মন্দীভূত হইয়া অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। নবাবের কর্মচারিগণ যেখানে এই সমস্ত গুপ্ত ব্যবসায় রোধের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, সেইখানেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাউন্সিলের সভ্যগণ আরক্তনয়নে নবাবের কর্মচারিগণকে ধৃত করিয়া শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নবাব মীরকাসিম ক্রমে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, কোম্পানীর কর্মচারিবর্গ আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায় পরিচালনের জন্য যেরূপ অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরেই বঙ্গরাজ্য সাগরজলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। দেশীয় ব্যবসায়িগণ দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, দেশের যথাসর্বস্ব বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, রাজস্বের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। তদ্ভিন্ন কোম্পানীর নিজ ব্যবসায়ের যে ক্ষতি না হইতেছে, এমন নহে। এই সমস্ত দেখিয়া মীরকাসিম ইহার প্রতিকারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য ইংরেজ গোমস্তার মুচলিকা লওয়ার আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে

কাউন্সিলের সভ্যগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর ভান্সিটার্ট তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া নিজেই নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের মীমাংসার ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে কাউন্সিলের সদস্যগণের মধ্যে দুইটি দল হয়, একদল মীরকাসিমের পক্ষপাতী, এই দলের মধ্যে গবর্ণর ভান্সিটার্ট, ওয়ারেণ হেস্টিংস প্রভৃতি প্রধান। অন্যদলে নবাবের ঘোরতর বিপক্ষ এলিস্, আমিয়ট প্রভৃতি ছিলেন। সে যাহা হউক, নবাবের সহিত গোলযোগের মীমাংসার জন্য গবর্ণর ভান্সিটার্ট শীঘ্রই মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

ভান্সিটার্ট মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া নবাব মীরকাসিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হওয়াই স্থির হইল। অবশ্য যাহাতে ইংরেজ ব্যবসায়িগণের অল্প শুল্ক দিতে হয়, গবর্ণর ভান্সিটার্ট তাহারই ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। যেখানে দেশীয় ব্যবসায়িগণকে শতকরা ২৫৲ টাকা শুল্ক দিতে হইবে, ইংরেজ ব্যবসায়ী তথায় শতকরা ৯৲ টাকা মাত্র শুল্ক দিবেন, ইহাই স্থির হইল। তদ্ভিন্ন ইংরেজদিগের অনুমতিপত্র ইংরেজ অধ্যক্ষগণের স্বাক্ষরিত হইয়া নবাবের রাজস্ব-কর্মচারিগণ কর্তৃকও পুনঃ স্বাক্ষরিত হইবে। নবাব তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি গবর্ণরের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তিনি দেশমধ্যে মাশুল লওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিবেন। গবর্ণর কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, মীরকাসিম এই বন্দোবস্তের কথা রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া, বিহারের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শান্তিস্থাপনে ও নেপাল বিজয়ের অভিলাষে অগ্রসর হন। তাঁহার সেনাগণ নেপাল রাজ্যের কতকদূর অগ্রসর হইয়া পরে নেপালী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। ইতিমধ্যে তাঁহার আদেশে তাঁহার কর্মচারিবর্গ কার্য করিতে আরম্ভ করায়, ইংরেজ ব্যবসায়িগণের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হয়। এদিকে কাউন্সিলের সভ্যগণও গবর্ণরের উক্তরূপ মীমাংসায় সম্মতি দান করিলেন না। তাঁহারা কেবল লবণের জন্য শতকরা ২৷৷৹ টাকা মাত্র মাশুল দিতে চাহিলেন এবং যেখানে তাঁহাদের লোকের সহিত নবাবের লোকের গোলযোগ হইবে, ইংরেজ অধ্যক্ষেরা তাহার বিচার করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মীরকাসিম মুঙ্গেরে প্রত্যাগত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। অবশেষে তিনি রাজ্যমধ্যে সমস্ত দেশীয় ও বিদেশীয় বণিকদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার আদেশ দিলেন। দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইংরেজ ব্যবসায়িগণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কাউন্সিলের সভ্যগণেরও ক্রোধের সীমা রহিল না, তাঁহারা মীরকাসিমের সহিত বিবাদারম্ভেই প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু নবাবকে আর একবার বিবেচনা করিবার জন্য আমিয়ট ও হে সাহেবকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলেন, ইহাতেও গোলযোগের নিবৃত্তি হইল না। মীর-

কাসিম প্রজার সর্বনাশ সাধন করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারিগণের অর্থো-পার্জনের পথ পরিষ্কৃত করিতে সম্মত হইলেন না।

এই সময়ে পাটনা কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব পাটনা অধিকারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ সিপাহী ও অস্ত্রশস্ত্র-পরিপূর্ণ কয়েকখানি নৌকা কলিকাতা হইতে পাটনা অভিমুখে প্রেরিত হয়। মুঙ্গেরের নিকট নৌকাগুলি উপনীত হইলে, মীরকাসিম তাঁহাদিগকে আটক করিতে আদেশ দেন এবং আমিয়ট ও হেকে আবদ্ধ রাখিয়া এলিস্ সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইবার জন্য কলিকাতায় লোক প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য, কাউন্সিলের সভ্যেরা তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই, অধিকন্তু সে সময়ে কয়েকজন নবাবকর্মচারী কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়াছিল। নবাব আমিয়টকে যাইবার আদেশ দিয়া হেকে তাঁহার কর্মচারিগণের মুক্তি পর্যন্ত প্রতিভূস্বরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এলিস্ পাটনা অধিকার করিয়া বসি-লেন। নবাবের আদেশে সেনাপতি মার্কার পাটনা পুনরধিকার করিয়া ইংরেজদিগকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে প্রেরণ করেন। আমিয়ট সাহেব কলি-কাতা যাত্রা করিলে, নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ তাঁহার নৌকা আটক করিলেন। আমিয়ট আত্মসমর্পণে অসম্মত হইলে উভয় পক্ষের বিবাদে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। অতঃপর উভয় পক্ষই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন।

ইংরেজ কাউন্সিল যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই আবার মীরজাফরকে মুর্শিদা-বাদের মসনদ প্রদানের জন্য আহ্বান করিলেন। মীরজাফরও পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি এবার নন্দকুমারকে স্বীয় দেওয়ানরূপে প্রার্থনা করিলেন। ইতিপূর্বে কোম্পানীর কর্মচারিগণ নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা মীরজাফরের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, মীরজাফরের সহিত আবার সন্ধি স্থাপিত হইয়া সন্ধিপত্র লিখিত পঠিত হইল। ইংরেজ পক্ষ মীরকাসিমকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদ ও মীরকাসিমের ধনসম্পত্তি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। মীরজাফরও পূর্ব পূর্ব সন্ধি-পত্রে লিখিত সমস্ত বিষয় ও আরও দুই একটি নূতন সর্তে স্বীকৃত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। অতঃপর সমরসজ্জা আরম্ভ হইল। মীরজাফরও কোম্পানীর সৈন্যের সহিত যোগদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কাটোয়ার পরপারে পলাশীর নিকট প্রথমে নবাবসৈন্যের সহিত ইংরেজসৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁ ইহাতে জীবন বিসর্জন দেন। তাহার পর মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলের নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধ বাধিলে তাহাতেও নবাবসৈন্য পরাজিত হয়।

এই সময়ে মীরজাফর মসনদে উপবিষ্ট হন। পরাজিত নবাবসৈন্য মুর্শিদা-বাদ হইতে সূতীর নিকট গিরিয়া সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া নবাবের অন্যান্য

সৈন্যের সহিত যোগদান করে, ও ইংরেজসৈন্যকে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়। এদিকে সেনাপতি মেজর আডাম্‌সের অধীন ইংরেজসৈন্যদলও মুর্শিদাবাদ হইতে তথায় আগমন করে। সমরু, মার্কার, আসদউল্লা, সের আলি প্রভৃতি নবাবসেনানীগণ, এবং আডাম্‌স, কার্ণাক, নক্স, গ্রান্ট প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিগণ উভয় পক্ষের সৈন্যদিগকে চালিত করিয়া গিরিয়া প্রান্তরে মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও নবাবসৈন্য পরাজিত হইয়া উধুয়ানালার দিকে পলায়ন করে। গিরিয়ার পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া নবাব মীরকাসিম আরাটুন নামে আর্মেনীয় সেনাপতি ও মীর নজফ খাঁ, মীর হেম্মৎ আলি, মীর মেহেদী খাঁ প্রভৃতি দেশীয় সেনানীবৃন্দকে উধুয়ানালায় প্রেরণ করেন। গিরিয়া হইতে প্রত্যাগত সেনাপতিগণও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া নবাবসৈন্যকে অজেয় করিয়া তুলে। মেজর আডাম্‌স তথায় উপস্থিত হইয়া নবাবসৈন্যের সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য অনেকদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে আক্রমণে সমর্থ হন নাই। একজন বিতাড়িত ইংরেজ সৈনিক নবাবের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া, এই সময়ে নবাবসেনামধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। সে পুনর্বার নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিয়া ইংরেজসৈন্যদিগকে গুপ্ত পথ বলিয়া দিলে, সেই পথ আশ্রয় করিয়া রাত্রিযোগে ইংরেজসৈন্য নবাব-শিবির আক্রমণ করিয়া নবাবসৈন্যদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই আক্রমণে কাপ্তেন আর্ভিং, মোরান প্রভৃতি বিশেষরূপ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবাবসৈন্যের অধিকাংশ ধ্বংসমুখে নিপতিত হয়। অবশিষ্ট মুঙ্গেরাভিমুখে পলায়ন করে। বিজয়ী ইংরেজসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া প্রথমে রাজমহল, তাহার পর মুঙ্গেরে উপস্থিত হয়। কিন্তু উধুয়ার আক্রমণের পূর্বেই মীরকাসিম মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মুঙ্গের পরিত্যাগের সময় তাঁহার আদেশে যে শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়, আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদান করিতেছি।

ইংরেজদিগের সহিত বিবাদারম্ভের পূর্বে মীরকাসিম আপনার কর্মচারী ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত জনগণের মধ্যে অনেকের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে লইয়া যান। সিরাজউদ্দৌলার সময় হইতে যাঁহারা ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদেরই প্রতি মীরকাসিমের সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই জন্য রাজা রাজবল্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতি কর্মচারী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি জমীদার এবং জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ধনী মহাজন মীরকাসিমের আদেশে মুঙ্গেরে আনীত হইয়া অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই শেষে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। কিরূপে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে আনীত হইয়া জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

মীরকাসিমের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় তাঁহাকে যে জগৎশেঠের পরামর্শে চালিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেকথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মীরকাসিম ও শেঠদিগের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। তাহার দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মীরকাসিম রাজত্বারম্ভে যেরূপ অর্থশোষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে শেঠগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সাহসী হন নাই। দ্বিতীয়তঃ মীরকাসিম মুরশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করায়, শেঠগণ তাঁহার সহিত সেরূপ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন নাই। তাঁহারা মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মীরকাসিমের সহিত শেঠগণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ না হইলেও, ইংরেজ কোম্পানীর সহিত তাঁহাদের যে বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোম্পানীর সহিত শেঠগণের এরূপ সম্বন্ধ মীরকাসিমের প্রীতিকর হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি অবগত ছিলেন যে, শেঠগণের অর্থ ও ক্ষমতাপ্রভাবে মুর্শিদাবাদের রাজমুকুট সিরাজউদ্দৌলার মস্তক হইতে মীরজাফরের মস্তকে এবং অবশেষে মীরজাফরের মস্তক হইতে তাঁহারই মস্তকে অর্পিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ ক্ষমতাশালী লোকদিগকে কদাচ কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে আনয়ন করিবার অভিলাষ করেন। তদ্ভিন্ন জগৎশেঠ ইংরেজদিগকে ও মীরজাফরকে মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যে সমস্ত পত্রাদি লেখেন, তাহার কতকগুলি মীরকাসিমের হস্তগত হওয়ায়, শেঠদিগের প্রতি তাঁহার সন্দেহ দ্বিগুণতর বর্ধিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।* নবাব বীরভূমের

* "That Prince, sensible of the opposition formed against him at Calcutta and anxious to take every precaution necessary in a dispute of so much consequence, had harboured this long-while heavy suspicions against the two Djagat seats; nor did he think it consnant, to the rules of prudence, to leave two such men in Murshud-abad, at such a critical conjuncture. He remembered that they had been deeply concerned, both by their money and influence, in transferring the supreme power from Seraj-ed-doulah to Mir-djaafer quan, and lately from Mir-djaafer qhan to himself ; and being a great connoisseur in men's tempers, as well as an inquirer into their characters, he dreaded, the consequences of two such men's remaining at Murshud-abad, and so near Calcutta, at a time when his disputes with the English ran higher and higher, and his difficulties with them were increasing daily upon his hands. He therefore thought it incumbent upon him to have both these brothers in his power,

ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, তিনি অবিলম্বে শেঠদিগের আবাসবাটী অবরোধ করিয়া জনপ্রাণীকেও বাহির হইতে না দেন এবং তাঁহার প্রেরিত সেনাপতি মার্কার তথায় উপস্থিত হইলে, শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তকী খাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, শেঠদিগের বাটী অবরোধ করিলেন। পরন্তু তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া শান্ত করার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাহার পর সেনাপতি মার্কার সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে, শেঠদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। মার্কার তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে লইয়া আসেন। তাঁহাদের সহিত মহাতপচাঁদের পুত্র গোলাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের পুত্র মিহিরচাঁদও আগমন করিয়াছিলেন। শেঠভবন অবরোধ করার পর তাঁহাদিগকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখারও উল্লেখ দেখা যায়। শেঠগণ মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সমাদর প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদের বিরক্তি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিয়া ছিলেন, এবং তাহাদিগকে মুঙ্গেরে কুঠী স্থাপন করিয়া কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিতেও বলেন। শেঠগণ তথায় যথেচ্ছভাবে বিচরণের আদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগকে নজরবন্দী ভাবে অবস্থিতি করিতে হয়।

যৎকালে মহম্মদ তকী খাঁ শেঠদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন, সেই সময়ে আমিয়ট সাহেব কাশীমবাজারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি গবর্ণর ভান্সিটার্টকে উক্ত ঘটনার কথা লিখিয়া পাঠাইলে, গবর্ণর বিরক্ত হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ২৪এ এপ্রিল নবাবকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান,—"আমি এইমাত্র আমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহম্মদ তকী খাঁ ২১এ রাত্রিতে জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় হীরাঝিলে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যখন আপনি শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন আপনি, জগৎশেঠ ও আমি সমবেত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেঠেরা বংশমর্যাদায় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায়, আপনার শাসনকার্যের বন্দোবস্তে তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে আপনি স্বীকৃত হন। যখন মুঙ্গেরে আপনার সহিত আমার

at least ; and as he knew that so far from moving a foot on his sending them letters or orders, they would from that very moment apprehend for their safety, and contrive to escape to Calcutta, where they would prove of infinite service to this opposers by their wealth, intrigues, and influence ;—" Mutaqherin

রিয়াজ-উস্-সালাতীনকার অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঐসকল গুপ্ত পত্র মীরকাসিমের হস্তগত হয়।

সাক্ষাৎ হয়, তখনও আমি শেঠদিগের কথা আপনার নিকট বলিয়াছিলাম, এবং আপনিও তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এরূপভাবে গৃহ হইতে আনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; এবং ইহাতে তাঁহাদিগের যারপরনাই অবমাননা করা হইয়াছে। আপনার এরূপ ব্যবহারে আমাদের সন্ধিভঙ্গ হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সুনামে কলঙ্ক পড়িয়াছে। সুতরাং আপনি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুরকে (মুর্শিদাবাদের ফৌজদার) তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইবেন।'*

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে নবাব ২০ মে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে অনেক কথা লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শেঠদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হয়, তাহার মর্ম এই,— শেঠেরা ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে আনিতে পাঠাই নাই। যৎকালে আমি শাসনভার গ্রহণ করি, তখন শেঠেরা আমার সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু এই তিন বৎসর তাহারা আমার কোনরূপ সাহায্য করে নাই, এবং আপনাদিগের কবরাবও সুচারুরূপে নির্বাহ করে নাই। আমি যখনই তাহাদিগকে

* "Protest against the Seizure of Jagat Set.
(Persian Department, No. 45 April 24.)
To the Nawab, from the Governor.

I am just informed by a letter from Mr. Amyatt that "Mahamed Tuckee Khan having marched with his army from Beerbhoom to Herageel went on the 21st instant at night to the house of Juggat Sett and Maharaja Siroop Chand and carried them from their own house to Herageel, where he keeps them under a guard"

This affair surprises me greatly, when your Excellency took the Government upon yourself, you and I and the Seets being assembled together, it was agreed that as they are men of high rank in the country, you shall make use of their assistance in managing your affairs and never consent that they should be injured; and when I had the pleasure of seeing you at Monghyr I then likewise spoke to you about them, and you set my heart at ease by assuring me that you would on no account do them any injury. The taking men of their rank in such an injurious manner out of their home is extremely improper and is disgracing them in the highest degree; it is moreover a violation of our agreement, and therefore reflects dishonour upon you and me and will be a means of acquiring us an ill name from every body. The above mentioned gentlemen were never thus disgraced in the time of any former Nazims."—Long, pp. 348-49.

আহ্বান করিয়াছি, তখনই তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে, এবং আমাকে তাহাদের শত্রু ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত মনে করিয়াছে। এক্ষণে আমার কার্যনির্বাহের জন্য তাহাদিগের বিশেষ আবশ্যক বলিয়া আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনারা প্রতিদিন সিপাহী পাঠাইয়া আমার আমীন ও অন্যান্য কর্মচারীদিগতে ধৃত করিয়া অথবা অত্যাচারের সহিত তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। আপনাদের ঈদৃশ ব্যবহারে সন্ধিভঙ্গ হয় না, অথচ আমি আমার অধীন লোকদিগকে নিজ প্রয়োজনে আহ্বান করিলে, অমনি সন্ধিভঙ্গ হইয়া যায়। আমি তাহাদিগকে সরকারের ও তাহাদের নিজের কার্য-নির্বাহের জন্য মুঙ্গেরে আনয়ন করিয়াছি। তাহাদের এখানে আনিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"*

* "Copy of a Letter from the Nabob to the Governor. Dated May 2, 1763.

I have received with pleasure your friendly letter; you write, that in same manner as the writers of news, and incendiary reports, had falsely informed me, forces were dispatched by land and water, and thro' the woods and mountains, they must have wrote upon the affair of the Seets, that the English forces had been dispatched thro' their instigations, and that those gentlemen were associated with the English, for which cause they must have fallen under my displeasure; you write also that you understand, from Mr. Amyatt's letters that Mohomed Tucky Cawn having taken the same gentlemen from their house, had placed them in Heerajeel. The news of this procedure had greatly amazed you, because, at the time that I sat in the musnud of the Nizamut, I, yourself, and the Seets were joined; and it was agreed, that these being the principal men of the country, it was proper to carry on the management of affairs through their means. And also at the time you came to Mongheer, you said all that was to be said concerning them and now to carry them away with such indignities, is unbecoming; that this procedure is a diminution of my character, and breach of faith, between you and myself; and will give a public reproach to your good name and my own. That such a disgrace was never offered to them, in the government of any former Nazim. That their business is only commerce nor have they ever assumed any concern in the affairs of the government; and you desire that I will write to Meer Syed Mahomed Cawn Bahader to release them, that they may return to their own house." Sir, your forces have not mearched to Luckypoor,

গিরিয়ার পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া মীরকাসিম মুঙ্গের পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। যদিও তিনি আপনার সৈন্যগণকে উধুয়ানালায় যাইবার আদেশ দিয়া তথায় ইংরেজসৈন্যের গতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু

neither have they entered Dacca, nor have they gone to Rangametce or Rungpoor; and where have they not committed violences? And what place, or what districts, are free from them? And what day passes, that the dependents and companies of the English at Gherttee and Calcutta do not rise reports of war and tumults, and troops, marching from every quarter to Mongheer and Patna, that you write that the hircarras, and writers of news, write falsehoods? The hircarras of necessity write what they hear.

And in the affair of the Sects, no person has to this time ever wrote any thing nor spoken to me concerning them.

Now that you write to me, with all these specious pretences it is as manifest as the sun, that under the government of every Nazim of Bengal till now Omichund (for instance) and every other dependent of the English and these gentlemen too attended on the Nazim and assisted on the affairs of the sircar at the same time that they carried on their mercantile concerns. God be praised, that you yourself write that I said "these gentlemen are of consequence, it is proper to carry on my affairs with their intervention. For these three years that I have borne this burthen, and have repeatedly wrote to these gentlemen, to carry on their own business, and assist in the affairs of the Nizamut, they paid not the least regard to my summons, and have put a stop to all their mercantile business, and have done all they could, to throw the affairs of the Nizamut into confusion, and treated me as an enemy, and out-law and refused to come. Now that I have sent my people, and brought them hither, it was not because they were intriguing with the English &c. but for the management of such of my affairs, as indispensably required it. Since the beginning this was agreed upon between us, that these gentlemen, &c. should always attend upon the Nazim, and carry on both the business of the Nizamut, and their own. As to your writing to me in this manner and knitting your brows without reason, and treating the covenants and treaties which are between us, like children's play, breaking entirely through them, as if you had not any kind of regard to them; what other construction can I devise

তাহার ফলাফলের উপর নির্ভর করিতে সাহসী না হইয়া, তিনি মুঙ্গের পরিত্যাগ করেন ও আপনার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি রোটাসগড়ে পাঠাইয়া দেন।

for this? Whilst your people drag and carry away my aumils, and keep them in confinement; in this unjustifiable insolence of your people which is over-setting the treaty between us there is no diminution of character, no breach of faith, nor cause of reproach between us, neither is any violation of the treaty in this. But when I summon a man, who is my own dependent, the treaty is broke, and my administration becomes weak, and my name suffers in the sight of every one but particularly in yours. O Gracious God! this is a matter of astonishment, which my understanding cannot reach. In a word, that these gentlemen, from the first day swore and agreed that "wherever my life their life was and wherever my business was, their business was." God be praised, that this is a fact known to all the world. Now I have brought them to this plane that they may always be with me, and attend to my business and their own according to custom. 'I know not whether what you write in behalf of these gentlemen be by way of intercession for them, or whether their names are included in our former treaty, which you have recourse to when you charge me with breach of faith, and violation of former agreements, and reproach me with weakness and a bad name, God be praised', that I have sent for them with no other design than for the currency of business, and for their continuance in one place; neither as in the case of Coja Wajeed, have I seized any person unjustly nor charged my conscience with the unjust death of any man. If you are resolved to put misconstruction on every proper and lawful action of mine, I am utterly without remedy; but if you regard equity, this matter is not of such consequence, as to give occasion for so much contention and reproach.

In the Nabob's Hand-writing.

Sir, though it is agreed by the treaty between us, that I should never say anything in behalf of the servants and dependents of the company, nor you, gentlemen, interfere in behalf of the servants and dependents of the Nizamut; yet you, gentlemen have regarded all this as utterly obliterated, and in contradiction thereto, persist in the violation of the treaty, and desire to raise your name, and establish your own customs. I am remediless."
—Vansittart's *Narrative*, Vol. III, pp. 206-12.

মুঙ্গের পরিত্যাগের পূর্বে তিনি যে সমস্ত দেশীয় লোককে* মুঙ্গেরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগের বধসাধন জন্য অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার আদেশে সেই সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের গলদেশে বালুকাপূর্ণ স্থলী বন্ধ করিয়া, মুঙ্গের দুর্গপ্রাকারের অত্যুচ্চ শিখর হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদের হননকাণ্ডও সেই-রূপ ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। চুনীনামক জগৎশেঠের জনৈক বিশ্বাসী ভৃত্য প্রভুর সহিত একত্র আবন্ধ হইবার অথবা তাঁহার নিক্ষেপের পূর্বে নদীজলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই। অবশেষে সে নিজেই নদীবক্ষে পতিত হয়। জগৎশেঠ তাহাকে এই শোচনীয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত করে নাই।† মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, মীরকাসিম মুঙ্গের পরিত্যাগের পর বাঢ় নগরে উপস্থিত হইয়া শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হনন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।** কিন্তু সাধারণ জনপ্রবাদে তাহাদিগকে মুঙ্গের দুর্গশিখর হইতে ভাগীরথীবক্ষে নিক্ষেপ করার কথাই শুনা যায়।†† শেঠভ্রাতৃদ্বয়ের গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদ

* মুতাক্ষরীণকার বলেন যে রাজা রামনারায়ণ, পুত্রগণসহ রাজা রাজবল্লভ, সপুত্র রায় রায়ান উমিদ রায়, টিকারীর জমীদারদ্বয় রাজা ফতেসিংহ ও বুনিয়াদ সিংহ এবং সা আবদুল্লা নামক একব্যক্তি মীরকাসিমের আদেশে দুর্গশিখর হইতে নিক্ষিপ্ত হন। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও বন্দী-অবস্থায় মুঙ্গেরে ছিলেন। তিনি পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রচলিত আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিষ্কৃতি পাইয়াও কিছুকাল মুর্শিদাবাদে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন।

† "The Diagat-seat mahtab-ray was drowned there, from a tower of the castle. His favourite servant, Chunni, desired, supplicated, intreated to be made fast with his good master, or thrown before him, and could not obtain that favour; so that he threw himself at last after his master had, in vain descended to the lowest supplications to obtain his forbearing. These particulars I know, not only from a general report at the time, but also from a relation of Chunni's one Baburam a man of some note, who then lived in Djagat-seats place, and has been ten years in my service."—Mutaqherin (Translator's note).

** "The next day, he advanced to the town of Bar, where he ordered Dijagat seat-mahatab ray, and Radja Serup chand, his brother, to be packed to pieces."—Mutaqherin.

†† "The author's narrative on these two brothers may be true; but unquestionably it is against the universal report of these times; and out of ten thousand boat-men that pass every

নামে পুত্রদ্বয় বন্দিভাবে মীরকাসিমের সঙ্গে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হন।

এইরূপে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদের জীবলীলার অবসান হয়। যাঁহারা নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় হইতে দক্ষতাসহকারে বঙ্গ-রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের সময় তাঁহাদের বিশাল কারবারলব্ধ পর্বতাকার অর্থ ভাগীরথীর মোহানা বন্ধ করিতেও সমর্থ ছিল, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকল সম্ভ্রান্ত জনগণ যাঁহা-দের মুখাপেক্ষা করিতেন, মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে যাঁহাদের একাধিপত্য ছিল, এমন কি বাদশাহ-দরবারেও যাঁহাদের সম্মানের সীমা ছিল না, মীর-কাসিমের কঠোর ব্যবস্থা তাঁহাদিগকে সামান্য অপরাধীর ন্যায় এ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়। যাঁহাদের দ্বারা বঙ্গরাজ্যের কত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, দেশের ধনী নির্ধন যাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইত, যাঁহারা দেশ-মধ্যে শান্তিস্থাপনের অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতেন, তাঁহাদিগকে সহসা এ জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইল! সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই বিশাল কারবারও দিন দিন শ্রীহীন হইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের গৌরবও দিন দিন ধ্বংসপথে অগ্রসর হইল। তাঁহাদের অবসানে মুর্শিদাবাদ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গেল; বাঙ্গালার ধনগৌরব লয়প্রাপ্ত হইল; দেশীয় ও বিদেশীয় সকলেই হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল, এবং মীরকাসিমের প্রতি অভিসম্পাতবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল।

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ অল্প বয়স হইতেই বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বরূপচাঁদ তাঁহার দক্ষিদহস্তস্বরূপ ছিলেন। যে সময়ে আলিবর্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয় সমরে ব্যস্ত থাকায় বঙ্গভূমিতে ঘোরতর অশান্তি বিরাজ করিতেছিল, সে সময়ে শেঠভ্রাতৃদ্বয় আপনাদের কারবার সুচারুরূপে পরি-চালনা করিয়া অগাধ ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সেই জন্য প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অর্থ দিয়া ভাগীরথীর মোহানা বাঁধিয়া দিতে পারেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়াও তাঁহাদের কারবারের কিছুই করিতে পারে নাই। তাঁহাদের ক্ষমতাও অসীম ছিল। আলিবর্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি নবাবদিগের দরবারে তাঁহাদের অপরিসীম প্রভুত্ব ছিল। নবাবগণ অনেক বিষয়ে তাঁহা-

year by a certain tower of the castle of Mongher, there is not a man but will point it out as the spot where the two Djagat-seats were drowned, nor is there any old woman at Mongher but will repeat the speech of the heroical Chunny, to his master's exe-cutioners. It must be remembered, that the author, without ever-retouching his work in the sequel, wrote at a time, and in an army, where it was not safe to talk of such matters, and to make so many inquiries."—Mutaqherin, Translator's note.

দের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিরাজউদ্দোলার উচ্ছৃংখলতার জন্য তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেও, সিরাজ একেবারে তাঁহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেন নাই। বঙ্গরাজ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেশীয় রাজা মহারাজগণ এবং বিদেশীয় ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ কিরূপে তাঁহাদের শরণাগত হইতেন, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ অর্থে ও প্রভুত্বে শেঠভ্রাতৃম্বয় যে বঙ্গরাজ্যমধ্যে অতুলনীয় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সেই অর্থ ও প্রভুত্বই তাঁহাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়া উঠে, এবং তাঁহাদের সেই অর্থ ও প্রভুত্বের জন্যই মীরকাসিম তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া অবশেষে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মীর-কাসিমের এইরূপ নির্দয় নরহত্যা যে তাঁহার চরিত্রের একটি প্রধান কলঙ্ক, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

মুঙ্গেরের হত্যাকান্ডের পর মীরকাসিমের আদেশে পুনঃ পুনঃ হত্যা-কান্ডের অভিনয় চলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশে তাঁহার প্রধান সেনাপতি গর্গিন্ খাঁ নিহত হন। গর্গিনের ভ্রাতা খাজা পিত্রুর সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া, মীরকাসিম গর্গিনের প্রতি সন্দিহান হন। পরে কয়েকজন মোগল সৈনিক বেতন প্রার্থনার ছলে গর্গিন্ খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নিহত করে। ইহার পর পাটনার লোমহর্ষণ হত্যা-কান্ড অনুষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত ইংরেজ মীরকাসিমের হস্তে বন্দিভাবে পতিত হইয়াছিলেন, পাটনায় তাঁহাদের জীবলীলার অবসান হয়। মীর-কাসিমের জর্মান সেনাপতি সমরু এই হত্যাকান্ডের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার আদেশে ইংরেজ নরনারী, বালকবালিকা সকলেই পৈশাচিত ভাবে নিহত হয়। এলিস, হে প্রভৃতি সকলেই জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন্ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

মীরকাসিমের সেনাপতি আরাব আলির নিকট হইতে মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করিয়া মেজর আডাম্স ও মীরজাফর পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন। অতঃপর মীরকাসিম বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দোলার শরণ লইবার জন্য অযোধ্যাভিমুখে অগ্রসর হন। এলাহাবাদে সুজাউদ্দোলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সুজাউদ্দোলা তাঁহার পক্ষ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্মত হন। মীরকাসিম নবাব-উজীরের সৈন্যের ব্যয়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে বাদশাহ শাহ আলম তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। মীরজাফর ও ইংরেজগণ সুজাউদ্দোলা ও শাহ আলমকে স্বপক্ষে আনয়ন জন্য নানা কৌশল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। মীরকাসিমের অর্থের প্রলোভনে সুজাউদ্দোলা তাঁহার পক্ষ একে-বারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার ধনরত্নের দিকে লোলুপ

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তিনি মীরকাসিমের প্রতি ক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সে যাহা হউক, সুজা ও মীরকাসিম প্রথমে পাটনা অধিকারে উদ্‌যোগী হন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া বক্‌সারে আসিয়া শিবির-সন্নিবেশ করেন। বাদশাহ শাহ আলমও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর আডাম্‌সের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায়, তিনি বিহার হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন, এবং তথায় তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। আডাম্‌সের পর মেজর কার্ণাক কিছুকাল সৈন্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে মেজর মন্‌রোর হস্তে সেই ভার প্রদত্ত হয়।

বর্ষার অবসানে বক্‌সারে উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভ হয়। যুদ্ধের প্রারম্ভে সুজাউদ্দৌলার সহিত মীরকাসিমের মনোমালিন্য ঘটায়, মীরকাসিম ফকীরের বেশ ধারণ করেন, পরে সুজার অনুরোধে তিনি পুনর্বার রাজবেশ গ্রহণও করিয়াছিলেন। অবশেষে সুজা তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করায়, তিনি সুজার প্রদত্ত এক খঞ্জ হস্তীতে আরোহণ করিয়া বক্‌সার পরিত্যাগ করেন। বক্‌সারের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করে। মীরকাসিম প্রথমে রোহিল-খণ্ডে উপস্থিত হইয়া পরে দিল্লীর নগরোপকণ্ঠের এক জীর্ণ কুটীরে অজ্ঞাত-ভাবে কালযাপন করেন। ১৭৭৭ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তাঁহার জীবন-পক্ষী দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া কোন অলক্ষিত স্থানে উড়িয়া যায়। তাঁহার একখানি জীর্ণ শাল বিক্রয় করিয়া নাগরিকগণ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল।

এইরূপে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম, অগাধ ধনসম্পত্তির অধীশ্বর, স্বাধীনচেতা মীরকাসিম বঙ্গ-রাজ্যে নানাপ্রকার লীলার অভিনয় করিয়া, রাজ্যচ্যুত, হৃতসর্বস্ব হইয়া, ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে অজ্ঞাতভাবে একমুষ্টি অন্নের অভাবে আপনার জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে উচ্চাশা হৃদয়ে লইয়া তিনি মুর্শিদাবাদের মুকুটে মস্তক মণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই উচ্চাশা ও রাজমুকুট কর্মনাশার জলে ভাসাইয়া দিয়া তিনি দীনবেশে ও অজ্ঞাতবাসে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়াছিলেন। ইহাকে কালের কুটিল ক্রীড়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

পঞ্চদশ অধ্যায়

খোশালচাঁদ

মীরকাসিম ও কোম্পানীর সংঘর্ষ-জনিত বিপ্লবানল নির্বাপিত হইলেও, দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই মহাগ্নিতে যে বঙ্গরাজ্য দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র দেশ শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশ এই দাবানলে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গমেরও বিলম্ব ঘটিয়াছিল, কোনটিও বা একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের শেঠবংশ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যদিও তদ্বংশীয়গণ আপনাদের কারবার চালাইবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ প্রকারে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, কাজেই আপনাদের গদীর পূর্ব গৌরব রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হন নাই। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ শাহ আলম ও নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধির পরামর্শ চলিতে থাকে। মীরজাফর কোম্পানীর দেয় অর্থের পীড়াপীড়িতে পাটনা হইতে কলিকাতা আসিতে বাধ্য হন। মীরজাফর দ্বিতীয় বার রাজ্যগ্রহণকালে নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মীরকাসিম কোম্পানীর দেয় অর্থ পরিশোধের জন্য অনেক পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেও, জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় নাই। নন্দকুমার নূতন বন্দোবস্ত করিয়া কতক পরিমাণে রাজস্বের লাঘব করিলেও, সমস্ত টাকা আদায় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবের নিকট বারংবার অর্থের দাবী করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের ব্যয় ও কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ প্রভৃতিতে নবাবের দেয় ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোম্পানী ও তদীয় কর্মচারিগণের দাবী বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে তিপ্পান্ন লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। কর্মচারিগণ অগ্রেই আপনাদের প্রাপ্য অংশ মিটাইয়া লওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। রাজা দুর্লভরামও এই সময়ে নিজামত বিভাগের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নন্দকুমারের হস্তে অধিক পরিমাণে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। নন্দকুমার ও দুর্লভরাম কোম্পানীর ও তদীয় কর্মচারিবর্গের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের বিশেষ কোন উপায় করিতে পারেন নাই। দুশ্চিন্তায় ক্রমে মীরজাফরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাহার

পর তিনি শয্যাগত হইয়া পড়েন, ক্রমে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। জাফর দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ৭৪ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। নন্দকুমারের অনুরোধে তিনি দেহত্যাগের সময় কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। এইরূপে মীরজাফর সাংসারিক জ্বালাযন্ত্রণার সহিত কোম্পানী ও তদীয় কর্মচারিবর্গের অর্থপরিশোধের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্র খোশালচাঁদ ও উদায়তচাঁদ গদীর ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা একসঙ্গেই কার্য চালাইতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন না, সুতরাং কারবারের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্ব্যতীত তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়ে। মীরকাসিম শেঠদিগের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। খোশালচাঁদের ভ্রাতা গোলাপ-চাঁদ ও উদায়তচাঁদের ভ্রাতা মিহিরচাঁদ মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের সহিত মুঙ্গেরে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জগৎ-শেঠ ও স্বরূপচাঁদের হত্যাকাণ্ডের পর গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদ মীরকাসিম কর্তৃক বাদশাহ শাহ আলমের হস্তে সমর্পিত হন। ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল যে, তাঁহাদিগকে মুক্ত করিতে শেঠগণকে অনেক অর্থ উপঢৌকন দিতে হইবে। কার্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। নবাব মীরজাফর খাঁ উজীর সুজাউ-দ্দৌলাকে তাঁহাদের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইলে উজীর উত্তর দেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধে যথা কর্তব্য স্থির করিয়া পরে উত্তর দেওয়া যাইবে।* কিন্তু ইহার পর আর কোনও উত্তর আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেই অল্পবয়স্ক শেঠভ্রাতৃদ্বয় কতক অর্থ ঋণ ও কতক অর্থ আপনাদের হীরা-জহরতাদির বন্ধক দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বাদশাহ ও উজীরকে নজরপ্রদানে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই সমস্ত অর্থপরিশোধের জন্য খোশাল-চাঁদ ও উদায়তচাঁদকে আপনাদের বাসনপত্রাদি মুদ্রায় পরিণত ও হীরা জহরতাদিও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা আপনাদের কারবার উত্তমরূপে চালাইতে সমর্থ হন নাই। তদ্ভিন্ন নবাবসরকারে ও কোম্পানীর নিকট তাঁহা-

* "I have had the pleasure to receive your two letters mentioning the arrival of the royal presents, and your desire that the Set's sons may be released, and I have represented in a proper manner to His Majesty the strength and firmness of your obedience. The high in station Raja Beny Bahadre will shortly arrive in the royal presence, and these matters will be settled and answers sent you." (From the Vizier to the Nabob January 8th, 1764.)—Long, p. 355.

দের যে সমস্ত প্রাপ্য অর্থ ছিল, তাহাও তাঁহারা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা পরে সে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব। ফলতঃ জগৎশেঠ মহতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদ যেরূপ গৌরবের সহিত আপনাদের কারবার পরিচালনা করিয়াছিলেন, খোশালচাঁদ ও উদায়তচাঁদ যে সেরূপে চালাইতে পারেন নাই তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাঁহারা অল্পবয়স্ক হওয়ায়, কার্যের নানাপ্রকার অসুবিধাও ঘটিয়াছিল।

মীরজাফরের পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নজমউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। জাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ ইতিপূর্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার এক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিলেন। নজমউদ্দৌলা মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্য্যা মণি বেগমের গর্ভজাত হওয়ায়, মীরজাফর তাঁহাকেই আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। মীরণের পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায়, ও মুসলমান আইনানুসারে পিতৃব্য বর্তমানে পিতামহের সম্পত্তিতে পৌত্রের অধিকার না থাকায়, নজমউদ্দৌলাই মুর্শিদাবাদের নবাবী লাভ করেন। তাঁহাকে গদীতে বসাইবার জন্য জনস্টন, সিনিয়র, মিডল্‌টন ও লেসেস্টর নামে কাউন্সিলের চারিজন সভ্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তাঁহারা মহম্মদ রেজা খাঁর ঢাকা হইতে আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে নবাবের নায়েবী বা দেওয়ানী পদের জন্য মহারাজ নন্দকুমার, দুর্লভরাম ও মহম্মদ রেজা খাঁ এই তিন জন প্রার্থী ছিলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। নজমউদ্দৌলা নন্দকুমারকে দেওয়ান করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ করা হয় নাই। বরঞ্চ তাঁহারা নন্দকুমারের নামে অপবাদ দিয়া তাঁহাকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি মীরজাফর ও তদ্‌বংশীয়গণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সে যাহা হউক, তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হওয়ায়, তিনিই নায়েব সুবাদার নিযুক্ত হন। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর রেজা খাঁ নায়েব দেওয়ানী পদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া রাজকোষ হইতে প্রায় ২০ লক্ষ মুদ্রা বাহির করিয়া লন ও কাউন্সিলের সভ্যদিগের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেন। তাঁহার ও নবাবের পক্ষ হইতে সভ্যদিগকে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা অবগত হওয়া যায়; তন্মধ্যে নবাবের পক্ষ হইতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপে সভ্য-চতুষ্টয় নজমউদ্দৌলাকে গদীতে উপবেসন করাইয়া ও মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েবী প্রদান করিয়া, খোশালচাঁদের নিকট হস্ত প্রসারণ করেন। তাঁহারা মতিরাম নামে একব্যক্তির দ্বারা খোশালচাঁদকে বলিয়া পাঠান যে, খোশালচাঁদ তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের সর্ববিধ কার্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইতিপূর্বে তাঁহারা লর্ড ক্লাইবকে অনেক অর্থ দিয়াছিলেন বলিয়া সভ্যগণ উল্লেখ করেন। খোশালচাঁদ ক্লাইবকে অর্থ

প্রদান করা অস্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলেন। কিন্তু সভ্য-মহোদয়েরা সহজে নিবৃত্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা খোশালচাঁদকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলে, খোশালচাঁদ বাধ্য হইয়া সভ্য-দিগকে সওয়া লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তন্মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হয়, অবশিষ্ট টাকা শেঠদিগের পাওনা আদায়ের পর দেওয়ার কথা হয়। অতঃপর অনুসন্ধানসমিতি গঠিত হইলে, জগৎশেঠ ও মতিরাম উক্ত সমিতির নিকট এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।* কলি-

* "When the Committee examined into the charges brought against these gentlemen, Jugget Seet the person to whom they addressed themselves at the Nabab's Court, gave the following account.

When the gentlemen of the council went to Moorshedabad, and applied themselves to the regulations of the whole Subadarry, they sent me the following message by Mootyram :—Make us some acknowledgment and we will settle all your business according to your hearts desire, otherwise we shall be displeased, and your business meet with no assistance; for you formerly made an acknowledgment to Lord Clive and other gentlemen. I informed them Lord Clive never said a word on this subject, and that I did not give him even a single daum. They sent me a message in answer as follows : you may not be acquainted with it, but your fathers made us acknowledgments; give us five lacks of rupees. I answered, our fathers never did give Lord Clive a single daum. They replied, if you would wish to have your business go freely on, make us some acknowledgment. Being remediless, I consented to give one hundred and twenty five thousand rupees. Fifty thousand immediately, and the rest when I could collect in my debts from the country. The gentlemen agreed to this.

Enquiry having been made, I, Jugget Set, have written these particulars, in which there is by no means a word of untruth.

Mootyram who was employed by the English deputies to treat with the officers to be placed about the Nawab, afterwards gave the following evidence to the Committee at Calcutta.

Ques. What message did you carry from the gentlemen to Reza Khan?

Ans. I was ordered to ask for presents.

Ques. Did one gentleman send you in his own name, or in that of the deputation?

কাতা কাউন্সিল হইতে ডিরেক্টরগণের নিকট এই বিষয়ের পত্র প্রেরণ করা হয়।*

Ans. In all their names.

Ques. What answer had you from Reza Khan?

Ans. He first said, very well. I'll try what I can do; but afterwards he said, it was very improper to ask money of the Seets; it will get me a bad name.

Ques. What did you say about stopping their business, unless they complied with the demand?

Ans. I did tell him, that the gentleman would protect their business, if they would make a present; if not, the business of the Seets would meet with no protection or continance. Juget Seet said, if the gentlemen will be satisfied with rings, jewels and such presents, to the value of twenty five thousand rupees, I will comply; but on his being pressed farther, he agreed to give fifty thousand which was not accepted. They at length, in about twenty days, consented to give one hundred and twenty five thousand rupees. The money was sent in a stacherkee, at which the gentlemen were very angry, and said, Why was it not given to Mootyram, or sent more privately.

Ques. To what amount of the Nabob's money came through your hands to the deputies?

Ans. One of the gentlemen received through my hands 2,37,500 rupees, another 50,000 but what was paid to the other gentlemen I know not, their own servants transacted that business tor them. (*An Enquiry into our National conduct to other countries*) pp. 253-55

* (Letter to Court September 30th 1765. Paras 3, 5-8)

3. It is from a due sense of the regard we owe and profess to your interest and to our own honor, that we think it indispensably necessary to lay open to your view a series of transactions too notoriously known to be suppressed, and too affecting to your interest, to the national character and to the existence of the Company in Bengal, to escape unnoticed and uncensured; transactions which seem to demonstrate that every spring of this Government was smeared with corruption that principles of rapacity and oppression universally prevailed, and that every spark of sentiment and public spirit was lost and extinguished in the in-ordinate lust of unmerited wealth.

5. The opportunity of acquiring immense fortnues was too inviting to be neglected, and temptations too powerful to be resis-

ইহার কিছু কাল পরে ক্লাইব পুনর্বার কলিকাতার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। ক্লাইব এদেশে আগমন করিবামাত্র খোশালচাঁদ ও উদায়তচাঁদ তাঁহাকে

ted. A treaty was hastily drawn up by the Board or rather transcribed, with a few unimportant additions from that concluded with Meer Jaffir, and a deputation consisting of Messrs Johnstone, Senior, Middleton and Leycester appointed to raise the natural son of the deceased Nabob to the Subahdarry in prejudice of the claim of the grandson, and for this measure such reasons are assigned as ought to have dictated a diametrically opposite resolution. Meeran's son was a minor, which circumstance alone would naturally have brought the whole administration into our hands, at a junction when it became indispensably necessary we should realize that shadow of power and influence which having no solid foundation was exposed to the danger of being annihilated by the first stroke of adverse fortune. But this inconsistence was not regarded, nor was it material to the views for precipitating the treaty, which was pressed on the young Nabab at the first interview in so earnest and indelicate a manner as highly disgusted him and chagrined his ministers; while not a single Rupee was stipulated for the Company, and their interests were sacrificed that their servants might revel in the spoils of a Treasury before empoverished but now totally exhausted.

6. This scheme of corruption was first disclosed at a visit the Nabab paid to Lord Clive and the Gentlemen of the Committee a few days after our arrival. He there delivered to his Lordship a letter filled with better complaints of the insults and indignities he had been exposed to, and of the embezzlment of near 20 lacs of Rupees issued from his Treasury for purposes unknown during the late negociations so public a complaint could not be disregared, and it soon produced an enquiry. We referred the letter to the Board in expectation of obtaining a satisfactory account of the application of this money, and were answered only by a worm remonstrance entered by Mr. Leycester against that very Nabob, in whose elevation he boasts of having been a principal agent.

7. Mahomed Reza Khan, the Naib Subah was then called upon to account for the large disbursement from the Treasury, and he soon delivered to the Committee the very extraordinary narrative entered in our proceedings of the 6th of June, wherein

তাঁহাদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া পাঠান। কিরূপে মীরকাসিম কর্তৃক তাঁহাদের পিতা, পিতৃব্য নির্যাতিত ও হৃতসর্বস্ব হইয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, এবং কিরূপে গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদ বহু কষ্ট ভোগ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে উদ্ধারলাভ করিতে সমর্থ হন, এবং কিরূপেই বা সেই সমস্ত অর্থ পরিশোধের জন্য তাঁহাদিগকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, উক্ত পত্রে এই সমস্তই

he specifies the several names, the sums by whom paid and to whom whether in bills, cash or obligations. So precise so accurate an account as this of money issued for secret and venal services, was never, we believe, before this period exhibited to the Hon'ble Court of Directors at least never vouched by such undeniable testimony and authentic documents. By Juggut Seat who himself was obliged to contribute largely to the sums demanded ; by Mootyram who was employed by Mr. Johnstone in all those pecuniary transactions; by the Nawab and Mahomed Reza Khan who were the heaviest sufferers ; and lastly by the confession of the Gentlemen themselves, whose names are specified in the distribution list.

8. Juggut Seat expressly declares in his narrative, that the sum which he agreed to pay the deputation, amounting to Rs. 1,25,000 was extorted by menaces, and since the close of our enquiry and the opinions we delivered in the proceedings of the 21st June, it fully appears that the presents from the Nabob and Mahomed Reza Khan exceeding the immense sum of 17 Lacs, were not the voluntary offerings of gratitude, but contributions levied on the weakness of the Government and violenty exacted from the dependant state and timid disposition of the minister.

The charge indeed is denied on the one hand, as well as affirmed on the other. Your Hon'ble Board must therefore determine how far the circumstance of extortion may aggravate the crime of disobedience to your positive orders; the exposing the Government, in a manner, to sale and receiving the infamous wages of corruption from opposite parties and contending interests. We speak with boldness, because we speak from conviction founded upon indubitable facts, that besides the above sums specified in the distribution account to the amount of 2,28,125 Pounds Sterling, there was likewise to the value of several Lacs of Rupees procured from Nundcomar and Roy Dullub each of whom aspired at and obtained a promise of that very employment it was predetermined to bestow on Mahomed Reza Khan. —Long, pp. 422-24.

লিখিত থাকে।* ক্লাইব সে সময়ে ইঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তখনও পর্যন্ত বাদশাহ আলম ও নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি স্থাপিত হয় নাই। ক্লাইব অবিলম্বে উত্তরপশ্চিম প্রদেশাভিমুখে গমন করেন, এবং এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া বাদশাহ ও নবাব-উজীরের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হন; এলাহাবাদ ও কোড়া বাদশাহের অধীন থাকে; ইংরেজেরা উত্তর সরকার প্রদেশ এবং বাঙ্গালা ও বিহারের দেওয়ানী গ্রহণ করেন। এই দেওয়ানী গ্রহণের জন্য কোম্পানী বাদশাহকে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের ও সৈনিক বিভাগের ভার গ্রহণ করায়, নবাব নাজিম ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তিগ্রহণে বিচার ও শান্তিরক্ষার কার্যে নিযুক্ত থাকেন। কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে রাজ্যশাসনের ভার বিভক্ত হওয়ায়, ইহাই ইতিহাসে দ্বৈধ শাসন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ক্লাইব দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে বাঙ্গালায় উপস্থিত হন, এবং খোশালচাঁদকে কোম্পানীর সরফ বা গদীয়ানের পদে নিযুক্ত করেন।† এই সময়ে খোশালচাঁদের বয়স অষ্টাদশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। নবাব নজম-উদ্দৌলাও খোশালচাঁদ ও দুর্লভরামের পরামর্শক্রমে কার্য নির্বাহ করিতে অনুরুদ্ধ হন। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সমস্ত নবাব নাজিমগণই জগৎশেঠের পরামর্শে কার্য পরিচালনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়।

* "To Lord Clive, from Set Oodweichand and Set Cooshaul chand,—Received 10th May, 1765.

What shall we say or write or how sufficiently complain of our distressed situation? The tyrant Meer Cossim causelessly called our fathers from hence in the most disgraceful manner, treated them with such violence and oppression as perhaps never before happened to any one even in a dream or in imagination, and unjustly put them to death. All the effects they had with them he plundered, and our younger brothers Set Golaub Chund and Babu Mehir Chand he carried with him delivered them into the hand of the Muttasadies of the Imperial Court in lieu of a very large sum of money. For a long time they were kept prisoners and used with the greatest severity, and at length a very large sum was extorted from them which they were obliged partly to borrow and partly to raise by pawning jewels, and they were then released. Part of this money we have paid off by coining or selling our household utensils and jewels, and we are now distressed and embarrassed to find out means for discharging the rest". (Long, pp. 416-17).

† Hunter's *Statistical Account of Murshidabad*, p. 263.

সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৬৬ ও ১৭৭১ খৃঃ অব্দে নবাবদিগের সহিত সন্ধিপত্রেও জগৎশেঠের পরামর্শে তাঁহাদিগকে চালিত হওয়ার উল্লেখ আছে।

ক্লাইব খোশালচাঁদকে কোম্পানীর গদীয়ান নিযুক্ত করিলেও, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, রাজস্বের সহিত জগৎশেঠদিগের বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধ থাকায়, এবং কোম্পানী স্বহস্তে সেই বিভাগের কার্য গ্রহণ করায়, মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা কলিকাতাই দিন দিন অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। সুতরাং মুর্শিদাবাদে শেঠদিগের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে পারে নাই; ইহার অনেক প্রমাণ আছে। তাঁহাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিলে, তাঁহারা পুনর্বার ক্লাইবকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাইব ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ২৪এ নবেম্বর খোশালচাঁদের পত্রের এইরূপ উত্তর প্রদান করেন,—"আপনি অজ্ঞাত নহেন যে, আপনার পিতার প্রতি আমি কিরূপ সদয় ব্যবহার ও তাঁহাকে সর্বদা কিরূপ ভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছি, এবং আপনার আপনার পরিবারভুক্ত সকলের প্রতি এক্ষণেও সেইরূপ আন্তরিক যত্ন দেখাইতেছি। দুঃখের বিষয়, আপনি স্বীয় সম্মান ও সাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু মাত্র চিন্তা করেন না। আমি দেখিতেছি, পূর্বে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদনুসারে রাজকোষের সমস্ত অর্থ তিনটি বিভিন্ন চাবির দ্বারা রক্ষিত না হইয়া, কেবল আপনাদের নিকটেই জমা হইতেছে, এবং আপনারা প্রকারান্তরে অল্প রাজস্বে বাঙ্গালা রাজ্য ইজারা লইতে সম্মতি দিতেছেন। আমি আরও অবগত হইলাম যে, জমীদারদিগের নিকট সরকারের রাজস্ব পাওনা থাকিতেও আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষগণের প্রাপ্য অর্থের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আপনাদের এরূপ ব্যবহার কদাচ সমর্থন করা যাইতে পারে না। আপনারা এখনও পূর্বের ন্যায় ধনী আছেন। এইরূপ ধনতৃষ্ণার প্রবৃত্তিতে কেবল আপনাদের যে অসুবিধা হইতেছে এরূপ নহে, কিন্তু সাধারণের হিতেচ্ছু বলিয়া আপনাদের প্রতি আমার যে বিশ্বাস আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও অন্তর্হিত হইতেছে।"* ক্লাইবের এইরূপ কর্কশ উত্তরে শেঠগণ যে

* "To the Sets from the Governor, 24th. November, 1765.

You are not ignorant what attention and support I always showed to your father, and how cordially I have continued it to you and the remainder of the family. Reflect only upon the manner in which I received you and how constantly I have given you proofs of my regard. It cannot, therefore, but be matter of great concern to me to learn that you do not consider seriously what part you ought to act to establish your own credit and the public interest. Instead of keeping up to the original

অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অবস্থা মন্দ না হইলে, তাঁহারা কদাচ ক্লাইবকে বারংবার ঐরূপ ভাবে বিরক্ত করিতেন না। বিশেষতঃ নবাব সরকারে কোম্পানীর নিকট তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহাও মিটাইয়া দিলে, তাঁহারা আপনাদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। তাঁহাদের এইরূপ অবস্থায়ও ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে কোম্পানী তাঁহাদের নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* এই সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ কর্কশভাবে উত্তর দেওয়া ক্লাইবের পক্ষে যে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

১৭৬৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে দেওয়ান কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ ক্লাইব পুণ্যাহ করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। উক্ত অব্দের ২৯এ এপ্রিল মোতিঝিল প্রাসাদে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ হয়। নবাব নজম-উদ্দৌলা নাজিম স্বরূপে ও ক্লাইব দেওয়ানের পক্ষ হইতে উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুণ্যাহকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে শেঠগণ ক্লাইবের নিকট আপনাদের প্রাপ্য টাকার জন্য দাবী করেন। ক্লাইবও তাঁহার সঙ্গী সদস্যগণ কাউন্সিলে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে শেঠগণ তাঁহাদের নিকট ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ টাকা দাবী করিতেছেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা জমাদারদিগকে ঋণ দেওয়া হয়, এই টাকার জন্য কোম্পানী দায়ী বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা যে ২১ লক্ষ টাকা ইংরেজ সেনারক্ষার জন্য মীরজাফর খাঁকে ঋণ দিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। কোম্পানী এক্ষণে যখন দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এই ২১ লক্ষ টাকা কোম্পানী ও নবাব সমভাগে দিবেন ও দশ বৎসরে তাহা পরিশোধ করিবেন।†

intention and necessity of having the Treasury under 3 separate keys, I find all the money has been lodged with your family in your house, ane that you have been consenting at least to the farming of the Bengal Province under the rents I am assured it will bear. I am informed also that you have been pressing the Zamindars to discharge their debts to your fathers at a time when they are 5 months in arrear to the Government. This is a step I can by no means approve of or allow. You are still a very rich House, but I greatly fear that tendency you seem to have to avarice will not only turn greatly to your disadvantage, but at the same time destory that opinion I had of your inclination and disposition to promote the public good."—Long, pp. 413-14.

* Long, Introduction p. Xli.

† " (Proceedings, April 14, 1766)

Letter from Lord Clive, General Carnac and Mr. Sykes at

ইহার পর এই অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কারণ, আমরা জানিতে পারি যে, ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে ডিরেক্টারগণ শেঠদিগের অর্থ পরিশোধের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের উপদেশ-পত্রে, শেঠবংশ কোম্পানীর জন্য অনেক কষ্টভোগ করায় তাঁহাদিগকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।* শেঠগণের অবস্থা যে দিন দিন হীন হইতেছিল, পূর্বপূর্ব বিষয় আলোচনা করিলে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি তাঁহারা আপনাদের কারবার চালাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কারবার চলিতে আরম্ভ হইলে, বাদশাহ শাহ আলম ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে খোশালচাঁদকে জগৎশেঠ ও উদায়তচাঁদকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন।

কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহের অব্যবহিত পরেই ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের ৮ই মে নজমউদ্দৌলা এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। সৈফউদ্দৌলা জগৎশেঠ, দুর্লভরাম ও রেজা খাঁর পরামর্শে নিজামতের কার্য নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, শেঠগণ আপনাদের কারবার পরিচালনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি তাদৃশ্য সুপ্রসন্ন না হওয়ায়, তাঁহাদের অবস্থা উত্তরোত্তর হীনই হইতে থাকে। তাঁহারা আবার বৃত্তির জন্য কোম্পানীর শরণাপন্ন হন। ক্লাইব

Mootigyl, dated the 6th instant read, acquainting us that the two Seats, sons of those who were cut off by Cassim Ally Khan and fell a sacrifice to their attachment to the English Company, have laid before them a claim amounting to between 50 and 60 Lakhs of Rupees, 30 lakhs of which having been lent to the Jamadars they do not think the Government answerable for, but that their claim of 21 lakhs which were lent to the Nabab Meer Jaffur for the support of his and the English army they are of opinion, is just and reasonable, however as it would be inconsistent with equity now that the revenues of the country are appropriated to the Company to propose that the Nabob should pay the whole they have thought proper to agree, provided we have no objection, that the said sum shall be discharged by the Company and by the Nabob in equal payments within the space of ten years."—Long, pp. 437-38.

* "In 1768 the Court of Directors, directing the debts due by the Government to the Sets to be paid, remarks 'that family, who have suffered so much in our cause, are particularly entitled to our protection.' "—(Long, Introduction p. Xli).

জগৎশেঠ খোশালচাঁদকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু খোশালচাঁদ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকার কম নহে, এই সামান্য বৃত্তিতে আমার কোনই উপকার হইবে না। সুতরাং তাহা লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।* খোশালচাঁদ কিছু অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন, তবে তাঁহার অধিকাংশ অর্থ সৎকার্যেই ব্যয়িত হইত। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। ফলতঃ শেঠদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়াই উঠে। রাজস্বের ভার কোম্পানী স্বয়ং গ্রহণ করাই তাঁহাদের অবনতির প্রধান কারণ। কোম্পানী মুর্শিদাবাদে বৎসরের প্রথমে রাজস্ব আদায়ের জন্য পুণ্যাহ-ক্রিয়া করিতেন। আমরা প্রথম পুণ্যাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। নবাব সৈফউদ্দৌলাও গবর্ণর ভেরলেস্টের সহিত মোতিঝিলে উপবিষ্ট হইয়া পুণ্যাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালায় ছিয়াত্তরে মন্বন্তর আবির্ভূত হইয়া সমস্ত দেশকে শ্মশানে পরিণত করে। নবাব সৈফউদ্দৌলা তাহার প্রচণ্ড মহামারীতে জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁ চাউলের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নামে অন্যান্য বিষয়েরও অভিযোগ উপস্থিত হয়। পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে শেঠদিগেরও ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেক অর্থ অনাদায় রহিয়া যায়।

সৈফউদ্দৌলার পর মীরজাফরের অপর বেগম বব্বুবেগমের গর্ভজাত মোবারকউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায়, তাঁহার মাতার পরিবর্তে তাঁহার বিমাতা মণি বেগম অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। তদুপলক্ষে কোম্পানীর কর্মচারিগণ অনেক অর্থলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসেন তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের পদেও প্রতিষ্ঠিত হন। মোবারকউদ্দৌলার সময় নিজামতের বৃত্তি কমিতে কমিতে শেষে ১৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। এই সময়ে নিজামত দপ্তরের কাগজপত্রে জগৎশেঠেরও বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকার এক বৃত্তি নির্দেশের উল্লেখ দেখা যায়। ওয়ারেন্ হেস্টিংসের রাজত্বকালে দেশমধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। তিনি ক্লাইবের প্রবর্তিত দ্বৈধশাসনের মূলোচ্ছেদ করিয়া রাজস্ব ও বিচার উভয়েই স্বহস্তে গ্রহণ করেন। নবাব নাজিম কেবল বৃত্তিভোগী মাত্র থাকেন। মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা বা রাজস্ব বিভাগ কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। হেস্টিংস একসনা ও পাঁচসনা বন্দোবস্তে সমস্ত জমিদারী বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে কান্তবাবু, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ প্রভৃতি বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া কাশীমবাজার, কান্দী ও নশীপুর

* Hunter's *Statistical Account of Murshidabad,* p. 263.

প্রভৃতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত হেস্টিংসের বিবাদ হওয়ায়, তিনি এক জাল করা মোকদ্দমায় আসামী হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল যেরূপ কাউন্সিলের সদস্যগণসহ শাসন-কার্যের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান জজসহ কয়েকজন জজ বিচারকার্যের পরিচালনা করিতে থাকেন। মফস্বলের সহিত তাঁহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। হেস্টিংস্ মফস্বলে হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রচলিত রাখিয়া দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় বিলাতী আইন প্রচলিত থাকায় নানারূপ অসুবিধা ঘটে। এতদ্ব্যতীত তৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াও মহান্দোলন চলিতেছিল। সেই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ, মহীশূরের হায়দার আলি প্রভৃতি প্রবল হইয়া উঠায়, হেস্টিংসকে তাঁহাদের দমনের জন্য বিশেষরূপ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার রাজত্বকালে কাশীর চেৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদিগের সম্পত্তি লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটে। ইহাদের নিকট অর্থশোষণ করায় ওয়ারেন্ হেস্টিংসের নামে অত্যন্ত কলঙ্ক রটে, এমন কি তজ্জন্য পার্লিয়ামেন্ট সভায় তাঁহার বিচার হইয়াছিল। তৎপরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ফলতঃ ওয়ারেন্ হেস্টিংসের রাজত্বে দেশমধ্যে যে নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা বিভাগ স্থানান্তরিত করায়, শেঠদিগের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্র অনুভব করিতে থাকেন। জগৎশেঠ খোশালচাঁদ তজ্জন্য ওয়ারেন্ হেস্টিংসকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বরাবরই খালসা বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদের সহিত উক্ত বিভাগের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহারা অত্যন্ত কষ্টে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ এই যে, গবর্ণর জেনারেল অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে পুনর্বার খালসা বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। হেস্টিংস তাহার উত্তরে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, জগৎশেঠের পিতা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য বিশেষরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এবং তৎকর্তৃক কোম্পানীরও যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করিবেন।* কিন্তু হেস্টিংস্ প্রত্যাগত হইতে না হইতে সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া খোশালচাঁদ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। এইরূপে জগৎশেঠ খোশালচাঁদ ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও আপনাদের পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। পরে তিনি বৃত্তির

* (গ) পরিশিষ্ট, জগৎশেঠ, গোলাপচাঁদের আবেদন পত্র।

ভিখারী হইলেও, সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে জগৎশেঠদিগের অবস্থা দিন দিন আরও হীন হইতে থাকে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, জগৎশেঠ খোশালচাঁদ কিছু অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত অর্থ প্রায়ই সদ্ব্যয়ে নিয়োগ করিতেন। তাঁহাদের প্রধান তীর্থ পরেশনাথ পর্বতের সহিত খোশালচাঁদের নাম বিশেষরূপে বিজড়িত আছে। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে পরেশনাথের অনেক ভূভাগ নিষ্কররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাটপ্রদত্ত ভূভাগের ফার্মান অনেক দিন পর্যন্ত জগৎশেঠদিগের নিকট ছিল, এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ অনেক দিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতভাবে ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। জগৎশেঠ খোশালচাঁদই তাহার আবিষ্কার করেন। প্রবাদমুখে শুনা যায় যে, তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে হস্তিপৃষ্ঠে পরেশনাথে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত তীর্থের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। পরে তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, যে যে স্থানে পীতচন্দনের চিহ্ন দেখা যাইবে, সেই সেই স্থানেই প্রকৃত তীর্থ। খোশালচাঁদ পীতচন্দনের চিহ্ন দেখিয়া তীর্থস্থান স্থির করেন। পরেশনাথের মন্দিরস্থ অনেক মূর্তিতে জগৎশেঠদিগের নামাঙ্কিত আছে। পরেশনাথের পর্বতশিখরে যে সমস্ত মন্দির আছে, তন্মধ্যে জগৎশেঠদিগের মন্দির অতীব রমণীয়। তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠিত মূর্তির নিম্নে সংবৎ ১৮২২ (১৭৬৫ খৃঃ অব্দ) ও সুগলচাঁদ জগৎশেঠের নাম খোদিত আছে। সুগলচাঁদ খোশালচাঁদের ভ্রাতা সুখলালচাঁদই বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্টির চরণপদ্মেও ১৮২৫ সংবৎ (১৭৬৮ খৃঃ অব্দ) ও সুগলচাঁদ জগৎশেঠের নাম অঙ্কিত দেখা যায়। পরেশনাথের পাদদেশস্থিত মধুবন নামক গ্রামে উপরালি, মাঝালি ও নীচালি নামে তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই মাঝালি মন্দির শেঠদিগের নির্মিত। তাহার প্রতিষ্ঠিত মূর্তির নিম্নে ১৮২৫ সংবৎ ও সুগলচাঁদ ও হুসিয়ালচাঁদের নাম আছে। হুসিয়াল সম্ভবতঃ খুসিয়াল বা খোশাল হইবে। এই মন্দিরের সংলগ্ন ধর্মশালা, নহবতখানা ইত্যাদি মধুবনের মধ্যে একটি প্রধান দৃশ্য। মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজনগণ এক্ষণে ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, বালুচরের প্রসিদ্ধ ধনী মহারাজ বাহাদুর এক্ষণে ইহার অধ্যক্ষ। জগৎশেঠেরা শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। কিন্তু দিগম্বর জৈনদিগের একটি মন্দিরে স্থাপিত মূর্তির নিম্নে রূপচাঁদ জগৎশেঠ ও সংবৎ ১৮৭৩ (১৮১৬ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত দেখা যায়। সম্ভবতঃ জগৎশেঠেরা দিগম্বর সম্প্রদায়কে উক্ত মূর্তি উপহার প্রদান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ১৮৭৩ সংবৎ বা ১৮১৬ খৃঃ অব্দে রূপচাঁদ জগৎশেঠ ছিলেন কিনা, শেঠদিগের বংশতালিকা হইতে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খোশালচাঁদের আরও অনেক সৎকীর্তির কথা শুনা যয়। এইরূপ কথিত আছে যে, কোন জগৎশেঠ পত্নীর ধর্মার্থে ১০৮টি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

কাহার সময় সে পুষ্করিণী খনন করা হয়, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায় সে সকল খোশালচাঁদের কৃত হওয়া সম্ভব। জগৎশেঠদিগের বাটীর নিকট খোশালচাঁদের নির্মিত একটি সুন্দর উদ্যান ছিল। তাহা খোশালবাগ নামেই প্রসিদ্ধ হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, খোশালচাঁদের অবস্থা হীন হইলেও, তাঁহার নিকট প্রভূত অর্থ ছিল। তিনি তৎসমস্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি কাহারও নিকট অর্থের কথা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে শেঠদিগের উত্তরোত্তর দুর্দশা উপস্থিত হয়।

ষোড়শ অধ্যায়

পরবর্ত্তী শেঠগণ

জগৎশেঠগণের গৌরব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে খোশালচাঁদ এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি যেরূপ অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই অশান্তি দূর করিবার জন্য তিনি স্বীয় ভ্রাতা সমীরচাঁদের পুত্র হরকচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। খোশালচাঁদের মৃত্যুর সময় হরকচাঁদ অল্পবয়স্ক ছিলেন। হেস্টিংস খোশালচাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হন। তজ্জন্য তিনি ১৭৮২ খৃঃ অব্দে হরকচাঁদকে খেলাত ও জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট স্বয়ং উপাধি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ইহার জন্য দিল্লীর দরবারের অনুমতির অপেক্ষা করিতেন না। হরকচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হেস্টিংস্ খোশালচাঁদের প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশাপ্রদানও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ইংলণ্ডে গমন করিতে হয় বলিয়া, হেস্টিংস্ নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে নিজামত আদালতাদি কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন, এবং জমীদারদিগের সহিত প্রথমে দশশালা পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, বাঙ্গালার জমীদারদিগকে পুরুষানুক্রমে জমীদারী ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে বাঙ্গালার জমীদারদিগের যে সর্বাংশে সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা দিন দিন সকল বিষয়ে শ্রীশালিনী হইতে থাকায়, মুর্শিদাবাদ ক্রমে অতীতের গর্ভে নিমগ্ন হইতে থাকে। সঙ্গে

সঙ্গে নবাব নাজিম ও জগৎশেঠগণেরও অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। নবাব নাজিমগণ বৃত্তিভোগী হইয়া সামান্য আমোদ প্রমোদ লইয়াই আপনাদের সময় অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন। মোবারকউদ্দৌলার পর ক্রমান্বয়ে বাবর জঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুজা নিজামত গদীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুজার পুত্র মনসুর আলিখাঁ বা ফেরদুঞ্জা শেষ নবাব নাজিম। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া 'বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম' উপাধি বিক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, ও অল্পকাল পরেই এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার পর হইতে তাঁহার বংশধরগণ "মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর" নামে অভিহিত হইতেছেন।

খোশালচাঁদের মৃত্যুর পর হরকচাঁদ অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতৃব্য গোলাপচাঁদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করায় কিয়ৎপরিমাণে অবস্থার উন্নতি করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শেঠদিগের কারবার বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা আপনাদের যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হন। হরকচাঁদ আপনাদের পৈতৃক জৈনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণের এইরূপ কারণ শুনিতে পাওয়া যায়। হরকচাঁদ প্রথমে নিঃসন্তান থাকায় অত্যন্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে কাল যাপন করিতেন। সন্তানলাভের আশায় তিনি জৈনমতে অনেক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফললাভ করিতে পারেন নাই। পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া, হরকচাঁদ অত্যন্ত অশান্তিতে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। তিনি হরকচাঁদের মনঃকষ্টের কারণ অবগত হইয়া, তাঁহাকে বৈষ্ণবমতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলেন। তাঁহারই উপদেশানুসারে কার্য করিয়া হরকচাঁদ সন্তান লাভ করেন। পরে উক্ত সন্ন্যাসীর পরামর্শক্রমে তিনি জৈনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরকচাঁদের বৈষ্ণবধর্মানুরাগের জন্য তিনি বাসভবনের সংলগ্ন স্থানে ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করিয়া, তাহাতে গোবিন্দজী নামক কৃষ্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ চীনমৃত্তিকানির্মিত ইষ্টকে খচিত ও গৃহগুলি মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত করা হয়। হরকচাঁদের পর হইতে জগৎশেঠবংশীয়গণ বৈষ্ণবমতই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বৈষ্ণবমতে চলিত হইলেও জৈন আচার-ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কষ্টিপ্রস্তরনির্মিত জৈনমন্দির অনেক দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ভাগীরথী তাহাকে গর্ভসাৎ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তাহার প্রস্তরাদি অপসারিত করা হইয়াছে। জগৎশেঠবংশীয়দিগের আদান প্রদান জৈনসমাজেই অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা জৈনসমাজের নেতা বলিয়াও অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সাধারণ জৈনগণ তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস হরকচাঁদকে যে

অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, শুনা যায়, লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসও নাকি সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হরকচাঁদেরও সহসা মৃত্যু হওয়ায় কর্নওয়ালিস হরকচাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগের প্রতি কোন রূপ ভার অর্পণ করিতে সাহসী হন নাই।

ইন্দ্রচাঁদ ও বিষণচাঁদ নামে হরকচাঁদের দুই পুত্র পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লন। ইন্দ্রচাঁদের বিবাহের সময় তাঁহাকে গবর্ণমেন্ট হইতে খেলাত দেওয়া হইয়াছিল।* পরে তিনি জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। ইন্দ্রচাঁদই শেষ জগৎশেঠ, তাঁহার পর আর উক্ত বংশের কেহ সেই ইতিহাস-বিশ্রুত উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ইন্দ্রচাঁদ উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে অনেক ধুমধাম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ইহার পর হইতে শেঠগণের গৌরব একেবারে অন্তর্হিত হয়। অতঃপর জগৎ-শেঠবংশীয়গণ বৃত্তিভোগী হইয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হন। শেঠবংশধরদিগের ভাগ্যে তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

মহারাজ উদারতচাঁদ নিঃসন্তান হওয়ায়, কীরিতসিংহকে দত্তক গ্রহণ করিয়া পবলোক গমন করেন। উদারতচাঁদের ভ্রাতা অভয়চাঁদ মহারাজ উপাধির দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাবী গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। অভয়চাঁদের কোন পুত্র না থাকায় তিনি স্বীয় দৌহিত্র দুকুলচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করিয়া তাঁহার শেঠ উপাধির জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার আশা ছিল, পরে দুকুলচাঁদ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। অন্যদিকে উদারতচাঁদের বিধবা পত্নী কীরিত সিংহের জন্যও মহারাজ উপাধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।† এই সমস্ত গোলযোগের জন্য উদারতচাঁদের পর শেঠবংশে আর কেহ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

ইন্দ্রচাঁদের পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচাঁদ শেঠদিগের গদীতে উপবিষ্ট হন। ইহার পূর্ব হইতেই শেঠদিগের কারবার বন্ধ হইয়া যায়। পৈতৃক যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারাই গোবিন্দচাঁদ জীবিকা নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ীও ছিলেন। সম্পত্তির আয় দ্বারা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায়, তিনি আপনাদিগের হীরাজহরতাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন। তিনি আপনাদিগের পূর্বপুরুষ-গণের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিয়া বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করিলে, মুর্শিদাবাদের এজেন্ট মেজর জেনারেল রেপারের ও ভারত গবর্ণমেন্টের অনুরোধে ডিরেক্টারগণ ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে গোবিন্দ-চাঁদকে মাসিক ১২০০৲ বৃত্তি প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারা তাঁহা-

* Long, Appendix F. P. 579.
† Long, Appendix F. P. 579.

দের পত্রে গোবিন্দচাঁদের পূর্বপুরুষগণের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও, গোবিন্দচাঁদের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করেন নাই। তবে এজেন্ট মেজর জেনারল রেপারের অনুরোধক্রমে তাঁহার মাসিক ১২০০, শত টাকা বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন।* বিষণচাঁদের পুত্র শেঠ কিষণচাঁদও বৃত্তির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাকে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি প্রদান করা হয় নাই। ডিরেক্টারগণ অভিলাষ করিয়াছিলেন যে, গোবিন্দচাঁদ নিঃসন্তান হওয়ায়, তিনি তাঁহার প্রাপ্য বৃত্তি হইতে কিষণচাঁদকে সাহায্য করিতে পারেন। পরে গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর কিষণচাঁদের বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। গোবিন্দচাঁদ স্বীয় জীবদ্দশায় গোপালচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপালচাঁদের বিবাহের সময় নিজামত তহবিল হইতে ৫০০০, টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব গোবিন্দচাঁদের ১২০০, টাকা বৃত্তি হইতে কিষণচাঁদকে ৩০০, টাকা বৃত্তি প্রদানের আদেশ দেন। গোবিন্দচাঁদ এই আদেশের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্র স্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উডের নিকট প্রেরিত হইলে, তিনি লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া গোবিন্দচাঁদের ১২০০, টাকা বৃত্তিই অক্ষুণ্ণ রাখেন।† ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পত্নী জগৎশেঠানী প্রাণকুমারী ও দত্তক পুত্র গোপালচাঁদকে রাখিয়া গোবিন্দচাঁদ পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর গোপালচাঁদ ও কিষণচাঁদ একযোগে বৃত্তি প্রার্থনায় এইরূপ মর্মে আবেদন করেন যে, গোবিন্দচাঁদের প্রদত্ত ১২০০, টাকা বৃত্তি হইতে গোপালচাঁদকে ৭০০, টাকা ও কিষণচাঁদকে ৫০০, টাকা দেওয়া হউক। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের সে আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া কিষণচাঁদের জীবিত কাল পর্যন্ত ৮০০, বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিয়া গোবিন্দচাঁদের বিধবা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে প্রতিপালনের আদেশ দেন। গোপালচাঁদ পুনর্বার আবেদন করিলে, কিষণচাঁদের ৮০০, টাকা বৃত্তি হইতে তাঁহাকে ৩০০, টাকা বৃত্তি দেওয়ার আদেশ হয়। গোপালচাঁদ কিষণচাঁদের বৃত্তি হ্রাস করিয়া এই অল্প পরিমাণ বৃত্তি লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্রও প্রেরণ করেন।** তাহার পর তিনি অত্যন্ত অর্থকষ্টে নিপতিত হইয়া হতাশ অন্তঃকরণে ইহ জীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হন। কিষণচাঁদের মৃত্যু হইলে গোবিন্দচাঁদের বিধবা

* (গ) পরিশিষ্ট, জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের আবেদনপত্র।

† (গ) পরিশিষ্ট জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের আবেদনপত্র।

** (গ) পরিশিষ্ট জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের আবেদনপত্র।

জগৎশেঠানী প্রাণকুমারী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গোপালচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি গোলাপচাঁদকে দত্তক গ্রহণ করেন। গোলাপচাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে প্রাণকুমারী নিজ বৃত্তিবৃদ্ধির জন্য ও গোলাপচাঁদের একটি স্বতন্ত্র বৃত্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বারংবার প্রার্থনা করেন। তাঁহার শেষ আবেদন লেপ্টেন্যান্ট গবর্ণর সার চার্লস্ এলিয়টের নিকট করা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। প্রাণকুমারীর মৃত্যুব পর গোলাপচাঁদ পুনর্বার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে তিনি ১৮৯২ খৃঃ অব্দের আগস্ট মাসে স্টেট্ সেক্রেটারির নিকটও এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।* বলা বাহুল্য, গোলাপচাঁদ তাহাকেও কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুরাতন বাসভবন জীর্ণ হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নূতন বাটী নির্মাণের জন্য ৫০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। গোলাপচাঁদ অত্যন্ত অর্থকষ্টে দিনপাত করিতেন। সম্প্রতি তিনি ইহ জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ফতেচাঁদ ও উদয়চাঁদ নামে দুইটি পুত্র বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা এক্ষণে নূতন বাটীতেই বাস করিতেছেন। এইরূপে যে জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গরাজ্যে ধন-মানও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের গৌরবকিরণ বিকিরণ করিয়াছিলেন, কালের কুটিল ক্রীড়ায় ক্রমে তাঁহারা হীন দশায় নিপতিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইলাম যে, উক্ত শতাব্দীতে জগৎশেঠগণ বঙ্গরাজ্যে কিরূপ গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস উত্থানপতনের যে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া অদ্যাপি কৌতূহলপরায়ণ পাঠকের হৃদয়ে বিস্ময়ের নব নব লীলার সঞ্চার করিতেছে, সেই বিস্ময়কর চিত্র জগৎশেঠগণের আলোক ও ছায়ায় যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা পূর্বাপর আলোচনা করিলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আলিবর্দীর উত্থান, সরফরাজের পতন, সিরাজের পতন ও মীরজাফরের উত্থান, আবার মীরজাফরের পতন ও মীরকাসিমের অভ্যুদয়, কাসিমের পতন ও মীরজাফরের পুনরুদয়, এবং সর্বশেষে মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এই উত্থানপতনের বিচিত্র ইতিহাসের সহিত জগৎশেঠগণের যে বিশেষরূপে সম্বন্ধ ছিল, সে কথা বোধ হয় আর

* (গ) পরিশিষ্ট জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের আবেদনপত্র।

নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। সেই উত্থানপতনের বিচিত্র ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস তাঁহাদেরও যে উত্থানপতনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, আমরা যথাসাধ্য তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

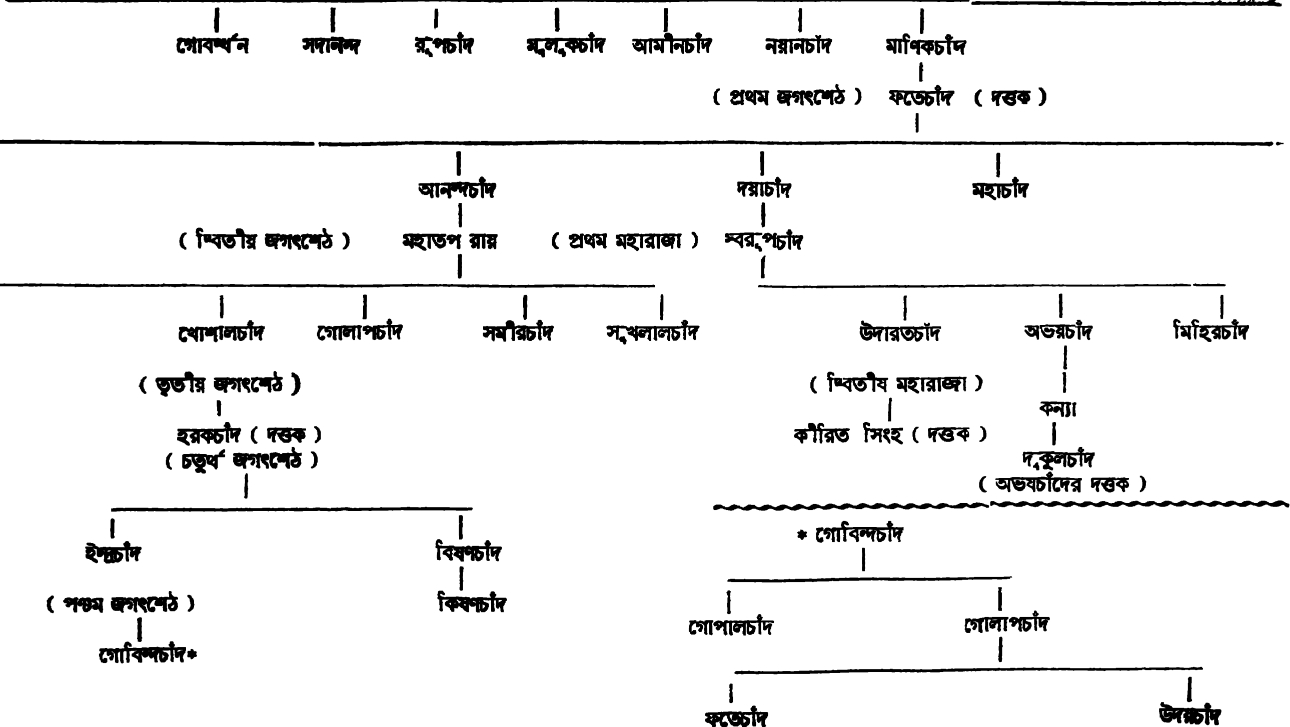
অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসে জগৎশেঠগণের স্থান যে কত উচ্চে অবস্থিত ছিল, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। উক্ত শতাব্দীর অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহারা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিলেন। তাঁহাদের ধনসম্পত্তির ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহাদের গৌরব-প্রভা মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের কিরণকেও পরাভূত করিয়াছিল। বাদশাহ, নবাব, রাজা, মহারাজ, জমীদার, মহাজন, সকলেই তাঁহাদের অনুগ্রহের ভিখারী ছিলেন। তাঁহারাও দুই হস্তে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহারাও অবশেষে অনুগ্রহভিখারী হইয়া পড়েন। যে জগৎশেঠগণের ধনসম্পত্তি মস্তক উত্তোলন করিয়া হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কালের এক সামান্য ফুৎকারে তাহা বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে চিরকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যায়। পরবর্তী জগৎশেঠগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই। বহু আয়াসেও তাঁহারা আর আপনাদের পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। কিছু দিন তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনবেশে কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায় মহাতপচাঁদের, বংশধরের শেষ পরিণাম যে দুঃখাবহ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধনৈশ্বর্যের লীলাক্ষেত্র তাঁহাদের বিলাসভবন ভগ্নস্তূপে পরিণত। তাঁহাদের সুরম্য উদ্যানাদি জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কষ্টিপ্রস্তরনির্বিমিত চৌবাচ্চা ভগ্ন ও মন্দিরাদি ভূপাতিত। এই সকল দেখিলে বোধ হয়, যেন বিরাট ঐশ্বর্যস্তম্ভ চূর্ণ হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগীরথীও তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। আর কিছু দিন পরে জগৎশেঠগণের নামের সহিত তাঁহাদের বাসভবনের চিহ্ন ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে বলিয়া অনুমান হয়। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র, গৌরবের আদর্শস্থল, ধনসম্পত্তির বিরাট স্তম্ভ, মণিমাণিক্যের উজ্জ্বল আকর, জগৎ-শেঠগণের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহাদের কোন নিদর্শন ধরণীপৃষ্ঠে বিরাজ করিবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ব্যতীত আর কোথাও জগৎশেঠগণের পরিচয় পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ।

পরিশিষ্ট

(ক)

জগৎশেঠদিগের বংশক্রম



(খ)

জগৎশেঠগণের ফার্ম্মানের বঙ্গানুবাদ ।

(১)

মাণিকচাঁদের শেঠ উপাধির ফার্ম্মান ।

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালীতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম ।

৫	৪	৩	২	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
আকবর	জাহাঙ্গীর	সাজাহান	আলমগীর	সাহ আলম
বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ

	১১২৫	
	মহাম্মদ ফারখ সাএর	১২
পুত্র	পুত্র আজিমুশ্বান, আবুল	পুত্র
হুমায়ুন	মজঃফর মইজুদ্দীন	আমীর তৈমুর
বাদসাহ	আলমগীর শানী বাদসাহ	সাহেব কেরান
	গাজী সন আহদ ।	

৭	৮	৯	১০	১১
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
বাবর	উমর সেখ সাহ	সুলতান	সুলতান	মীরণ সাহ
বাদসাহ		আবুসৈয়দ সাহ	মহম্মদ সাহ	

(দস্তখত লাল কালীতে)

মহম্মদ মইনুদ্দীন আলমগীর শানী ফারখ সাএর
বাদসাহ গাজী ফার্ম্মান আবুল মজঃফর ।

এই জয় ও মঙ্গলযুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মাণিকচান্দ, এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মাণিকচান্দ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক এবং হুজুর আলি হইতে তাগিদ জানেন। ইতি তারিখ ৮ জিলহজ্জ।

(পরপৃষ্ঠায় লেখা)

যিনি মহামান্য, রাজ্যের ন্যাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্যের ও ধনের সুবন্দোবস্ত-কারী, যিনি তরবারি ও লেখনী পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, যিনি সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই মিনুদ্দোলা বাহাদুর জাফর জঙ্গ শেপ সালারের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)
মহাম্মদ ফারখ সাএর বাদসাহ গাজীআলা দুলবাহ শেপা সালার ইয়ার বাওকা ফিদরি কুতবল মুল্ক এমিনুদ্দোলা সৈয়দ আবদ খাঁ বাহাদুর জাফরজঙ্গ।

(২)

ফতেচাঁদের জগৎশেঠ উপাধির ফার্ম্মান।

ঈশ্বরের নাম।

পরমেশ্বরের নাম।

সাহ মহম্মদ
নাসিরুদ্দীন
আবুল ফতেহ
বাদসাহ গাজী

সাহ আবুল ফতেহ
নাসিরুদ্দীন এবনে
মহম্মদ জাহান সাহ
বাহাদুর বাদসাহ গাজী
সাহেব কেরাণ শানী

এবনে সাহ
আলম বাদসাহ

এবনে আলম-
গীর বাদসাহ

ইত্যাদি।

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের সূর্য্যের কিরণস্বরূপ জগন্মান্য ও জগদ্‌বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা শেঠ ফতেচাঁদ বিশ্বস্ততা ও গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ জগৎশেঠ উপাধি এবং মতির গোশওয়ারা অর্থাৎ কানবালা ও হস্তী এবং তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদ, শেঠ উপাধি ও মতির কানবালা খেল্লাত প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং তাঁহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন। এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ৪ সাল জলুশ ১২ই রজব তারিখ।

(পর পৃষ্ঠায় লেখা)

যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি রাজধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী ও সৈন্যগণের পরিচালক, উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই নিজাম উলমুল্ক ফতেজঙ্গ বাহাদুর সেপাসালার সেনানিবেশ বরাবরেষু।

নিজাম উলমুল্ক।

(৩)

মহাতাপ রায়ের শেঠ উপাধির ফার্ম্মান।

গোল মোহর

৫	৪	৩	২	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
আকবর	জাহাঙ্গীর	সাজাহান	আলমগীর	সাহ আলম
বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ

৬	সাহ আবুল ফতেহ	১২
পুত্র	নাসিরুদ্দীন এবনে	পুত্র
হুমায়ুন	মহম্মদ জাহান সাহ	আমীর তৈমুর
বাদসাহ	বাহাদুর বাদসাহ গাজী	সাহেব কেরাণ
	সাহেব কেরাণ শানী	

৭	৮	৯	১০	১১
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
বাবর	উমর সেখ সাহ	সুলতান	সুলতান	মীরণ সাহ
বাদসাহ		আবুসৈয়দ সাহ	মহম্মদ সাহ	

(দস্তখত লাল কালীতে)

সাহ মহম্মদ নাসিরুদ্দীন
আবুল ফতেহ বাদসাহ গাজী

এই জয়যুক্ত (শুভ) এই মহামান্য ও জগদ্‌বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মৃত শেঠ আনন্দচন্দ্রের পুত্র মহাতাপ রায়, শেঠ উপাধি এবং খেল্লাত মতির গোশওয়ারা অর্থাৎ কানবালা ও হস্তী প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের বর্তমান ও ভাবী হাকিম ও আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতিগণের উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ বলিয়া লেখেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক—ইতি তারিখ ২ জেলকদ ২৩ সন জলুশ।

(পর পৃষ্ঠায় লেখা)

যিনি মহামান্য, রাজ্যের ন্যাসাধার স্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি প্রাধান্য ও আদেশ বিষয়ে ক্ষমতাবান্, যিনি রাজ্যধর্মের (গূঢ়তত্ত্ব) অবগত আছেন, যিনি রাজ্য ও রীতিনীতির মহত্ত্বের গৌরব অবগত আছেন, যিনি সাম্রাজ্যের অবলম্বনস্বরূপ, রাজ্যের বিশ্বস্ত আদেশদাতা (বিচারপতি) যিনি দিগ্‌বিজয়ী রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, ভাগ্য ও ঐশ্বর্য সম্পত্তির পথপ্রদর্শক, যিনি সম্রাটের মনোনীত বন্ধু, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী সৈন্যগণেরও অগ্রগামী (পরিচালক), যিনি উচ্চপদস্থ মন্ত্রিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মহামান্য আমীরগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, যিনি তরবারি ও লেখনী পরিচালনায় সুনিপুণ, যিনি পতাকা উন্নতকারী, যিনি উপযুক্ত সুপরামর্শদাতা, যিনি সম্রাটের নিরপেক্ষ উজীরসমূহের মধ্যে বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি সমস্ত রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি দরবারের বিশ্বাসী, সেই কামরুদ্দীন হোসেন বাহাদুর নসরতজঙ্গের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)
মহম্মদ শাহ বাদসাহ
াজী সন্ ও মহম্মদস।হ
ফিদার উজির এতে মাদ
কমরুদ্দীন খান হোসেন
বাহাদুর নহবতজঙ্গ এমা-
হেদউল্লা।

(৪)

মহাতাপ রায়ের জগৎশেঠ উপাধির ফার্ম্মান।

পরমেশ্বরের নাম।
(লাল কালীতে)

(গোল মোহর)
ঈশ্বরের নাম।

৬	৫	৪	৩	২	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
আকবর	জাহাঙ্গীর	সাজাহান	আলমগীর	সাহ আলম	জাহান সাহ
বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	বাদসাহ	

৭		১৩
পুত্র	আহম্মদ সাহ বাহাদুর,	পুত্র
হুমায়ুন	পুত্র মহম্মদ সাহ, আবুল	আমীর তৈমুর
বাদসাহ	নাসীর মজাহেদ্দীন,	সাহেব কেরাণ
	সাহেব কেরান, শানী	
	বাদসাহ গাজী সন এক।	

৮	৯	১০	১১	১২
পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র	পুত্র
বাবর	উমর সেখ সাহ	সুলতান	সুলতান	মীরণ সাহ
বাদসাহ		আবুসৈয়দ সাহ	মহম্মদ সাহ	

(দস্তখত লাল কালীতে)

আহম্মদ সাহ বাহাদুর পুত্র মহম্মদ সাহ
মহাহেদ্দীন সাহেব কেরাণ শানী বাদসাহ গাজী।

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের জগন্মান্য ও জগদ্‌বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মহাতাব রায় বিশ্বাস ও গৌরবের মূলধনস্বরূপ জগৎশেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে জগৎশেঠ মহাতাব রায় লেখেন। এই বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক ইতি তারিখ ২৭ জেলহজ্জ।

পরপৃষ্ঠায় মোহরাদি আবৃত থাকায়, তাহার উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

(গ)

জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের আবেদন-পত্র

To

THE RIGHT HONOURABLE
THE SECRETARY OF STATE FOR INDIA,
India Office, London.

THE MEMORIAL OF JAGAT SETH
GOLAP CHAND OF MAHIMAPUR
IN MOORSHEDABAD.

Respectfully Sheweth,

1. That your Lordship's Memorialist is the only son and heir of the late Jagat Seth Gobind Chand and the direct representative of the famous Jagat Seth Mahatab Rao, and the present head of the family. As such he respectfully claims for his case the attention and liberal consideration of the Government which his ancestors above-named, more than any other man, served to establish in Bengal a service in which he and his brother at last sacrified their lives--and your Lordship's Memorialist trusts that these will not be denied to him.

Vide Appendix IX.

2. That your Lordship's Memorialist does not deem it necessary here to refer in detail to the claims of his family upon the British Government. Not only did the English of the day who saw the services performed which created the claims, recognise them, but, even in the recent correspondence to which your Lordship's Memorialist shall have particularly to refer in the present case, the Governor General's Agent at Moorshedabad, the Bengal Government, the Government of India and the Government at home are unanimous in their recognition of them. Two testimonies only, as coming both from the highest authorities, your Lordship's Memorialist would beg leave to quote. The late court of Directors observed "that the services of Jagat Seth Mahtab Rao to our Government in times when such services were peculiarly valuable are matter of History," and the Right Honorable the Secretary of State for India spcke of the famous Bengal Banker Jagat Seth who rendered such distinguished service to the British at the time of the Revolution in Bengal which laid the foundation of our Empire in the

Appendix I

Appendix II

East. It is at once an honor to the Government and a relief and pleasure to your Lordship's Memorialist and the Government has not left to himself the delicate task of recounting the services of His House.

3. That with a disinterestedness which, your Lordship's Memorialist hopes, may be remembered, his ancestors did not ask any price for those services, although they might then command terms and owing a wealth reckoned by hundreds of crores and possessing an influence equally at the courts of Moorshedabad, Lucknow, Delhi and Calcutta of a magnitude to which no subject could pretend, well might they be above the spirit which haggles for price. And well might they flatter themselves that even, should in the vicissitudes of fortune the affluence of their family at any future period depart, as long as the British Sovereignty which they helped to establish lasted in any corner of India, no inheritor of this name would be allowed to be pressed for the means of an existence somewhat commensurate with their position.

4. That in the course of time the stars of your Lordship's Memorialist's house declined, and the family dwindled from generation to generation, until a Jagat Seth (your Lordship's Memorialist's adoptive father Jagat Seth Govind Chand) was reduced so low as to be dependent on the bounty of others for subsistence itself. In this extremity he naturally looked up towards the Government which his ancestors have done so much to establish for a fraction of the price his ancestors were above seeking. To the credit of the Government his claims were not ignored, though 1200 Rs. per month was deemed an adequate allowance to a Jagat Seth and a compensation enough for the services which gained an empire for the served ; in reality it was indeed only a trifle for the maintenance of a House which not long ago rolled in crores.

5. That the said Jagat Seth Gobind Chand died in 1864 leaving Seth Gopal Chand, his son, whom he adopted in his life-time and Seth Kisen Chand his first cousin, a descendant in the junior branch. As representative of the House, Gopal Chand applied to Government in conjunction with his uncle afore-named for an equitable distribution of the pension of the deceased. The joint application prayed for the continuance of the title of "Jagat Seth" to Gopal Chand and the settlement upon him of a pension of Rs. 700 from the stipend of his father

agreeing to allow the balance Rs. 500 per month to be granted to his uncle. But unfortunately the order on it was a pension of Rs. 800 per month to Seth Kishen Chand to the utter exclusion of the claims of the representative of the senior branch, the rights of the trunk of the House. Thus disappointed in his hopes he subsequently appealed against the order—an order which seems to have been passed on but a partial knowledge and appreciation of the true circumstances of the case to the Viceroy and then to the Right Hon'ble the Secretary of State for India (Sir Charles Wood G. C. B.) when he was offered Rs. 300 per mensem by the Agent to the Governor General at Moorshedabad (Lieutenant Col. W. A. A. Thomson) through Raja Prasanna Narayan Deb Bhadoor, the Dewan Nizamut, from out of the stipend granted to Seth Kishen Chand, and as the arrangements thus ordered making the true subordinate to its branch did not satisfy him, and since it was inconsistent with his position and dignity in society he was naturally compelled to decline the offer with thanks. He died shortly after leaving Seth Kishen Chand the undisturbed master of the stipend.

Vide Appendix III.

6. That Seth Kishen Chand afore-named died in 1880 leaving no heir except your Lordship's Memorialist then a minor and his adoptive mother Jagat Sethani Pran Kumari Bibi, widow of the late Jagat Seth Gobind Chand. As is usual when *the affairs of an estate are in the hands of a Hindu widow,* ignorant and illiterate, her advisers instead of putting forward the claims of your Lordship's Memorialist as then representing the House of Jagat Seth Mahtab Rao, to Government for some provision, induced her to apply for a portion of Seth Kishen Chand's pension and Rs. 300 per month was all that was granted to her. But gradually, as your Lordship's Memorialist began to enter the age of manhood and was being recognised as the Head of the Jagat Seth family and the social leader of the Oswals, she began to discover her mistake. She at once memorialised the Government for increasing her own stipend, or for granting a seperate pension to her son but to her ill luck none of her prayers was favorably entertained. A few months before her death she made her last request to the Hon'ble Sri Charles Elliot K. C. S. I., Lieutenant Governor of Bengal, during his Honor's visit to Moorshedabad,

Memorial dated 27th June 1887.

to grant her a portion of her husband's pension, so that, before she breathed her last, she could have the satisfaction of seeing the liquidation of the heavy debts she had incurred to bring up your Lordship's Memorialist, to defray the cost of litigation to confirm his adoption and none the less to maintain his dignity and position as the head and representative of the family. But Government declined to take pity in her difficulties and she died a broken heart on the 21st September last.

Memorial dated 22nd July 1891.

7. That your Lordship's Memorialist submitted a memorial to His Honor the Lieutenant Governor of Bengal on the 14th November last setting forth in detail the claims of his family to the patronage of Government and praying for a suitable pension to be granted to him commensurate with his status in society, but his distressing case failed to draw the attention of Government for what fault on the part of your Lordship's Memorialist he is unable to say. An appeal was however laid before the Government of India against this decision, but was of no avail. Your Lordship's Memorialist however conjectures that the authorities must have acted upon the misapprehension, that the pension granted to the different members of his family was only for their life and not hereditary and that your Lordship's Memorialist being an adopted son, had no claim whatever upon the indulgence of the Government.

Vide Appendix IV.

Appendix V.

Appendices VI. & VIII.

8. That with respect to the first objection, if such an objection has really been urged against him, your Lordship's Memorialist begs respectfully to deny that the pension of Govind Chand was limited to his life; it was to all intents and purposes a hereditary stipend. It is true that when the pension was first granted to him the Government distinctly stated that it was for life. Nevertheless the spirit of the pension contradicted its verbal terms. The pension was secured by Jagat Seth Govind Chand by no personal merit of his own; it was simply a provision for the family of Jagat Seth, though it was given in the name of its head, and though that head has passed away, the family for whose maintenance that pension was granted still subsists, and that in the per-

Appendix VII A.

son now of your Lordship's Memorialist, who, as successor to the headship, is entitled to draw the pension for himself. Such a provision for the family of Jagat Seth as the Government intended in the stipend of Gobind Chand is essentially and in its nature hereditary. This argument is further strengthened by the fact that the successors to the headship of the family after Gobind Chand, Seth Kishen Chand and Pran Kumari, had on this ground and this only been favoured with a pension. For what claim did the late Jagat Seth, Gobind Chand possess to it which his surviving family does not? The claims which gained the stipend were the claims of the family of Jagat Seth Mahatab Rao and those claims subsists as long as the family exists. The accident of the pension being named after Jagat Seth Gobind Chand no more makes it a strictly personal pension of deceased than the accident of its being mentioned a "life pension" takes away from it the essentially hereditary character.

9. That as regards the second objection, that adoption does not constitute a right to succession, it will never be asserted that adoption does not constitute a right according to law. But it may be urged, that pension does not fall within the domain of law. It is therefore necessary to consider whether adoption gives equal right to any one in transaction in the political department of Government. The truth is, that there can be nothing in the political relation of a great power with any of its weaker allies, dependants its or subjects which deserves the name of a right, the political policy of the British Government, however generous, has been guided by principles different from those which dictate its Judicial and Legislative proceedings. To the credit of the Government, the gulf which divides the two policies is being gradually bridged over; but on the subject of adoption, the two policies have, happily for your Lordship's Memorialist, been harmonised since Her Gracious Majesty the Queen Empress has assured the native Princes and all her Indian Subjects through one of her former Viceroys Lord Canning in 1858 that any succession which may be legitimate according to Mohamedan or Hindu Law shall be upheld. If your Lordship's Memorialist's family does not fall strictly under the category of Princes, its services were bonafide political services and the political policy on any subject ought certainly to be uniform to all legitimately coming under its action. If it is wise and just to recognise the right of native Princes to adopt it is equally wise

and just to allow the same privilege to essentially a political house like that of Jagat Seth, when therefore law and policy a like point to the same end, your Lordship's Memorialist can not believe that the British Government would allow anything to deprive your Lordship's Memorialist of that privilege.

10. That it may, after all, be urged that blood is one thing and adoption another that though the British Government is ready to show every Consideration to the descendants of Jagat Seth, Mahtab Rao, it is under no obligation to respect the line continued by adoption. This view is opposed to the justice, liberality, and generosity of the British Government—but it has a slight, and only a very slight plausibility. Your Lordship's Memorialist would beg leave to state the moral and intellectual objections against it. The principal moral defect of this views is, that it lays the axe at the root of the ennobling doctrine of heritable obligation and duty. If adoption be held to extinguish all title to consideration, what is there in blood so peculiarly sacred as to entitle it to all respect, your Lordship's Memorialist is unable to comprehend. The argument, which would justify any one in withholding, consideration from an adopted son, would uphold him also in denying it to an issue of the body. According to it, the obligation for services ceases with the party who serves and the party who is served and such obligation, does not bind by any tie the succeeding generations of those parties whether their lines be continued by adoption or by blood. But the incidents of obligation are hereditary; and the services of one generation are often repaid by another. The British Government like all other civilized Government has in its conduct, always accepted this principle, and your Lordship's Memorialist must be particularly unfortunate if in his case alone there should be any departure from it. And if the primary principle be accepted it would apply equally to descendants by blood and those by adoption.

11. That indeed the fact of the British Government recognising Jagat Seth Govind Chand is ample proof that it abides by the right principle alluded to in the foregoing paragraph; for though he (Jagat Seth Gobind Chand) was the issue of the body of Jagat Seth Indra Chand and the latter that of Jagat Seth Huruck Chand, the last named was an adopted son brought up and recognised by Government as the son of Jagat Seth Khoshal Chand, the son of the famous Jagat Seth Mahatab Rao. The

British Government in 1782 made no scruple to invest Jagat Seth Huruck Chand with title of "Jagat Seth"; and your Lordship's Memorialist relies on this great precedent as removing all possible scruples for not recognising your Lordship's Memorialist's right to the same family title and claim to equal consideration of the British Government.

12. That on the question of adoption, your Lordship's Memorialist believes, he has demonstrated, that blood has no claims to which adoption is not entitled; that according to the manners, customs and religion of the people of this country, adoption is a sacred institution; that the law recognises adoption, that political expediency requires the recognition of adoption by Government, that Her Gracious Majesty has recognised the adoption of heirs to the native Princes and chiefs who did the Government services in 1857-58; that although the House of your Lordship's Memorialist does not surely fall under the category of Princes, the services of Jagat Seth Mahatab Rao and Maharaja Swarup Chand which gave it its claims on the government were political services, and that therefore it is essentially a political house and hence the Government cannot with any justice or consistency deny to it the rights of adoption acquired by other houses by political services during the mutiny; that it is not your Lordship's Memorialist alone who has been adopted for the first time in the family; that his house would have been long extinct with Jagat Seth Khoshal Chand, the son of Jagat Seth Mahatab Rao, if it had not been continued by adoption; that Jagat Seth Khoshal Chand adopted Hurruck Chand who was recognised by Government and invested with the title of "Jagat Seth"; that the Government again recognised the claims of Mahatab Rao in the adopted line when it made pensionary provision for the family in the stipend granted to Jagat Seth Govind Chand, Seth Kishen Chand, that they with Gopal Chand and your Lordship's Memorialist belong equally to the adopted line, and cannot have a whit more claim than your Lordship's Memorialist himself and that having recognised the adopted line from generation to generation, the Government cannot now repudiate the adoption of your Lordship's Memorialist.

13. That from all the above facts the recognition of your Lordship's Memorialist follows, as a necessary consequence, the Government, by its previous acts, has recognised another's adoption in the family that of Gopal Chand—an adoption that

was recognised not by implication but in word and deed. The Government of Bengal in its letter from the Under Secretary Mr. G. G. Morris to Colonel G. H. Macgregor, C. B. Agent to the Governor General at Moorshidabad dated 18th February 1856 ordered a grant of Rs. 5000 expressly to defray the expenses of his marriage. In the Government order and correspondence which led to the grant the Government spoke of him by name, and as the adopted son of Jagat Seth Govind Chand.

Appendices VIII & VIII A.

14. That your Lordship's Memorialist is quite convinced that the Government is prepared to show every consideration to the family of Jagat Seth Mahtab Rao. It cannot, by any means, be said that it is bound only to the latter's descendants by blood. Your Lordship's Memorialist believes that there is nothing absolutely in blood to entitle it to that consideration which can by any pretext be withheld from adoption. He has shown that if the arbitrary distinction sought to be made between descendants of blood and those by adoption be pushed to its legitimate conclusion, it would suppress the claims of the benefactors descendants of either description to the consideration of the benefitted or his descendants—a conclusion which would startle mankind. Happily the wisdom and generosity of the world has imposed on itself a far more equitable rule. Men show consideration to the descendants of their benefactor, not only out of respect to the dead but chiefly as an example to the living and amidst the various and often conflicting motives which incite men to assist and benefit their fellow creatures, not the least important is the confidence created by this example, that though they may die without rewards, those whom they love and leave behind them will certainly not be forgotten by the benefitted. If it went abroad that descendants by adoption had no claim to consideration, half the incentive among mankind to help others would disappear and your Lordship's Memorialist has no hesitation in assuming that the British Government would not sanction a distinction and a policy so demoralising. In this country specially where the Great Houses are so invariably afflicted with the curse of barrenness that they would be extinct in a generation or two, if they were not continued by adoption the establishment of such a distinction and such a policy may, your Lordship's Memorialist fears, have the effect (God forbid) of undermining the foundation of the entire Hindu Society.

15. That it is difficult to impress Europeans with the importance of those sanctions, which make the custom of adoption so peculiarly sacred. One may here be mentioned. In the Sanskrit, the divine ancient Language of India, the word for son is *puttra* (পুত্র) and Manu, the highest authority for Hindu institutions, says that a son is called *puttra* because he is the instrument and the only instrument for delivering his father and fore-fathers from the dread hell named *Put;* and though this derivation has no phiological value, it explains better than anything that passion to have male issue, or at least a substitute for male issue, which is the characteristic of the Hindus, and that unutterable woe which oppresses those who die without either. Among the objects for which a son is wanted by a Hindu is certainly the perpetuation of the family, but the prime function which a son is to fill is to offer cakes to the names of ancestors and perform those numerous religious ceremonies which are essential to their salvation. This function cannot be performed by any other relative however near and in the case of the late Jagat Seth and his widow there was no other relative who could fill it until your Lordship's Memorialist was adopted in 1880. But this function is filled by an adopted son quite as well as by a son of the body; and indeed neither by custom nor by religion, nor by law is an adopted son in any way different from a son of the body. It may be well remarked here that the whole Hindu Law of inheritance turns on the relative rights of parties to offer cakes to the names of the deceased.

16. That the question may be viewed in another light your Lordship's Memorialist begs respectfully to submit, that the character of the pension of his father Jagat Seth Govind Chand appears to have been entirely different from what has been assumed hitherto in the course of this memorial. Amidst the variety of claims of your Lordship's memorialist's house and the want of perfect understanding between the donor and the recipient as to the particular claim or claims of the family to which the stipend allowed to the said Jagat Seth was conceded, that stipend seems to have been granted not only as a reward due to Jagat Seth Mahtab Rao's—services but as some however infinitesimal compensation for the enormous sum of money with which the great Jagat Seth and his brother accommodated the British—a fact admitted and acknowledged by Lord Clive;

Appendix IX A

--your Lordship's Memorialist does not deem this a suitable opportunity for formally bringing forward his monetary claims. He needs here only to remined the government that this view of the nature of the grant to Jagat Seth Gobind Chand appears distinctly in the letters of the Government in the correspondence which took place before that grant was sanctioned. It follows, therefore, that the government gains nothing by insisting on the lifelong character of the said or the subsequent pensions,—pensions which have been given to each successor on the demise of the previous stipendiary,—for, seeing that the pension was some payment towards repaying the money debt, or rather it was in the nature of a part payment of the interest of the money which was advanced to the Government; then the payment towards clearing the debt must be made in some form or other, and your Lordship's Memorialist has full confidence in the justice and fairness of the British Government, that it will be made to the legal and sole representative of Jagat Seth Mahtab Rao i.e. to your Lordship's Memorialist. This view of the case a view your Lordship's Memorialist submits, quite warranted by the facts, at once disposes of all objections and scruples which may be entertained in any quarter - regarding the recognition of your Lordship's Memorialist's status; this view transfers the matter from the province of state policy to that of law, and by law, as the legally and validly adopted son (vide Indian Law Reports Calcutta series vol. XVII Pages 518-35) of Jagat Seth Gobind Chand, he, your Lordship's Memorialist, is the one representative of the Great and Famous Jagat Seth Mahtab Rao.

17. That your Lordship's Memorialist has the satisfaction to live under a most advanced form of civilised Government—a Government that looks with profound respect upon everything sacred and contributes greatly towards the preservation of the relics of historic antiquity to be found in its subject races, and has thus endeared itself wherever it has been its lot to establish itself. Not only is your Lordship's Memorialist aware of the enlightened and liberal views and noble policy of your Government and of your nation but has been fortunate enough to see it actually carried out in his own city in the maintenance of the Nizamut Mosques and Tombs and the Mausoleums at Khoshbag, Roushnibagh and Moteejhil for which your Lordship's Memorialist is told a fixed annual allotment has been

set apart by Government for perpetuity. Such therefore being the renowned policy of your Government, your Lordship's Memorialist humbly submits that he can not for a single moment lead himself to believe that his family shall be considered an exception in the matter of obtaining the same favour which has been accorded to families possessing equal if not less claims upon Government. The ancestors of your Lordship's Memorialist, who had made themselves illustrious by their loyalty and disinterested attachment towards the Paramount Power, had in their prosperous days established and consecrated a host of Temples and Gods at the different places of their business throughout the length and breadth of this country, some of which have subsequently passed under different hands,– little knowing that their immense wealth shall in the course of a few generations, be reduced so low as not to leave their posterity means enough to keep up even a semblance of their glorious deeds intact. Alas what more miserable could be the circumstances of the man who has himself been the active agent in undoing the splendid works of piety and benevolence founded by his fore-fathers. Your Lordship's Memorialist cares little about his ignoble self and does not therefore like to approach any body so much for help for his support. He would however be lacking in his duty were he to remain aside from adopting what measures he could to make permanent provision for the continuance at least during the natural term of his own life of those virtuous acts which as aforesaid have been started by his predecessors, and thus secure for his soul the end it seeks for, hopeless, though he may be, of success in his attempt As your Lordship seems to him to be the only source and fountain from which to allay the thirst of and soothe his anxiety for religion, to obtain peace in his mind, he humbly prays that this consideration alone, if not any other, will be too strong to move your Lordship to a compassionate hearing of his really hard and painful case.

And your Lordship's Memorialist as in duty bound shall ever pray.

Murshedabad—Bengal,
The August, 1892. } Jagat Seth Golap Chand.

APPENDICES

APPENDIX I

POLITICAL DEPARTMENT.

No 14 of 1843.

Our Govenor General of India in Council.

1. In your Political letter dated 18th January (No. I) 1843 you transmit to us two petitions from the widow and son of the late Jagat Seth Indra Chand of Murshidabad representing their fallen fortunes and praying for provision.

2. The petitioners are the representatives of the family and mercantile firm of Jagat Seth Mahatab Rao whose attachment to British interest and whose services to our Government in times when such services were peculiarly valuable are matter of History.

3. It does not appear that the present applicants have personally any peculiar claim upon us and the decline of the family seems to have been owing as much to mismanagement as to any unavoidable cause.

4. In acknowledgement however of the former merits of the House towards the British Government we acquiesce in your recommendation and that of Major General Raper, the Agent at Murshidabad, for the grant of Rs. 1200 per month to the present head of the family Jagat Seth Gobind Chand. The family should be informed that the grant is for life only.

We are &c.
(Sd.) John Cotton and
Fifteen other Directors.

APPENDIX II.

From the Right Hon'ble Sir Charles Wood G. C. B., Bart., Secretary of State for India, to His Excellency the Right Hon'ble the Governor General of India in Council (No. 55 dated the 8th November 1859).

My Lord,

The letter of your Excellency's Government dated August 22nd (No. 141) 1859 in the foreign Department with its en-

closures relating to the case of Jagat Seth Gobind Chand of Murshidabad has been considered by me in Council.

2. You have forwarded a memorial addressed to the Secretary of State for India by the said Jagat Seth Gobind Chand in which the memorialist appeals against the decision of the Lieutenant Governor of Bengal who had directed that a portion of the pension settled upon Jagat Seth should be paid to his cousin Seth Kissen Chand.

3. The propriety of this decision which was arrived at in the face of the earnest protests against it from the Governor General's Agent at Murshidabad there is good reason to question. The original pension (Company's Rupees 1200 per mensem from July 1st 1842) was granted by order of the Court of Directors in 1843 to the present memorialist as the surviving head of the family of the famous Bengal Banker Jagat Seth who rendered such distinguished service to the British at the time of the Revolution in Bengal which laid the foundation of our Empire in the east. This pension he continued to hold entirely at his own disposal until towards the close of last year (1858) when the Lieutenant Governor of Bengal directed that one fourth of the pension (Company's Rupees 300 per mensem) should be appropriated to Seth Kishen Chand, the memorialist's cousin.

4. These orders were passed ostensibly in accordance with instructions issued by the Court of Directors as far back as 1844 Seth Kishen Chand having in the preceding year applied for a pension as the representative of a younger branch of the family. But I do not find that these instructions bear out the interpretation put upon them by Mr. Halliday. The Court of Directors merely expressed an opinion that as Jagat Seth Gobind Chand had no children he might be "reasonably expected to set apart a portion of his stipend for the support of his cousin" and intimated that after the death of the former, Seth Kishen Chand's case might again be brought forward.

5. As the Government of the day in consequence of this expression of opinion took no steps to alienate a portion of Jagat Seth Gobind Chand's pension, it is to be inferred that they considered it to be the intention of the Home Government in this as in other similar instances to leave it discretionary with the representative of the elder branch of the family to afford pecuniary assistance to his cousin, and it appears, therefore, to

Her Majesty's Government that it would now be unjust after a lapse of fifteen or sixteen years, to put another construction upon the Court's letter and to diminish the income of Jagat Seth Gobind Chand at the time when he most stands in need of the whole of it.

6. Adverting, therefore, to the long period during which the Memorialist has enjoyed undisturbed possession of his stipend, to his advanced age which renders it probable that you may at no distant time, have an opportunity of revising the terms of the stipend and to the very strong opinions expressed by the Governor General's Agent in favour of continuing, the existing arrangement, I desire that it may not be disturbed.

APPENDIX IIA

No. 219.

From

A. Colvin Esq. c.s.
Offg. Under Secretary to the Govt. of India
Foreign Dept.

To

The Junior Secretary to the Govt. of Bengal,
Dated Fort William the 10th March 1865.

'Sir,

In reply to your letter dated the 4th ultimo, No. 627, I am directed to inform you that the Governor General in Council concurs in the Lieutenant Governor's views and sanctions a pension of Rs. 800 per mensem to Seth Kishen Chand for life, on the distinct understanding that it is for the support of himself and the rest of the family including the widow of the late Jagat Seth Gobind Chand, whose interests should be duly secured.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
Sd. A. Colvin
Under Secretary.

APPENDIX III.

(True copy)

To

Lieutenant Colonel W. A. A. Thomson,
Agent to the Governor General
at Moorsheedabad.

Sir,

Referring to your offer to me of Rs. 300 per mensem to be paid out of the stipend of Rs. 800 per mensem granted to Seth Kishen Chand by Government, I have the honor to intimate to you my acceptance of it, and I beg to return both you and Seth Kishen Chand my sincere thanks for your good offices in making such a provision for my maintenance, and Seth Kishen Chand's generosity in so readily acceding to the arrangement. My gratitude is not, I hope, inconsistent with a due prosecution of what I conceive, rightly or wrongly, but with my countrymen, to be my rights, or due to the House I represent and the name I have inherited. The accompanying memorial in which I pray for a consideration of my case, I beg most respectfully to request you will forward to His Honor The Lieutenant Governor with the same kind recommendations with which you forwarded mine and Seth Kishen Chand's prayer in my behalf on the 29th December last. In justice to myself I am bound to add that I have no wish to disturb Seth Kishen Chand in his good fortune, or deprive him of the liberality shewn him by Government. I simply pray for myself. I trust I have adduced in my memorial grounds more than enough to entitle me to a liberal order, or at all events, to another and a fair hearing and deliberate consideration of Government. It will also be remembered that, unexpected as was the ignoring of my rights by Government, I naturally could not enter, in anticipation, into these grounds in the first joint application of myself and Seth Kishen Chand on the death of my father. But now that such an unexpected event has come to pass, I respectfully but earnestly submit that it is an act of bare justice not only to allow me an opportunity of stating my facts and arguments in support of my claims but also to hear them with attention and candour.

In conclusion I repeat my thanks for the very opportune aid Rs. 300 per mensem you have offered me, I stand very much in need of such an accommodation. With respect to Seth Kishen Chand, congratulating him on his good fortune,

my only wish is that the Paternal Government under which we have the privilege to live, will soon allow me the means of relieving him of the deduction of his stipend to which he has so generously agreed for my maintenance.

.I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant
Sd. Seth Gopal Chand.

Moorshedabad
The 5th July 1865.

APPENDIX IV.

To

The Honourable Sir Charles Elliot, K. C. S. I.,C. I. E.,
Lieutenant Governor of Bengal.

The Memorial of Jagat Seth Gopal Chand of Murshidabad

Respectfully sheweth.

James Mill's History of India Vol III, Page 171 and 237 to 308 Macferlane's India Vol II Marshman's India. Malcolm's Life of Lord Clive Vol 1 Page 227. Orme's History of India Vol II Scott's History of the Deccan Vol I Page 366. Stewart's History of Bengal and other treatises on Indian and Bengal History.

That your memorialist is the adopted son of Jagat Seth Gobind Chand and is the present surviving representative of the "Jagat Seths" known in History as "Seths of Murshidabad" and has been in occupation of the guddi of the Seths since the time of his adoption which took place in the year 1880.

2. That your Memorialist need hardly mention that the History of the family to which he has the honor to belong, is connected with some of the most critical revolutions in Bengal, both during the Mahammedan and the English rule and ever since the time of the founder of the family it has been occupying a position of hereditary dignity unknown to the History of any other family in Bengal excepting that of the Nawab Nazim of Bengal.

Selections from the unpublished records of the Government of India. Edited by Mr. Long.

3. That your Memorialist humbly begs to submit as it is a known fact of History that at any rate from the time of Nawab Murshidkuli Khan the "Seths" were recognised as the permanent Members of the Nawab's council and that this influence was of chief importance in deciding result of every dynastic revolution.

Stewart's History of Bengal p. 298 and Aitchison's Treaties and Engagements vide Treaties with Nazim ud-dowlah Syefud-dowlah, Meer Cossim Mubarruk uddowlah and the East India Company. Article 3 on behalf of the Nawab.

4. That in their better days the "Seths" were the "Rothschilds of India" and "their transactions were" as Mr. Burke said "as extensive as those of the Bank of England".

Burke on Warren Hastings.

5. That the relation between the "Seths" and the English had been all along, even from before the time the latter came into power, very friendly and cordial and the "Seths" were brought into much closer intercourse with the English from after the death of Alibardi Khan in 1756 when after the capture of Calcutta the negotiations with Surajudowla were carried on to a large extent through the agency of the "Seths" and the Treaty of February 1757 by which Surajudowla granted the demands of the English was effected by Ranjit Ray the agent of the "Seths" by them deputed "to attend the Nawab" and ordered "to correspond with Lord Clive."

Orme's History of Hindustan Vol. II p. 128.

6. That your Memorialist feels delight in learning from tradition and History that the relations between the "Seths" and the English went on as friendly as ever after the English had risen to power and that the first proposal for the overthrow of Surajudowla came from his ancestors and in believing with the people of Bengal that his ancestor advanced large sums of money a fact which received ample confirmation from Lord Clive's accepting the liability for 21 lacs of Rupees at least, advanced for the support of the army of Meer-Jafar and of the English to the English prior to the Battle of Palassy and that "the Rupees of the Hindu Banker equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahamedan power in Bengal" and that in September 1757 when the then Jagat Seth in company with Meer-Jafar paid a visit to Calcutta Arcot Rupees 17374 were expended on account of his entertainment.

Orme's History of Hindustan Vol. II p. 129

Malcolm's Life of Lord Clive.

Orme's History of Hindustan Vol. II, p. 138.

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. IX p. 260.

7. That it still more fills the heart of your humble Memo-

rialist with joy to think of the fact that the English and specially so great a personage as Lord Clive all along took a keen and lively interest for the family of the "Seths" to a great extent, as will appear from a letter of protest from the Governor dated the 24th April 1763 addressed to Nawab Meer Kasim when Jagat Seth Mahatab Rao and his brother Maharaja Sarup Chand your Memorialist's illustrious ancestors were confined by the order of the Nawab and were about to be put to death in cold blood wherein among other things the following lines appear :--

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. IX p. 262.

* * * * *

When your Excellency took the government upon yourself, you and I and the "Seths" being assembled together it was agreed that as they are men of high rank in the country, you shall make use of their assistance in managing your affairs, and never consent that they should be injure and when I had the pleasure of seeing you at Monghyr, I then likewise spoke to you about them and you set my heart at ease by assuring me that you would on no account do them any injury.

* * * * * *

8. That Jagat Seth Khosal Chand son of Jagat Seth Mahatab Rao abovenamed was it is said offered an annual stipend of Rs. 3,00,000 by Lord Clive which was however unfortunately refused by him as being too inadequate, his own expense at the time as stated by him being at the rate of 1 lac per month. Your Memorialist is given to understand that considering the uncertainty of human affairs and anticipating future adversity to his posterity he, Jagat Seth Khoshal Chand, later on represented his case to Mr. Warren Hastings while the latter was proceeding to Upper India and prayed to be reinstated to his hereditary office of the Superintendent of the Receipts and Disbursements of Government Revenue whereupon the Governor made the following reply "your father has rendered every important services to the British Government and for its establishment in the East, should it please God to return from my tour your wishes shall be fulfilled." Jagat Seth Khoshal Chand died shortly after leaving his adopted son Hurrek Chand a minor. On Mr. Hastings return, he expressed great sorrow on hearing

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. IX p. 263.

of the premature death of the Jagat Seth and as a mark of regard for the deceased manifested great favour towards the minor son by investing him with a Khelat and conferring on him the hereditary title of the family, observing at the same time that had his father lived or had, the son not been a minor he would have considered favourably the deceased's case saying also that the Governor General will not forget the boy when he attained his majority.

Unpublished records of the Government of India Selections by Mr. Long Appendix.

Before this event happened Mr. Hastings had proceeded to Europe. When Lord Cornwallis heard the History of your Memorialist's family and the circumstances attending the murder of your Memorialist's ancestors abovenamed he showed every attention to Jagat Seth Hurrek Chand your Memorialist's great-grand-father and gave him every assurance of doing good but before anything effectual could be done Hurrek Chand died leaving two minor sons Indra Chand your Memorialist's grandfather and Bishen Chand.

Mill's History of British India Vol. III. & letter of the Agent of the Govr. Genrl. to the address of the Secretary to the Government of Bengal dated 22nd February 1856. Appendix D.

9. That it was not long that the anticipations of Jagat Seth Khoshal Chand were actually realised. Fortune soon began to frown upon the family and the remaining wealth of his ancestors was said to have been completely dissipated by Jagat Seth Gobind Chand your Memorialist's father. He had finally been obliged to live upon a pension of Rs. 1200 per month granted to him by the Company "in consideration of the fallen fortunes and the previous services of the House." Jagat Seth Gobind Chand died in December 12, 1864 and your Memorialist's elder brother Jagat Seth Gopal Chand and his uncle Seth Kishen Chand a descendant in the junior branch jointly applied for the continuance upon them of the said pension agreeably to the spirit of the Government order which expressly stated that the pension of Gobind Chand was intended for the support of the whole family and not of the individual. The result was that Kishen Chand received Rs. 800 instead of Rs. 500 as prayed for by him and Gopal Chand unfortunately though at first refused was after all offered Rs. 300 per month which however he thankfully declined to accept Government it

Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. IX p. 265

appears, has always felt inclined to recognise the claims of one member of the family in preference to the others and those only of the senior one in respect of age and status as is further evident from the case of your Memorialist's father who was favoured with the stipend as stated above against the contending claims of his first cousion Seth Kishen Chand.

Despatch of the Court of Directors No. 14 of 1843 dated 30th May 1843, Appendix A.

Despatch of the Court of Directors No. 42 of 1844, dated 6th Nov. 1844

Government of Bengal order No. 2049 dated 20th March 1865.

Despatch of the the Right Hon'ble the Secretary of State for India No. 55 dated 8th November 1859, Appendix C.

10. That your Memorialist's adoptive mother Jagat Sethani Pran Kumari Bibi, first adopted son Gopal Chand having predeceased her—and while your Memorialist was still a minor, applied for and obtained a pension of Rs. 300 per month from Government which she enjoyed till her death in September 21--91 last, during her lifetime she twice represented her difficulties to Government and prayed for the increase of her own pension or for the settlement of a separate pension on your Memorialist, but to her mortification and ill-luck her prayer was considered premature.

Letter No. 29828 dated the 14th September 1887, from the Under Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner Presidency Division.

11. That your Memorialist's status as the adopted son and heir of Jagat Seth Gobind Chand was judicially established by the judgment of the Subordinate Judge of Murshidabad in suit No. 34 of 1889 brought against him and his adoptive mother by Manik Chand Golecha a representative of the Junior Branch since dead which judgment was appealed from and confirmed by the Honorable High Coutt in appeal No. 223 of 1890 the judgmtnt of which was been reported in extenso in the Indian Law Reports Vol. XVII, Calcutta Series Pages 518 - 538.

12. That British Government is renowned for justice and integrity in supporting those who are fortunately placed under its protection which is too well known to be here described and which is specially manifested in the case of the Nawab Meer Mahammed Jafer Khan towards whom and his descendants it has displayed great kindness as also in the cases of Nawab Meer Kashim. Tipu Sultan and Wazed-ali-shah, these latter although hostile to the British Government whom they endeavoured to

expel from the country received protection from the British Government.

13. That in submitting this appeal from the humane and liberal consideration of Government your Memorialist humbly trusts that it will not suffer the descendant of Jagat Seth Mahatab Rao who lost his life in the services of the Government to strave to death for the common necessaries of life, your Memorialist therefore entertains hopes that Justice would be done to his distressing case by the protecting hand of the paternal and benign Government as it has so benevolently mainfested in the cases of the families alluded above, your Memorialist would most humbly beg leave to pray that your honor under the above circumstances will be graciously pleased to take his case into your favourable consideration and to grant him a pension suitable to his rank and position in society and as his truly hard case may in your honour's wisdom be deserving.

And your Memorialist as in duty bound shall ever pray.

Mahimapore,
Murshidabad.
The 14th Nov. 1891.

(Sd.) Jagat Seth Golap Chand.

APPENDIX V

COPY

No. 3971

POLITICAL DEPARTMENT.

Political Branch.

FROM

H. LUSON ESQR.

Under Secretary to the Government of Bengal.

To

THE COMMISSIONER OF THE PRESIDENCY DIVISION.

Dated Calcutta, the 24th December, 1891.

SIR,

With eeference to your Memo No. 135 R. G. dated the 2nd instant, forwarding a memorial from Baboo Jagat Seth Golap Chand, the adopted son of the late Jagat Sethani Pran Kumari Bibi, in which he prays for a pension, I am to request that you

will inform the Memorialist that the Lieutenant Governor is unable to comply with his request.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant
(Sd.) H. Luson
Under Secretary to the Government
of Bengal.

MEMO NO. 182 R. G.
PRESIDENCY COMMISSIONER'S OFFICE
Calcutta 30th December 1891.

Copy Forwarded to the Collector of Murshidabad for information and guidance, with reference to his No. 314 N. Dated the 24th November 1891.

(sd.) Annadaprasad Ghose.
Personal Assistant.

MEMO NO. 278 N.
Mursidabad Collectorate Berhampur
5th Jan. 1892.

Copy to Seth Golap Chand with reference to his letter No. 59 dated the 14th November 1891.

(Sd.) Mohes Chandra Sen.
Deputy Collector in charge

APPENDIX VI

To

His Excellency the Most Hon'ble Henry Charles Keith Petty Fitzmaurice,
Marquis of Lansdowne G. M. S. I.,
G. C. M. G., G. M. I. E.
Viceroy and Governor General of India.

The Humble Memorial of Jagat Seth Golapchand of Murshidabad

Most respectfully sheweth,

Vide James Mills History of India. p. 171 and pp. 237-308 and other well known Indian Histories.

1. That your Excellency's humble Memorialist is the adopted son of Jagat Seth Gobind Chand, and the sole surviving representative of the "Jagat Seths", known in History as the "Seths of Murshidabad" and that he has been in occupation of the guddi of the Seths ever since the time of his adoption in the year 1880.

2. That your Excellency's Memorialist need hardly remind your Excellency that the family to which he belongs has had no inconsiderable share in influencing some of the most notable events in the History of India during the English regime that from the time of the founder of the dynasty it has occupied a status of hereditary dignity in Bengal, and that in their better days the "Seths" were "the Rothschilds of India," and their transactions were as Mr. Burke said "as extensive as those of the Bank of England".

3. That the relations between the Seths and the English Government have all along been most cordial and that the Treaty of February 1757, by which Suraj-ud-dowla satisfied the demands of the English, was concluded mainly through the exertions of Ranjit Roy, deputed by the Seths "to attend the Nawab" and "correspond with Lord Clive".

Orme's History of Hindustan Vol. II p. 128.

4. That the proposal for the over-throw of Suraj-ud-dowla first came from your Excellency's ancestors; and that these served the English Government considerably in their pecuniary transactions at a crisis when their finances were hardly in a satisfactory condition.

Orme's History of Hindustan Vol. II p. 138 and Hunter's Statististical Account of Bengal, p. 260.

5. That the English of the period in question and specially Lord Clive, used to take a very kind and warm interest in the Seths ; and that His Lordship's opinion will be found embodied in a letter written by him to the Nawab Meer Kasim, in which appears the following :—"When your Ercellency took the Government upon yourself, you and I and the Seths being assembled together it was agreed that as they are men of high rank in the country, you shall make use of their assistance in managing your affairs and never consent that they should be injured ; and when I had the pleasure of seeing you at Monghyr I spoke to you about them, and you set my heart at ease by assuring me that on no account you would do them any injury.

6. That Jagat Seth Khoshal Chand, the adopted son unto Jagat Seth Mahatab Rao named above was offered an annual stipend of Rs. 3,00,000 by Lord Clive, which, however, was unfortunately declined by him as being utterly inadequate to meet his erpenses which would require a lakh per month ; that later on he represented his case to Mr. Warren Hastings praying to be

reinstated to his hereditary office of Superintendent of the Receipts and Disbursement of Government Revenue, and that the Governor made the following reply :—"Your father has rendered very important services to the British Government and for its establishment in the East. Should it please God to return from my tour, your wishes shall be fulfilled ;" that Khoshal Chand died shortly after, leaving his adopted son, Hurrek Chand, a minor, that on Mr. Hasting's return he expressed great sorrow for the premature death of the Seth, and as a mark of regard for the deceased, invested his son with a khelat and conferred on him the hereditary title of the family, observing that when the son of the deceased came of age he would consider his case favorably that before this came about Mr. Hastings proceeded to Europe ; that when Lord Cornwallis learnt the antecedents of the family of your Excellency's humble petitioner, he felt a lively interest in Hurrek Chand, great grand-father to vour Excellency's Memorialist ; and gave him every assurance of doing him good ; but that before anything could be done, Hurrek Chand unforunately died, leaving two sons, minors both, Indra Chand grand father of your Excellency's Memorialist, and Bishen Chand.

7. That fortune soon after began to frown upon the family, and the remnant of the wealth of his ancestors was completely exhausted by Gobind Chand, the father of your Excellency's unfortunate Memorialist : that finally he had to subsist on the mercy of the Government in the shape of an annuity of Rs. 1,200 per month, offered to him by the Honorable Company, "in consideration of the fallen fortunes and the previous services of the house" ; that Jagat Seth Gobind Chand died in the month of December 1864, and that the elder brother of your Excellency's humble petitioner, Seth Gopal Chand and his uncle Seth Kishen Chand a descendant of the minor branch of the family, applied for the continuance to them of the said pension, agreeably to the Government order, which expressly stated that the pension of Gobind Chand was intended for the support of the whole family and not of the individual ; that the result was that Kishen Chand received Rs. 800 instead of Rs. 500 as prayed for by him ; and that Gopal Chand, though refused at

Despatch of the Court of Directors.

Despatch of the Court of Directors No. 42 of 1844. Dated No. 6, 1844.

first was ultimately offered Rs. 300 which he thankfully declined to accept.

8. That the mother of your Excellency's humble Memorialist, Jagat Sethani Pran Kumari Bibi after the death of Kishen Chand, her first adopted son, Gopal Chand having died before her, and while your Excellency's humble Memorialist was yet a minor, applied for and obtained a pension of Rs. 300 per month from Government, which she enjoyed till her death in September 1891; and that during her life-time, she twice represented her grievances to the Government and prayed for the increase of her Pension; or for the settlement of a separate pension on your Excellency's Memorialist, but that owing to her bad luck, her prayer was considered "premature." The reply of the Government was to the effect that Government would take into consideration the case of your Excellency's humble Memorialist after the death of his mother. That now she has departed this life leaving him behind to struggle with adverse circumstances, as best he can, your Excellency's poor petitioner has no other resource left but to throw himself entirely on your Excellency's commiseration in the hope that your Excellency will not shut your Excellency's ears to the distressful cries for succour of one who albeit having an illustrious ancestry, has, through untoward fortune, been reduced to utter destitution and hideous want yawning at him to make his wretched and helpless self their prey.

Letter No. 29828 dated the 14th September 1887 from the Under Secretary to the Government of Bengal to the Commissioner Presidency Division.

9. That the status of your Excellency's humble memorialist, as the adopted son and heir of Jagat Seth Gobind Chand has been judicially established by the judgment of the Subordinate Judge of Murshidabad in Suit No. 34 of 1889, instituted against him and his adoptive mother by Manick Chand Golecha a representative of the Junior Branch of the family, since dead which judgment was appealed from but confirmed by the Honorable High Court in appeal No. 223 of 1890 the judgement being reported in the Indian Law Reports, Vol. XVII Calcutta series pp. 518-438.

That Her Gracious Majesty's Government is renowned for justice tempered with the dew of sweet mercy, and that your Excellency's humble Memorialist throws him-

self absolutely upon your Excellency's mercy, in the hope that his pitiable case will graciously be taken into consideration. That your Excellency's humble petitioner has to maintain a large number of temples dedicated to some of the notable deities of the Hindoo pantheon ; that he does not much mind his ignoble self, but that his deities he must maintain, or neglect them at the peril of his eternal soul ; that it would go right into his heart if his deities fared ill for lack of support ; that a Government connected with an empire on which the sun never sets has showed great munificence in its pensions and the hands of millions are raised in thanks-giving to Her Gracious Majesty for her long life and peace ; that your Excellency's humble Memorialist as the sole surviving representative of a family which had the honor of serving the British Government in unusually critical times, has, if he can presume to say so, a servant's right to the clemency and consideration of the state ; that your Excellency in consideration of the absolute destitution and wretchedness of your Excellency's humble Memorialist will graciously be pleased to smile upon his gloomy prospect and favour him with a pensionary Grant of Rs. 1,200 a month to enable him to carry on existence, and gratefully leave to his descendants the name and fame of the Government which has saved him from ruin and starvation.

I have the honor to be,
My Lord,
Your Excellency's humble and
obedient Memorialist
(Sd). Jagat seth Golap Chand

APPENDIX VII.

Memo No. 168 N.
Murshedabad Collectorate
Dated Berhampore the 8th June 1892.

To

SETT GOLAP CHAND.

Nizamut Dept.

With reference to his memorial to the address of His Excellency the Viceroy praying for the grant to him of a pension of Rs. 1,200 a month the undersigned has the honor to inform

him that the Government of India is unable to accede to his request.

F. R. Stanley Collier
Collector.

APPENDIX VII A

POLITICAL DEPARTMENT.

No. 42 of 1844

Our Governor General of India, Council.

1. In your letter in the Foreign Department dated 6th July (No. 21) 1844 you transmit to us an application from Seth Kishen Chand of Murshidabad for a provision.

2. Seth Kishen Chand is a descendant of the famous Jagat Seth Mahtab Rao in the same degree of proximity at Jagat Seth Gobind Chand on whom a life pension of 1200 Rs. per month was lately conferred by us in consideration of the former services and fallen fortunes of the family. Kishen Chand is the representative of a younger branch of the family Gobind Chand of the elder and you join with Major General Raper in recommending that a pension of 800 Rs. per month be granted to the present applicant.

3. It was a great omission on the part of Major General Raper when he recommended a provision for Gobind Chand not to have brought to our notice the existence of another descendant of Jagat Seth Mahatab Rao living separately from Gobind Chand and possessing similar claims.

4. When we granted a pension of 1200 Rs. to Gobind Chand, it was with the intention of providing for the family and not for the individual and as it appears that Gobind Chand has no children we think he may reasonably be expected to set apart a portion of his stipend for the support of his cousin.

5. On the decease of Gobind Chand, if Kishen Chand should then be alive, his case may again be brought forward.

London,
6th Nov. 1844.

We are &c.
(Sd.) John Sheppard
and Henry Willock &c. &c.

APPENDIX VIII

(True Copy)
No. 10.

From

G. G. Morries Esqr.
Under-Secretary to the Government of Bengal.

To

Lieutenant Colonel G. H. Macgregor, C. B.
Agent to the Governor General at Murshidabad.
Dated Fort William the 18th February 1856.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your No. 15 dated the 12th instant with its enclosures, and to inform you in reply that under the circumstances therein represented, the Lieutenant Governor is pleased to sanction as a special case from the N. D. F. of a sum of Company's Rupees (5000) five thousand only to Jagat Seth Gobind Chand the present Head of the Seth family at Murshidabad to enable him to celebrate the nuptials of his adopted son Gopal Chand.

I have &c.
(Sd.) G. G. Morris.
Under Secretary to Government.

APPENDIX VIII A

To

William Grey Esquire
Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

1. I have the honour to annex copy of a letter to my address from Gobind Chand, Head of the family of Seths applying for some pecuniary assistance from Government to enable him to celebrate the nuptials of his adopted son Gopal Chand.

2. I annex also copy with translation of a letter from His Highness the Nawab Nazim supporting the application of Gobind Chand.

3. The history of this family of Seth once so wealthy and powerful at Murshidabad is doubtless well-known to the Hon'ble the Lieutenant Governor.

4. The present Head of the family bears a highly respectable character but I am given to understand that he still labours under pecuniary difficulties and that the necessary expenditure to be incurred in the celebration of his son's nuptials will increase very much his pecuniary embarrassment.

5. The ancestor of the present Nawab Nazim and those of the present head of the family of the Seths were undoubtedly conected by very close ties.

6. Jagat Seth Mahatab Rao possessed the entire confidence of Nawab Meer Jafar Ali Khan. The Seth with Omichand and Khoja Wazid were the prime movers in getting Clive to bring up the British troops to depose Surajudowla and place Meer Jafar on the throne.

7. And subsequently two of the Seths were thrown from one of the towers of the fort of Munghyr into the river by order of Meer Kassim because they were supposed to be friendly to the British and to Meer Jafar whose cause, the British had espoused.

8. I think that I may venture to state that Jagat Seth Gobind Chand has claims upon the Nizamut family and that a donation might very properly be granted to him from the Nizamut Deposit Fund on the occasion of his son's marriage.

Should the Lieutenant Governor be also of this opinion I would beg to recommend that a grant of Rs. 5,000 be conceded to Gobind Chand for the purpose above mentioned.

I have &c.
(Sd.) G. H. Macgregor
Agent to the Governor General

HISTORICAL AUTHORITIES

APPENDIX IX

1. Marshman's India.

"Meanwhile the violence and atrocities of the Nawab continued to augment the disgust of his ministers and officers none of whom considered themselves secure from the caprices of his passion. Every day produced some new act of provocation; and in the month of May, Meer Jaffir, the, Pay-master and General of his forces, Roy Durlab, his Finance Minister and the all powerful Bankers, the Seths entered into a combination to dethrone him."

"As the plans of the party proceeded, Jagat Seth, the Banker assured his friends that there was little, if any, chance of success without the co-operation of Clive and they invited him to join them, holding out the most magnificient offers for the company. Clive felt that there could be neither peace nor security while such a monster as the Nawab reigned and readily entered into their plans notwithstanding the reluctance of the timid Council in Calcutta. A secret treaty was concluded between the confederates and Clive, the chief stipulations of which were that he should march with his army to Mursheedabad, and place Meer Jaffir on the throne, and that Meer Jaffir should make the amplest reparation to the English for all losses, public or private."--Ch. X, pp. 277-278.

"The Moorshedabad Bankers (Jagat Seth Mahtab Rao and Maharaja Swarup Chand) were thrown (by Meer Cossim) into the Ganges from one of the bastions of the fort of Monghyr. One of their faithful servants the favourite Choonni begged permission to share their fate, and when his request was denied plunged into the river, determined not to survive them."—Ch. XI, p. 303.

2. MACAULAY'S ESSAYS.

"In the meantime his wretched maladministration, his folly, his dissolute manners, and his love of the lowest company had disgusted all class of his subjects, soldiers, traders, civil functionaries, the proud and ostentatious Mahomedan and the timid, supple and parsimonious Hindus. A formidable conspiracy was formed against him in which were included Roy Durlab, the Minister of Finance, Meer Jaffir, the principal commander of the troops and Jagat Seth, the richest banker in India. The plot was confided to the English Agents and a communication was opened between the malcontents and the Committee at Calcutta."—*Essays on Clive,* p. 102 (Longman 1856).

"The new Sovereign was now called upon to fulfil the engagement into which he had entered with his allies. A conference was held at the house of Jagat Seth, the great banker for the purpose of making the necessary arrangement." (p. 105).

3. MILL.

"That celebrated family, the Seths of Murshedabad, who, by merchandise and banking, had acquired the wealth of Princes,

and often aided him (Nawab Aliverdi) in his trials were admitted largely to share in his Councils and to influence the operations of his Government. Aliverdi had recommended the same policy of Suraj-ud-Dowlah and that prince had met with no temptation to depart from it."—Vol. II, Ch. V., p. 160 (No. 3, Vol. 1817).

"He (Meer Cossim) carried with him, the English prisoners; and killed, by the way, the two celebrated Seths (Jagat Seth Mahatab Rao and Maharajah Swarup Chand) the great Hindu Bankers, whom in the progress of his disputes with the English, he had seized and brought from Murshedabad." (p. 206.)

4. ORME.

"He encouraged the immense opulence of the Seats, and admitted them to his most secret Councils"--*War in Hindustan,* Vol. II, Bk. IV. p. 53.

"None of the Nawab's officers endeavoured to restrain him from his rash and violent resolution; they believed themselves marching to the plunder of one of the most opulent cities in the empire. But Seat Mootab Rao and Roop Chand (Jagat Seth Mahatab Rao and Maharaja Swarup Chand) the sons of the banker Jagat Seth, who had succeeded to the wealth and employments of their father, and derived great advantages from the European trade in the province, ventured to represent the English as a colony of inoffensive and useful merchants and earnestly entreated the Nawab to moderate his resenment against them, but their remonstrances were vain; on the 9th of June, the army began their march towards Calcutta"--Bk. VI p. 58.

"Accordingly Colonel Clive wrote a letter to the Seats at Murshedabad requesting them to act as mediators but news of the attack upon Hughly arriving at the same time exasperated the Nabob and all his officers so much that he immediately began his march, and the Seats were afraid to appear as friends to the English. They however deputed their ablest Agents Runjeet Roy to attend the Nawab and ordered him to correspond with Colonel Cilve". (pp. 127-28).

"On the 23rd of April an officer named Yar Khan Latty, by a private message, requested to confer with Mr. Watts in secrecy; the man commanded 2000 horse in the Nawab's service, but

received a stipend from the Seats to defend them upon any occasion of danger even against the Nawab himself. It is therefore probable that he was now employed by the Seats to discover the real intentions of the English towards the Nawab. Mr. Watts sent Omichand whom Latty informed that "the Nawab would very soon march with the greatest of his forces towards Patna against the Pitans, and that he intended to temporize with the English until his return to Muxudabad, when he had determined to extirpate them out of his dominious into which he had sworn that they should never return, that most of his officers held him in utter detestations, and were ready to join the first leader of distinction who should take arms, that the English army might during his absence take possession of Muxudabad and that he, Latty, with his own troops, would join them in the attempt when if they would proclaim him Nawab, he should be supported by Roy Durlab and the Seats, he offered in return to enter into any engagement which the English would stipulate for the advantage of their own affairs. Mr. Watts approved the scheme, and communicated it to Colonel Clive, who approving it likewise, immediately countermanded the detachment which was ready to march in pursuit of Mr. Law, and wrote a very civil letter to the Nawab." (pp. 148-9).

"The day after the conference between Omichand and Latty, Petrus the Armenian, who had been employed between the Nawab and the English in February, came to Mr. Watts with the same proposals from Meer Jaffir as had been made by Latty. Meer Jaffir declared, that self-defence obliged him to arm, being in danger of assassination every time he went to the Durbar, that the Dewan Roy Durlab, the Seats, and several officers of the first rank in the army whom he named had engaged to join, if the English would assist in dethroning the Nawab; if the scheme were accepted he desired that the terms of the confederacy might be settled without delay and requested that Colonel Clive would immediately break up his camp and soothe the Nawab with every appearance of peace until hostilities should commence." (p. 149).

"Mr. Watts proposed that the Seats should supply the deficiency, and repay themselves out of the future revenues. Roy Durlab replied that the Seats could advance crores of Rupees, a crore is 10,00,000. His objections raised as unfavourable prejudices of his character as were entertained of Omichand.

but the next day, the 27th the deputies had real cause to think evil of him, for the Seats sent Runjeet Roy to inform them that a consultation had been held in the night, between Roy Durlab, Meerun, the son of Meer Jaffir, and Cuddum Hossein Khan, an officer of distinction in which it was proposed to assassinate Colonel Clive, who intended to have gone to the city that day, but changed his resolution on this notice and waited all the next day at Cassimbazar for further information, concerning this plot, during which his apprehensions were removed but by what intelligence we do not know." (p. 180.)

"As soon as the English army left Chandernagore, Lord Clive despatched two of the Nawab's messengers who were in camp, with an ultimatum complaining of the Nawab's evasion of the Treaty, of the injurics suffered by the English at his hands and informing him that the army was marching to Murshedabad, where they intended to lay their complaints before the decision of his own principal officers Meer Jaffir, Roy Durlab, the Seats, Meer Mudden and Moonloll, to which arbitration it was hoped he would acquiesce, and save the effusion of blood." —Book VII, p. 164.

"The Seats had secured Yar Khan Latty and several other commanders had promised their assistance in the hour of need, although they still appeared dutiful to the Nawab." (p. 165.)

5. THORNTON.

" Among those who wished to see the throne of Suraj-ud-dowlah occupied by another were the Seits, Native Bankers, of great influence and great wealth."—Vol. 1, p. 225.

N. B. It is unnecessary to quote more from Thornton ; he gives the house of Jagat Seth its due for the chief part it played in the revolution which led to the deposition of Suraj-ud-dowlah ; but the story is the same as that given by Orme.

6. GLEIG—MEMOIRS OF WARREN HASTINGS.

"Mr. Hastings speaks of the Nawab as on his way to Calcutta, and requests letter of introduction to the Seats." —Vol. I, p. 56.

"The Seats, as perhaps it is unnecessary to explain, were wealthy Hindu Bankers &c."—ibid.

"Meanwhile Suraj-ud-dowlah the slave of his own passions, and as treacherous as he was violent, had quarrelled with

his chiefs, both civil and military; one of whom Jagat Seth, he cast into prison, because he presumed to remonstrate against a plan which was proposed for exacting a large sum of money from the merchants (Europeans). Such an act of violence and folly could not be endured even at Murshidabad. Jaffir Ally Khan, commander-in-chief of the army with other leaders subordinate to him, instead of pushing as they had been doing against the rival Nawab, returned to the capital, and throwing down their arms, declared that they would never take them again unless a regular Phirmaun should be procured from Delhi and Jagat Seth restored to freedom." (p. 40).

"Besides this I find in the disjointed papers that have reached me, traces of another secret intrigue in which Mr. Hastings was at this time engaged; but which as he never seems to have approved of, either in its details or its designs, so in his hands at least, it came to nothing, I allude to a secret correspondence with Jagat Seth." (p. 41).

7. Malcom—Life of Lord Clive.

"It is believed to have been principally at the suggestion of the great Banker Jagat Seth, that the English were applied to as the instruments of this revolution, one great reason, assigned was the good faith they had always shown in their commercial transactions from which a favorable judgment was formed of their general character. M. Law, than whom there could be no better authority, and who many years after, was Governor of Pondichery always gave it as his opinion, that the English were obliged to none so much as the Banker, Jagat Seth, for bringing about this revolution."—Vol. I, p. 227.

N.B. Lieutenant Colonel Arthur Broome in his History of Bengal has given the fullest and the most trustworthy and interesting account of the part played by Jagat Seth in bringing about the Great Revolution in Bengal, which led to the dethronement of Suraj-ud-dowlah and the establishment of English supremacy. But it would be too long to quote here Vide pp. 121-122.

8. Stewart's History of Bengal.

"The Nawab was, however, so much alarmed that the day after he moved his camp several miles distant; and desired Runjeet Roy, the Agent of the Seths, who attended him on his

expedition, to write to Colonel Clive that he was willing to enter into a negotiation, in consequence of this communication, several messages were brought and carried by Omichand and Runjeet Roy, and on the 9th of February a treaty was concluded." (p. 320).

"On the 11th., the Nawab removed a few miles further off and sent khellaats or dresses of honor to the Admiral and Colonel Clive; and through his Agents Omichand and Runjeet Roy, proposed an alliance offensive and defensive against all enemies. This proposal was acceded without hesitation, and the treaty was ratified and sent back the same day.

"This circumstance was taken hold of by the partisans of the English, and the other enemies of the Nawab to work upon his fears and to prevent him from doing that which was obviously his own interest; for at this time, Meer Jaffir Khan, Roy Durlab the Diwan, the Seats and Gheseety Begum, were all so disgusted with Suraj-ud-Dowala's conduct, that they were anxious for an opportunity of deposing him." (p. 322).

"The person first employed in this negotiation was named Yar Luttief Khan, an officer who commanded 2,000 horse in the service of Suraj-ud-Dowlah, but who received a monthly allowance from the Seat to defend them against any act of oppres sion even from the Nawab. This overture seems to have been made merely to sound the disposition of the English, but was soon followed by a specific proposal from Meer Jaffir Khan. It stated, that being in daily fear of his life he was from self-defence compelled to take measures for disposing the Nawab; that he was well supported by the Dewan Roy Dullab, Gheseety Begum, the Seats and many principal officers of the army and had no doubt of success, if the English would join him; and that for such assistance he would recompense them in the most ample manner, and grant them every privilege, with regard to trade, that they might desire. (p. 323).

APPENDIX IX A

1 SCOTT.

History of the Deccan Bengal.

"The Nawab displeased his officers and they with Juggut Seth, being in fear of their lives, resolved in order to save themselves to effect his destruction."—Vol. VI, p. 366.

"With this view (i.e. that of deposing Seeraj-ud-dowlah with the aid of the English) Jaggat Seth employed Ameen Chand (the same as Omi Chand, Oma Chand or Ameer Chand) a principal merchant of Calcutta, Doorlub Ram, some other person and Jaffir Khan, Ameer Beg, who had some connection with the English to whom he had been of service when their factory was taken. These persons represented the outrageous conduct of the Nawab to their principals, and the general desire of the province for his removal. They even produced a written request to the English that they would march for this purpose, and by a little trouble deliver a world from tyranny and op pression for which they should receive three crores of rupees and other favors. The particulars of the Nawab's cruelties to Ghooseity Begum and others were also displayed and the paper was attested under the seals of those persons who suffered injuries." ibid.

"On his way, he (Meer Cossim) put to death the two Bankers, Juggut Seth and Raja Suroop Chand." (p. 427).

PROCEEDINGS OF THE COUNCIL AT
CALCUTTA, UNDER DATE 10th MARCH 1760.

" Received a letter from the chief and council at Dacca, under date the 5th instant, requesting an immediate supply of money or to permit them to take up money from Jagat Seth's house otherwise the Company's investment will be at a stand, their treasury being reduced so low that they have not sufficient for the monthly expenses.

Long's *Selections from the Unpublished Records of Government,* Vol. I. p. 437.

No. 847, Jagat Seth's Treatment.

PROCEEDINGS April 14. 66

Letter from Lord Clive, General Carnac and Mr. Sykes at Mootegyl dated the 6th instant read, acquainting us that the two Seths, sons of those who were cut off by Cossim Alli Khan, and fell a sacrific to their attachment to the English Company, have laid before them a claim amounting to between 50 to 60 lakhs of Rupees, 30 lakhs of which having been lent to the Jhumindar, they do not think the Government answerable for, but that their claim of 21 lakhs which were lent to the Nawab Meer

Jaffir for the support of his and the English army they are of opinion is just and reasonable; however, as it would be inconsistent with equity now that the revenues of the country are appropriated to the Company to propose that the Nawab should pay the whole; they had thought proper to agree, provided we have no objection, that the said sum shall be discharged by the Company and by the Nawab in equal payments within the space of 10 years."

INTRODUCTION Page 41 (XLI).

"The sons (Khoshal Chand and Awal Chand) tried to rally in business, but we find the British Government borrowing 5 lakhs of Rupees from them in 1764."

In 1768, the Court of Directors remarked "that family (Seth family) who have suffered so much in our cause are particularly entitled to our protection."

Page XXVII.

"In 1748, there were Armenian ships and the Government threatened in consequence of a quarrel to prevent their passing the fort; The English had seized two Armenian ships in the Persian gulf; the Armenians appealed to the Nawab who stopped the English trade in consequence, and wrote them a menacing letter charging them with piracy. * * The English required them to sign a document to the Nawab that they were satisfied; they of course refused on which they were threatened with expulsion from Calcutta in two months, it ended in the English having to pay through the Seths to the Nawab Rs. 12,00,000. The fact was, the Armenian ships were taken by King's ships, over which the President had no control, though he had to pay for damages."

Sir. W. Hunter's Statistical Account of Bengal Vol. IX.

"A khilut was never sent to the Nawab of Bengal, without a similar favor being also conferred on Jagat Seth". (pp. 254-5).

"It also deserves to be mentioned in illustration of this point, that it is firmly believed to this day by the native of Bengal that the Seats advanced large sums of money to the English prior to the battle of Plassey, and that the rupees of the Hindu Banker equally with the sword of the English Colonel,

contributed to the overthrow of the Mahomedan power in Bengal." (p. 258).

"In 1749, when the Nawab blockaded the factory of Kashimbazar, to enforce satisfaction for wrongs suffered by the Armenian merchants, the English only got off by paying through the Seth's Rs. 12,00,000 to the Nawab".—ibid.

"On the 23rd November, the council, who were still at Falta, instructed Major Kilpatrick to write again to Jagat Seth, 'to let him known that their dependence was upon him' and upon him alone, for the hopes, they had, of resetting in an amicable manner" (pp. 259-60).

"In the following year (1766), the Seths laid a claim before the English for between 50 and 60 lakhs of rupees, of which the sum of 21 lakhs had been advanced to Mir Jaffir for the support of his own and the English army. For this latter sum Lord Clive accepted the liability, and suggested that it should be repaid in equal moietes, by the Company and the Nawab. In the same year it is incidentally recorded that the council had been under the necessity of applying to the Seths for a loan of 1½ lakhs of rupees." (p. 263).

"It is said that he refused an annual stipend of three lakhs of rupees which was offered to him by Lord Clive; and that his own expenses were at the rate of one lakh per month." —ibid.

"He (Khoshal Chand) adopted his nephew Hurruck Chand upon whom the title of Jagat Seth was conferred by the English without any reference to Delhi". (p. 264).

N. B. Sir W. Hunter makes mention of the Jain Temples in the Hill of Pareshnath censecrated by the Jagat Seths and still maintained by the family.

লেখক-পরিচিতি

চব্বিশ পরগণার বসিরহাট সাব-ডিভিসনে পঁড়া গ্রামে ১৮৬৫, ডিসেম্বরে নিখিলনাথ রায়ের জন্ম। তাঁহার পিতা জানকীনাথ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিদ্যায়, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। জনশিক্ষার প্রতি তাঁহার উৎসাহের কারণে বেথুন সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে।

নিখিলনাথের যখন দুই বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পঁড়া গ্রামে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে মাতৃস্বসার আলয়ে চলিয়া আসেন। তিনি যখন খাগড়ার মিশনারী স্কুলের ছাত্র তখন 'রাজপুতকুসুম' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনের স্রোত বহাইয়াছিল। নিখিলনাথ তাঁহাকেই এই কাব্য উৎসর্গ করিয়াছেন। ছোটবেলায় ইতিহাসের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রবল। মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভ্রমণ ও কাশীমবাজারের নানা গল্প-কাহিনী তাঁহাকে তখন হইতেই ইতিহাস-মনস্ক করিয়াছিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্ম-আন্দোলনও তাঁহাকে আকৃষ্ট করে। বহরমপুরে স্থাপিত 'সুনীতি সঞ্চারিনী সভা'র তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সভ্য। ইতোমধ্যে তিনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য অধ্যয়নে মনোযোগ দিয়াছেন। অতঃপর ২১ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন কালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র হিসাবে স্বাধীন অনুসন্ধানে আগ্রহী হইয়া উঠেন। কলেজের গ্রন্থাগারে ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া মুর্শিদাবাদ বিষয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা জাগে।

নিখিলনাথ সুনীতি সভা হইতে প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়া 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা', 'প্রতিকার' ও 'অনুসন্ধানপত্র'তে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতঃপর তিনি 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিবর্গের বৃত্তান্ত লিখিতে থাকেন। এই ধরণের রচনা 'সাহিত্য' এবং 'নব্যভারত' পত্রিকাতেও প্রকাশ করেন। এই রচনাগুলিই সংকলিত হইয়া পরবর্তী কালে (১৩০৪) 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়।

নিখিলনাথ ইহার পর বি· এল· পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে ৪ বৎসরের জন্য বহরমপুর জজ আদালতে, পরে (১৯০৭ খৃঃ) মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুরোধে এবং গুরু শশধর তর্কচূড়ামণির নির্দেশে কাশীমবাজার মহারাজের চটিকলিয়াপুর জমিদারীর নায়েব রূপে যোগদান করেন। ১৯২৩

সালে চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন এবং দীর্ঘ দিন বহুমূত্র রোগ ভোগ করিয়া ৬৭ বৎসর বয়সে ১৯৩২ সালের নবেম্বরে পরলোক গমন করেন।

নিখিলনাথের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। **রাজপুতকুসুম** (গীতিকাব্য) বৈশাখ ১২৯১ (১৮৮৪)।
২। **অগ্রহার** কাব্য ১৮৮৬ (?)।
৩। **ডাক্তার রামদাস সেন** (জীবনী) ১৮৮৬ (?)।
৪। **মুর্শিদাবাদ কাহিনী** (ঐতিহাসিক চিত্র) শ্রাবণ ১৩০৪ (১লা জুলাই ১৮৯৭)। ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮১।
৫। **মুর্শিদাবাদ কায়স্থ সমিতি** (১৯০২)।
৬। **মুর্শিদাবাদের ইতিহাস**—১ম খণ্ড ১৩০৯ (১৯০২)। এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড ২০৮ পৃঃ পর্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। 'জগৎশেঠ' বৃটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করিলে ছাপা বন্ধ হয়।
৭। **সোনার বাংলা** (১৯০৬)।
৮। **প্রতাপাদিত্য** ১৩১৩ (১৯০৬)।
৯। **কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত**—অনুক্রমণিকা ও পর্ব-সংগ্রহ অধ্যায় ১৩১৪ (১৯০৭)।
১০। **ইতিকথা** ১৩১৫ (১৯০৮)।
১১। **মরণরহস্য** ১৩১৭ (১৯১০)।
১২। ১২ই ডিসেম্বর—দিল্লী দরবারের বিবরণ (১৯১২)।
১৩। **জগৎশেঠ** ১৩১৯ (১৯১২)। এই গ্রন্থের সঙ্গে 'সোনার বাংলা'ও বাজেয়াপ্ত হয়। জগৎশেঠ প্রথমে 'উৎসাহ' পত্রিকায়, পরে 'ঐতিহাসিক চিত্র'তে কিছু অংশে প্রকাশিত হয়।
১৪। **কবিকথা** ১ম খণ্ড ১৩২২, ২য় খণ্ড ১৩২৬।
১৫। **চুনার ইতিহাস** ১৩২৫ (১৯১৯)।
১৬। **সমাধান** (উপন্যাস) ১৩২৩।
১৭। **কায়স্থ প্রসঙ্গ** ১৩২৯ (১৯২৩)।
১৮। **পৃথ্বীরাজ** ১৩৩৪ (১৯২৮)।

ইহা ব্যতীত নিখিলনাথ 'ঐতিহাসিক চিত্র' (অক্ষয় মৈত্রেয় প্রতিষ্ঠিত, ১৩০৫) পত্রিকার সম্পাদনায় দায়িত্ব ১৩১৪—২১ পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। ১৩২০ সাল হইতে 'শাশ্বতী' বাহির করেন এবং দুই বৎসরের জন্য 'পল্লীবাণী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।